গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

বা

পদ্য-কাদম্বরী

[দ্বিতীয় ভাগ]

(সম্পূর্ণ)

—:*:—

"ইন্দুমতী"-কাব্য—

প্রণেতা—

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়

সাহিত্যার্ণব-কবিরত্ন-প্রণীত।

—০:*:০—

কলিকাতা

৮ নং লাটুবাবু লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীব্রজগোপাল দেব, বি, এ,

মেট্‌কাফ-প্রেস।

৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

দ্বিতীয়-ভাগ

প্রথম সর্গ

তারাপতি সারারাতি করি জাগরণ—
প্রভাতে নিভৃত দেশে,—সুনিদ্রার অভিলাষে ;
নিরজন অস্তাচল করে অন্বেষণ !
মালতী-কুসুম-রেণু করিয়া হরণ—
সুপ্তোত্থিত নরগণে তুষিবারে সমীরণে
ইতস্ততঃ পরিমল করে বিতরণ !
শিশির-নীহার-বিন্দু মুকুতার প্রায়
পত্র-অগ্রে শোভে হাসি অতুল সুষমারাশি
অরুণ-স্যন্দনে রবি বিকাশিলা কায় !
ম্লান-মুখ চন্দ্রমার করি নিরীক্ষণ—
কুমুদিনী-নেত্রে নীর কমলিনী প্রেমাধীর
ঈর্ষায় বিদ্বেষ-হাসি করে প্রদর্শন ।
ভাতিল সোনালী ছটা সে মণিমন্দিরে
শাখী-শাখে পিকধ্বনি চকিত কুমার শুনি
শয্যা পরিহরি দ্রুত আগত বাহিরে,

বালার্ক-কিরণে দীপ্ত দিব্য সরোবর,
স্তবকে স্তবকে কত তীরে ক্রম সুশোভিত
ফল, পুষ্প, লতা, গুল্ম সোনালী সুন্দর,
শিলার বিচ্ছেদে হাসে যেন পুষ্পবন
বিহঙ্গম সন্তরণে জলজ কুসুমগণে
কম্পিত, সুকণ্ঠে রচে আনন্দ-কানন !
সহসা ধ্বনিল শিঙ্গা, ডমরু মধুর
সদলে গন্ধর্ব্বগণ করে শিব-সংকীর্ত্তন
ব্যাপিল নগরময় সাধনার সুর

প্রাভাতিক অনুষ্ঠান করি সম্পাদন
রাজবালা অন্বেষণে প্রণয়-পূরিত মনে
রাজপুত্র কেয়ূরকে করিলা প্রেরণ।
অচিরে গন্ধর্ব্ব যুবা হ'য়ে প্রত্যাগত
কহে প্রিয়-সখিদ্বয়, অঙ্গন-বেদীতে রয়
মন্দার-প্রাসাদ-নিম্নে পুরন্ধ্রী বেষ্টিত।

উপনীত চন্দ্রাপীড় হেরে বামাগণ
পাশুপত ব্রতাচারী পরিহিতা বক্ক সারি
বুদ্ধ, জীন, কার্ত্তিকেয় স্তবে রত মন!
মহাশ্বেতা সমাদরে আসন প্রদানে
অন্তঃপুর-বাসিগণে তুষিতেছে সম্ভাষণে
কাদম্বরী সুনিবিষ্টা পুরাণ শ্রবণে!
চন্দ্রাপীড় সুআসনে হ'য়ে সমাসীন—
চেয়ে মহাশ্বেতা-পানে হাসিলেন চন্দ্রাননে,—
বুঝিলা হাসির ভাব তাপসী-প্রবীণ—

কহিলেন মহাশ্বেতা "শুন কাদম্বরি,
সঙ্গিগণ ব্যাকুলিত রাজ-সুত অন্তর্হিত,
কুমারে এখানে রাখা সাজে না সুন্দরি,
চাহেন হাসির ছলে গমনানুমতি,
শিষ্টাচারে বশীভূত কথনে অশক্ত চিত
"চন্দ্রকান্ত" চন্দ্র-করে গলিত যেমতি।
যদিও সুদূর দেশে বসতি ইহার,—
কায়মনে করি স্তুতি "ভক্তাধীনা ভগবতী
করুন এ দয়া সতি,—ভিক্ষা অবলার
কমুদ-বান্ধব আর যথা কুমুদিনী,—
উভয় অন্তরীভূত প্রণয় অবিচলিত
চিরস্থায়ী এ পীরিতি করুন ভবানী"।
"অধীন হ'য়েছি সখি, দর্শন অবধি,
অনুরোধে প্রয়োজন হয় যদি ভিন্নজন
আদেশ-পালনে রত রব নিরবধি"।
কাদম্বরী কহি হেন, গন্ধর্ব্বানুচরে—
আদেশিলা সসম্মানে, যুবরাজে যথাস্থানে
রক্ষিবারে যথা যোগ্য যত্ন-সহকারে।
মহাশ্বেতা-স্থানে লভি কুমার বিদায়,—
সম্বোধিয়া কাদম্বরী, বহুল বিনয় করি
কহে "দেবি, বহুভাষী-বিশ্বাস হারায়,
পরিজন-কথা মনে হইলে স্মরণ—
স্বকীয় মহত্ত্ব-গুণে স্মরিও অধমে মনে,
"উহার ভিতরে আছি আমি একজন"।

এত বলি পুরী হ'তে গমন-উদ্যত—
প্রেম-সিক্ত দুনয়নে হেরিয়া রাজ-নন্দনে
কাদম্বরী দুঃখ-নীরে হ'ল নিমজ্জিত।
বহিস্তোরণাবধি পুরনারীগণ—
রাজ-পুত্র-গুণ স্মরি সু-অনুসরণ করি
অদর্শনে-সবে হ'ল' বিষাদে মগন।
দশমীতে প্রতিমায় করি বিসর্জ্জন
শোক ছায়া বক্ষে ল'য়ে ফিরে যথা নিজালয়ে
তে মতি সকলে করে প্রতি আগমন!
ইন্দ্রায়ুধ-আরোহণে কেয়ূরক-সনে,—
কুমার অবশ-অঙ্গে হেরে যেন দর্শনাঙ্গে
কাদম্বরী মূর্ত্তিময় চৌদিকে ভুবনে!
বিরহ-বিধূরা অতি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
অনুগামী ধেয়ে যেন কহে ব্যাকুলিনী হেন
"কোথা যাও প্রিয়তম, ত্যজি অভাগিনী,—
আবার সম্মুখে যেন স্ব-ভূজ প্রসারি
আকুলিনী বিরহিনী, মুক্তকেশী উন্মাদিনী,—
রোধিছে গমন পথ শোকে ভয়ঙ্করী!
শূন্য-প্রাণে, শূন্য-জ্ঞানে, আকুল হৃদয়
তাপসী আশ্রম হেরে কুমারের নেত্র ঝরে,
হেরিলা অচ্ছোদ সরঃ; শোভার আলয়;
রম্য উপলব্ধি নহে বিন্দু মাত্র তার,—
মানস গন্ধর্ব্বপুরে শরীর আগত দূরে
কে হেরিবে নেত্রময় লাবণ্য প্রিয়ার!

যথাকালে স্কন্ধাবারে যুবা উপনীত,
বাহিনী প্রফুল্ল মন, জয়-ধ্বনি করে ঘন
মন্ত্রি-সুত, পত্রলেখা অতি উল্লাসিত !
বর্ণিয়া কুমার সবে বিলম্ব কারণ,—
গন্ধর্ব্ব-কুমারগণে তুষি শিষ্ট আচরণে,—
শূন্য মনে চলে স্বীয় আবাস-ভবন !
গন্ধর্ব্বের শিষ্টাচার ঐশ্বর্য্য বর্ণনে—
বঞ্চিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে যুবামহীপাল
অশনান্তে উপনীত শয়ন-সদনে ;
সারা নিশি, সারা দিন করি জাগরণ,—
কাদম্বরী সে লাবণ্য ভিন্ন চিন্তা নাহি অন্য
সহিলা সে দুর্ব্বিসহ বিরহ-পীড়ন।
প্রভাতে কুমার যবে সুপট-মন্দিরে,
র'য়েছেন উপনীত বিরহে অধীর,
হেন কালে সন্নিধানে কেয়ূরক বীরে—
নিরখি পুলকে যেন নাচিল শরীর।
আজানু-লম্বিত চারু বাহু-প্রসারণে,—
পরম বান্ধব-জ্ঞানে করি আলিঙ্গন,
সম্ভাষিলা চন্দ্রাপীড় গন্ধর্ব্ব-নন্দনে,
সুধাইলা মহাশ্বেতা-মঙ্গল কথন,—
কাদম্বরী, পুরনারী, যত সখীগণ,—
কুশলে রহেত সবে, পুলকিত কায় ;
নিবেদিলা কেয়ূরক "এ রাজ নন্দন ;—
প্রীত যারে,—অমঙ্গল অন্তরে পলায় !

কাদম্বরী বদ্ধাঞ্জলি করে অনুনয়ে—
অনুরোধ জ্ঞাপিলেন তাম্বূল-গ্রহণে,—
প্রেরিত সুগন্ধি আর বিলেপন ল'য়ে,—
কৃতার্থ করিবে তায়,—স্ব-অঙ্গে ধারণে।
মহাশ্বেতা-নিবেদন শুন যুবরাজ,
"রাজেন্দ্র-নন্দন যার বঞ্চিত দর্শনে
সে জন সৌভাগ্য-সুখে করিছে বিরাজ,—
দৃষ্টি-পথে পড়ে নাই যার এ রতনে।
যে নগরী রতে চির উৎসবে মগন,
আনন্দ-সরিত-স্নাত উল্লাসিত কায়,
বিমল ও মুখ-চন্দ্র না ক'রে দর্শন,—
অমা-নিশি-সম এবে অন্ধকার গায়।
ম্লান-মুখী কাদম্বরী দিবা বিভাবরী,
নিয়ত স্মরণে রত ও মুখ-কমল,
ক্রমশঃ অসুস্থ-কায়, শয্যা প'রে পড়ি,—
সর্ব্বত্যাগী এ তাপসী বিষাদে বিহ্বল।
সখীর সম্প্রীতি-চিহ্ন "শেষ" নামে হার,—
বিস্মৃতির মূলে ছিল পতিত শয়নে
চামর-ধারিণী-করে সেই উপহার,—
ধারণে কৃতার্থ ক'র,—কৃপা-পদার্পণে।

অতি আনন্দিত চিত শুনি হেন বাণী
স্বহস্তে তাম্বূল আর হার, বিলেপন
গ্রহণে-স্মরিয়া প্রিয়া-প্রণয়-কাহিনী—
যুবরাজ মন্দুরায় করিলা গমন।

পন্থায় পশ্চাৎ দৃষ্টি ঘননিরীক্ষণে—
প্রতিহারী বুঝে তায় প্রভুর মনন
রোধিলা গমন-পথ অনুচরগণে,—
কেয়ূরক পশে মাত্র কুমার-সদন।
মন্দুরায় প্রবেশিয়া কহে চন্দ্রাপীড়—
"বল কেয়ূরক, আমি করিলে গমন
কিরূপে বিগত কাল রাজ-কুমারীর,
মহাশ্বেতা করে কিবা মম আলোচন।
কেয়ূরক নিবেদিল "শুন মতিমান্—
কুমার ত্যজিলা যবে গন্ধর্ব্ব-নগরে
কাদম্বরী সখীগণ-সহ অধিষ্ঠান
করিলেন ব্যস্তনেত্রে প্রাসাদ-শিখরে!
নেত্র-পথাতীতে এলে অনেক সময়
গতি-গত নেত্রে রমা রহে তাকাইয়া,—
অনন্তর অবতীর্ণ হ'য়ে ক্রীড়ালয়—
কুমার শয়নাগারে রহিল বসিয়া!
কভু বা মন্দিরে বসে, কভু বা বাহিরে,
কভু বা প্রাসাদ-শিরে নেহারে প্রান্তর,
কভু উপবন-পানে নিরখি অধীরে
অঞ্চলে মুছয়ে অশ্রু,—ঢালি নিরন্তর!
সারাদিন অনশনে কাটিয়া যুবতী
সায়ংকালে মহাশ্বেতা-যত্নে উৎপীড়নে
বসিলা আহারে মাত্র বিষাদিত মতি
চন্দ্রোদয়ে নেত্র ধারা বর্ষিল নয়নে!

বামকরে বাম গণ্ড করিয়া স্থাপন—
নিবিষ্ট চিন্তায় কাটে অনেক সময়,
নিশীথে শয়নাগারে করিলে শয়ন
উত্তপ্ত বালুকা-বোধ শয্যা সমুদয়!
নীরব বাঁশরী বীণা, মুরজ মন্দিরা,—
সঙ্গীত বিহনে ভূমে রহিছে হেলায়,—
আভরণ অঙ্গ-চ্যুত শয়নে, অধীরা,—
বসন্ত বিহনে বন সুষমা হারায়!
পূর্ব্ব-রাগ-বার্ত্তা শুনি রাজ-নন্দিনীর
কুমার-সন্দিগ্ধ-মন হ'ল পুলকিত
পত্রলেখা সঙ্গে চলে রঙ্গে অতিথির
ইন্দ্রায়ুধে হেমকূটে হ'ল উপনীত।

শ্যামলা সুষমা-ডালা করে করি বন-বালা
বরিল, মোহিল শৈল পত্রলেখা-আঁখি,
যে দিকে পতিত নেত্র আকর্ষণে সে বৈচিত্র
দর্শন-আকুল,-ভাবে "কার মন রাখি?"
নির্ঝরিণী-উৎসজলে শত ইন্দ্রধনু ফলে
সরস বেতসে পূর্ণ গিরির চরণ—
ডালে-ডালে ডাকে পাখী সুধাবর্ষে থাকি থাকি,
ভাসায় হৃদয় কত কোকিল-কূজন!
গুহা উত্তীরণে মন বংশ-রন্ধ্রে সমীরণ
তুলিছে কিন্নরী-সনে গান্ধারের তান
পুষ্প গন্ধে আমোদিত গন্ধর্ব্ব-যুবতী যত
চঞ্চল-মানসে পশে ফুল-ধনু-বাণ!

যক্ষ-বালা কি কুহকী ফুল তুলি দেয় উঁকি,
বনে যেন মনোরম্য কুটিল কমল,
পত্র স্বন, কিল্লিরব জানায় বৈভব সব,—
"নিসর্গ রাজ্ঞীর রাজ্য দুঃখ-হয় জল।"
কাদম্বরী দ্বার-দেশে কুমারে নিরখি হেসে
প্রহরী প্রণতি করে ভক্তিভাবে তায়,—
যথায় গন্ধর্ব্ব-বালা হিম-গৃহে বিনির্ম্মালা
গ্রীষ্মাবাসে বর্ত্তমান আবাস-জানায়!
কেয়ূরক অগ্রে চলে পত্র লেখা-নেত্র টলে
ইন্দ্রালয় যিনি রম্য দিব্য নিকেতন
সরসীর তীর-স্থিত হিম-গৃহ সুনির্ম্মিত
তরু, গুল্ম, ফল, ফুলে চারু উপবন!
কদলী পত্রের শোভা শ্যামলা নয়ন-লোভা
সমীরণে হেলে দোলে সেকমল কায়,—
তমালে কোকিল-তান ফুল্ল ফুলে অলি-গান
গুণ-গুণে গর্ব্ব মনে পবনে জানায়,—
"চারি দিকে সরোবর হিম-গৃহ-অভ্যন্তর
সুশীতল বরুণের জল-কেলী-স্থান,
অথবা নন্দন বলি ভ্রম হয় বলি বলি
অকারণ সমীরণ,—হেথা নাহি মান।"
হিম-গৃহে শিলা-তলে, বিন্যস্ত শৈবাল-দলে
সদ্য-ফুল্ল নলিনীর কোমল শয্যায়—
সুশায়িতা কাদম্বরী তবু তাপে ধড় ফড়ি
গাত্র দাহে পার্শ্বান্তরে নিয়ত গড়ায়!

যেন ফুল্ল কমলিনী প্রিয়-শোকে বিরহিনী
নিশি-যোগে দুঃখ-ভোগে,—ঢালে নেত্র-জল,
প্রভাত কুমুদ-প্রাণ যেমতি বিচ্ছেদে ম্লান
বিমলিনা সম-খেদে তারকার দল!
কুমারে নিরখি মাত্র এস্ত ভাবে তুলি গাত্র
প্রিয়-পাত্রে কাদম্বরী করে সমাদর—
মেঘাগমে চাতকিনী তেমতি সে বিনোদিনী
হৃদে ঝরে প্রেমময় সুধা দর্-দর্!
আসনে নিষণ্ণ হ'য়ে পত্রলেখা-পরিচয়ে
কুমার সুমিষ্ট ভাষে তুষ্ট করে সবে,—
অতুল লাবণ্য হেরি চমৎকার গণে নারী
অপ্সরী যে পত্রলেখা সৌন্দর্য্য-বৈভবে!
নবাগতা ভক্তি-ভরে উভয়ে প্রণতি করে
সখী-জ্ঞানে সম্ভাষণে জানা'য়ে সম্প্রতি,—
মহাশ্বেতা-কাদম্বরী সাদরে সুভূজে ধরি
কমঅঙ্কে-ধরে স্নেহে নবীনা যুবতী।
কুমারীর দশা হেরে কুমার অন্তরে স্মরে
"পুরুষ-পাষাণ-সম কঠিন হৃদয়
মনোরথ ফলোন্মুখ তথাপিও পরাঙ্মুখ
চাক্ষুস-প্রমাণে ও যে না হয় প্রত্যয়।
বিকাশি কৌশল দেখি কি বলে এ বিধুমুখী
বিধির বাসনা কিবা নির্ব্বন্ধ কি রয়?
জিজ্ঞাসিলা "কহ দেবি, কি ঔষধে বল সেবি,
কি হ'তে এ অচিন্তিত ব্যাধির উদয়!

বদন-কমল ম্লান ওষ্ঠাগত যেন প্রাণ
হিমোপম স্বেদে কম প্লাবিত শরীর
যেন নীরদের দল ঢাকে শশী সুবিমল
আচম্বিত মেঘে কিবা আবরে মিহির !
এ হেন সুবর্ণ লতা দুঃখে হেরি অবনতা
দহে প্রাণ সুবদনি, বিষাদ-দহনে,—
আমা হ'তে প্রতিকার যদি কিছু থাকে তার
অকপটে, নিঃসঙ্কোচে তোষহ বর্ণনে,—
যদি মম দেহ-দানে কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জনে
যে কোন উপায়ে হয় এর প্রতিকার—
করিব সৌভাগ্য জ্ঞান,— তৃপ্ত হবে মনঃ প্রাণ,
এ দৃশ্য দর্শন প্রাণে নাহি সহে আর !
নিয়ত প্রস্তুত জন • আজ্ঞাকারী অনুক্ষণ
অনুগতে সুলোচনে, করনা বঞ্চনা,—
না সহে বিলম্ব আর হৃদি পূর্ণ দুঃখ-ভার
ত্বরা কর রোগোৎপত্তি-কারণ বর্ণনা'।
স্বভাব-বিমুগ্ধা বালা হৃদয়ে মন্মথ-জ্বালা
তবু বুঝি সার মর্ম্ম ভাবার্থ কথার
না করি উত্তর মুখে মৃদু হাসি চন্দ্রমুখে
প্রকাশিলা সুকৌশলে উত্তরের সার !
মদলেখা নম্রাননে কহে ছলে "ত্রিভুবনে
এ হেন অদ্ভুত ব্যাধি না হেরি নয়নে,—
প্রফুল্ল নলিনীদলে দ্বিগুণিত গাত্র জ্বলে
হেন কভু না হেরিনু,—না শুনি শ্রবণে !

হিম-কর দিনকর, চুয়া-নীর বিষধর,
সর্ব্বভুক-শিখা-কর সুস্নিগ্ধ চন্দন,
শৈবালে সন্তাপে জ্বলে অনিলে অনল বলে,
হলাহল গণে যেন কোকিল-কূজন।
কনক-চম্পকোপম বরণ অঞ্জনসম,—
নাহি হেরি এ রোগের কি ঔষধি আছে?
সরলা অবলা জাতি গোপনে যাদের ভাতি
জিজ্ঞাসিব সদুপায় মোরা কার কাছে?"
এহেন উত্তর শুনি চন্দ্রাপীড় ম্রীয়মাণী,
তব বিদোলিত মন সন্দেহ-দোলায়—
"যদি এই রাজসুতা হত মম অনুরতা
প্রকাশিত মনোভাব সরল কথায়!"
এ হেন ভাবিয়া মনে, সুখে মহাশ্বেতা সনে
নানাবিধ সুমধুর প্রীতি-আলাপনে
ক্ষণকাল ক্ষেপ করি, পত্রলেখা পরিহরি
ঐকান্তিক কাদম্বরী আগ্রহ-বন্ধনে,—
স্কন্ধাবারে উপনীত নিরখিলা সন্নিহিত
কান্তিহারা উজ্জয়িনী দূত উপস্থিত,—
পিতা, মাতা, বন্ধুজন, অমাত্য, স্ব-পুরজন
ক্রমান্বয়ে সুমঙ্গল জিজ্ঞাসে ত্বরিত!
করি বহু নতি কহে বার্ত্তাবহ
"বহু দিন প্রভো, বিদেশ বাসে
হায় উজ্জয়িনী শ্মশান যেমন,—
মহারাজ, রাণী অর্দ্ধ উপবাসে,—

চন্দ্রমা যেমন রাহুর পীড়নে—
ভেবে ভেবে দোঁহে বদন কালা—
মন্ত্রী, মনোরমা, পুরন্ধ্রী-মণ্ডলী,—
সবার গলায় বিষাদ-মালা !
জনপদবাসী হাসি বিরহিত,
চৌদিকে খেলিছে বিষাদ-ঢেউ
অশন-শয়নে উপেক্ষা নিয়ত,—
ভাবনা-রহিত না রহে কেউ।
মোরা অনুচর তাপিত নিয়ত
কুমার যাদের নয়ন-তারা,—
কিবা অবিদিত কি করে কিঙ্কর
রাজা, রাণী যেন ফণী মণিহারা !
কহিনু সংক্ষেপে নরনাথ-বাণী,—
নৃপতি-অমাত্য-লিখন করে,
এত বলি চর করিয়া প্রণতি
প্রদানে লিপিকা বিনয় ভরে !
পিতৃ-পত্র শিরে ধরি অগ্রে উন্মোচিত করি—
কুমার জানিলা বিবরণ ;
অপরে মন্ত্রীর পত্র পাঠে জ্ঞাত সমস্ত্র,
মূল-বার্ত্তা "ভবন-গমন।"
হেথায় গন্ধর্ব্ববালা ধরাসনে বিনির্ম্মিলা,
জর্জ্জরিত মনোভব-বাণে,—
শ্রবণে, প্রস্থান মম— নির্দ্দয় পাষাণ-সম,
বিরহিণী না যাঁচিবে প্রাণে !

কেন বিধি নিদারুণ,— ঘটাইলা অঘটন,
কেন গেঁনু সে গন্ধর্ব্বপুরে ?
মিত্রদ্রোহী মহাপাপ, ঘটিল এ মনস্তাপ,
বধিনু সরলা অবলারে !
পিতার আদেশ-সম কর্ত্তব্যতা শ্রেষ্ঠতম,
ধরণীতে আর কিছু নাই" ;—
ভাবি স্থির করি মনে, মেঘনাদে সুবচনে—
কহে "বৎস, তোমাকে জানাই,—
পত্রলেখা সঙ্গে করি কেয়ুরকে বাধ্য করি—
অতি দ্রুত এখানে আসিবে,—
অনতিবিলম্বে পরে যাবে নিয়ে নিজ-ঘরে,
অবশ্য এ আদেশ পালিবে।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি চলি ত্বরা নিজপুরী,
মহাশ্বেতা কাদম্বরী সনে,
সাক্ষাতের নাহি কাল, ব্যস্ত অতি মহীপাল,
দেহবদ্ধ জনক-চরণে।
মন মম হেমকূটে, দংশে হৃদি কালকূটে,
সাক্ষাৎ না হওয়া ভাল ছিল,—
অসতের নাম যাবে তাহারা সকলে লবে,
"চন্দ্রাপীড় সে সঙ্গে মিশিল।"
বলিয়ে এ সব কথা, জানাবে মরম-ব্যথা,
মহাশ্বেতা-কাদম্বরী পাশে ;—
বলিবার কিছু নাই, মঙ্গল-কামনা তাই,
করি সুধু বিভুর সকাশে !"

এত বলি, মন্ত্রি-সুতে— কহে "চলি স্বপুরীতে,
নরনাথে করি গে সান্ত্বন,
পশ্চাৎ বাহিনী-সনে যেও মিত্র,—স্বভবনে,
চন্দ্রাপীড় বিদায় এখন।"

প্রথম-সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

—:*:—

ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ নিবিড় কানন—
প্রকাণ্ড পাদপ-লতা-জাল-সুমণ্ডিত,
স্থানে-স্থানে গজভঙ্গ শাখা অগণন
দর্শনে অন্তরে পান্থ একান্ত শঙ্কিত!
ঋজু-গতি দেবদারু উত্থিত কৌতুকে
নিরখিতে দৈত্য-অরি দেবেন্দ্রের পুরী
বীর-পুঞ্জ তাল-কুঞ্জ সমর-উৎসুকে
প্রভঞ্জন-রণে ঘোষে দানব-চাতুরী,—
সুপ্রচণ্ড শাল কাণ্ড-বাহু প্রসারিয়া—
নাচিছে সমর-মদে পবনের সনে,
রণোন্মাদে ঝাউবৃন্দ উঠিছে গর্জ্জিয়া
দেব-সনে চির-বাদ প্রকাশি গগনে।
চন্দন স্ববাহু-শাখে ভুজঙ্গ-জড়িত,—
সাঁপুড়িয়া সাজি করে ভীতি-প্রদর্শন,
মহাকাল শক্তিহীন অবলা ঈর্ষিত
রক্ত ডিম্ব ফলে করে রহস্য-জ্ঞাপন।

শিশু যেন লব-কুশ শ্যামল সুন্দর
প্রতাপে প্রবল কিন্তু মরুতের রণে,—
মারুতির পিতা গণি গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
অশ্বত্থ যে অশ্বত্থমা ভীমাক্রোশ মনে ;
স্থানে স্থানে জীর্ণ-কূপ বিবর্ণ সলিলে
অর্দ্ধপূর্ণ,—পুরোভাগ জঙ্গল-আবৃত
কোথাও বা গিরি-নদী, নির্ঝরিণী জলে
নিয়ত ঝর্ঝর-রবে বিভু-গুণ-গীত।
এ হেন কান্তার ক্লেশে করি অতিক্রম
যুবরাজ হেরে যবে সায়াহ্ন আগত—
সম্মুখে বিরাজে দিব্য ধ্বজ মনোরম
রত্ন-কান্তি-বিরঞ্জিত, সমীরে দোলিত।
সবেগে কেতন-লক্ষ্যে ছুটিলা কুমার,—
হেরে পরে সারি-সারি বিটপী খর্জ্জুর,—
মধ্যভাগে সু-মন্দির দেবী চণ্ডিকার—
ঘন বৃক্ষে শ্যাম-শোভা অটবী প্রচুর।
রক্তোৎপল বিল্বদলে চর্চ্চিত চন্দনে
অম্বিত মঙ্গল-কুম্ভে স্বয়ম্ভূ-সুন্দরী
বিতরে শান্তির সুধা পথিকের মনে,
গুপ্ত তায় মায়াময়ী কুহক-চাতুরী।
মোহান্ত দ্রাবিড়ী এক স্থবির ব্রাহ্মণ,
লোকাগমে অবিরত তারা-নাম স্ম'রে
নিয়ত রুদ্রাক্ষ-মালা জপে নিমগন
যক্ষ-কন্যা-রূপ-প্রভা বিহরে অন্তরে।

বশীকরণাদি চূর্ণ পরিব্রাজিকায়
কুটিল কটাক্ষে অর্পে,—মুখে দেবী-নাম
অন্তরে অনঙ্গদেব মাধুরী বিলায়
দর্শায় পথিকে রত ধরমে নিষ্কাম।

কুমারের সৈন্যবৃন্দ হ'লে উপনীত
কপটী কলহ-রত ক্রোধে কম্পমান;
চন্দ্রাপীড় মন্দিরের হ'য়ে সন্নিহিত
তুরঙ্গম-অবতীর্ণ নমে ভক্তিমান্।
এ হেন কৌতুক-প্রদ দৃশ্য-দরশনে—
কাদম্বরী-বিরহের দীপ্ত হুতাশন
দমিলে কিঞ্চিৎ যুবা মিষ্ট আলাপনে
দুষ্ট ক্রোধানলে করে সলিল সিঞ্চন,—
আলোচনে বিদ্যা-বুদ্ধি পে'য়ে পরিচয়—
এত দুঃখে কুমারের উপজিল হাসি,—
ভাবিলা অনন্ত এই বিশ্বে মায়াময়
র'য়েছে অদ্ভুত কত রহস্যের রাশি!
আহা মরি! বিধাতার বিচিত্র রচন,—
অমৃতে নিহিত কত গুপ্ত হলাহল,
কুসুমে নিয়ত ঘটে কীটের সৃজন,
চিন্তিলে তাপিত চিত্তে ঢালে শান্তি-জল!

আরোহিলে অস্তাচলে রক্তিম তপন,—
ধূসর-বসনা দিবা হ'লে অনুমৃতা,—
বিহগ স্বরবে করে শোক সংঘোষণ
সম-শোক কমলিনী বিকলা মুদিতা।

দ্রুত ক'রে করে সবে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত
বৃক্ষ-শাখে ঘোটকের রক্ষিয়া পর্য্যাণ—
যুবরাজ-অনুচর হইলে শায়িত,—
শয্যায় আশ্রিত পরে যুবা মতিমান্ !
নিশ্চিন্ত নিরখি যেন চিন্তা-নিশাচরী
বিকট বদনা করি ভ্রুকুটি ব্যাদান
আরম্ভিল কুহুকিনী ছলনা চাতুরী,
আতঙ্কে কম্পিত ঘন কুমারের প্রাণ !
প্রভাতে সে মোহন্তকে ধন-রত্ন-দানে
করি প্রীত, করি নতি দেবী-চণ্ডিকায়
চলিলা স্বদেশ-পানে প্রেম-ভঙ্গপ্রাণে
নিরখি চৌদিক যেন নিরাশা বেড়ায় !
কতিপয় দিন-অন্তে বহু পর্য্যটনে—
উজ্জয়িনী নগরীতে যুবা-উপনীত,—
নগরী আলোকময় কুমারাগমনে,—
রাজা-রাণী প্রীতি-নীরে হ'ল নিমজ্জিত !
ভকতি-চন্দনে পূজি জনক-জননী,
করি প্রীত পুর-বাসী-সীমন্তিনী গণে,—
বন্দিলা অমাত্য-সহ অমাত্য-রমণী
বাঁধিলা ভকতি গুণে সচিব-ভবনে।
বর্ণিয়া সে প্রাণোপম মিত্রের মঙ্গল
কহিলা "পশ্চাতে সখা,—সঙ্গে অনীকিনী,"—
শ্রবণে শ্রবণে বর্ষে সুধা-সুবিমল
সচিব-দম্পতি-হৃদে প্রীতি-মন্দাকিনী।

অনন্তর স্বভবনে দিবা-অবসানে
পিতৃ-আজ্ঞা পালনান্তে হ'লে অবসর,
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী সুপ্তা বিরহ-শয়নে
প্রেমময়ী মূর্ত্তি ছায় কুমার-অন্তর
জাগ্রতে, স্বপনে কিম্বা রহেন ভ্রমণে,—
গগনে, কাননে কিম্বা ক্ষীরোদের গায়
অশ্বে, গজে অথবা কি তরী-আরোহণে
উপলব্ধিহীন যুবা নিমগ্ন চিন্তায়!
কুহকিনী মোহে মুগ্ধ মোহিনী-মূরতি
অন্তিম শয্যায় যেন প্রলাপে ভীষণ
কহিছে "কোথায় যাও ধূর্ত্ত, দুষ্টমতি,
প্রেম-পাশে বেঁধে শেষে করিয়া বর্জ্জন?
সুদূর-বিশ্রুত কিবা সঙ্গীত মধুর—
উঠিল ভাসিয়া যেন সে বিজন বনে
অথবা অমৃতময় বাঁশরীর সুর—
বিতরিল সুধারাশি পিয়াসী শ্রবণে
অথবা সে শশাঙ্কের অঙ্ক-বিহারিণী
বিষাদ-জলদাবৃত চকিত চঞ্চল,
আবার, আবার কহে সম্মোহিনী বাণী,—
আবার ঢালিল হৃদে সুধা নিরমল!
"দাঁড়াও, দাঁড়াও নাথ, দাঁড়াও বিজনে,
হের কণ্টকিত মম যুগল চরণ,—
কম্পিত চরণে, ক্ষুব্ধ শোকাচ্ছন্ন মনে
কেমনে করিব দ্রুত পদানুসরণ?

বিচ্ছেদ-উচ্ছ্বাসে যেন রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,—
রোধিল অমিয়-ধারা প্রেম-মন্দাকিনী,
শান্তির ত্রিদিব-লতা মলিনা কাতর,
পতিতা সে পদ-প্রান্তে, লোটায়ে ধরণী।
চমকিত যুবরাজ উন্মত্তের প্রায়,—
পদসঞ্চারণে পূর্ণ সে ঘোরা যামিনী
যাপিলেন চিত্ত দগ্ধ বিরহ জ্বালায়
পলায় অশক্তা যবে তপ্ত নিশীথিনী!

পূরবে উদিল পুনঃ রক্তিম তপন
হাসিল সুখদা উষা,—হাসে কমলিনী,
আবার পশ্চিমাচলে কমল-রঞ্জন
কাঁদাইলা পতি-প্রাণা দিবা বিষাদিনী!
সুনীল গগনে ভাতে হিমাংশু-কিরণ,
হাসিলা সরসে মত্ত ফুল্ল কুমুদিনী,
চকোর-দম্পতি স্নিগ্ধ প্রফুল্ল বদন,
বিরহ-বিধুর তুল্য দিবস-যামিনী!
সমভাবে দিবানিশি যাপিছে কুমার,
কিছুতেই সমাকৃষ্ট নহে ব্যস্ত মন
ক্রমে শীর্ণ বিবর্ণাঙ্গ নিরখি রাজার—
অন্তরে ঘটিল ঘোর সন্দেহ-সৃজন!

কতিপয় দিন-অন্তে মেঘনাদ সনে—
পত্রলেখা উজ্জয়িনী হ'লে উপনীত,
সংক্ষেপতঃ কাদম্বরী-কুশল শ্রবণে—
নহে তৃপ্ত কুমারের সন্তাপিত চিত!

নিরজনে যুবরাজ কহে "পত্রলেখে,
অকপটে কহ মোরে ছিলে দিন কত,
কি ভাবে গন্ধর্ব্বপুরে, সুখে কিম্বা দুঃখে,
কেমন আদর-যত্নে হ'লে আপ্যায়িত ?
পত্রলেখা কহে "তথা অতি আকিঞ্চন,
কাদম্বরী নিত্য-নব প্রসাদানুভবে
মহা সমাদরে কাল করিনু কর্ত্তন,—
এত স্নেহ, এত যত্ন,—কোথা নাই ভবে !
আদর্শ দয়ার মূর্ত্তি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
মায়া-মাখা, স্নেহ-ছাকা, আঁকা তুলিকায়,
যাপিলাম মহাসুখে দিবস-যামিনী
রূপে, গুণে ধন্য তিনি,—অতুল ধরায় !
একদা যে মায়াময়ী বিষাদে মগন,—
আকুলা তটিনী যেন প্লাবন-পীড়নে—
কেন হেন স্বভাবের পূর্ণ বৈলক্ষণ
নিরখি,—দারুণ শঙ্কা উপজিল মনে,
প্রমোদ-বেদীকা'পরে মলিনা নলিনী,
যেন অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশে
সঘনে কম্পিত তনু,—স্বেদ-সঞ্চারিণী,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভে কপোল-প্রদেশে,
কমল-করুণ-নেত্রে ঝরে নেত্র-নীর,
নীহার রাজিল যেন পঙ্কজের দলে,
অকস্মাৎ হেন ভাব নিরখি অধীর—
কহিনু করুণ কণ্ঠে,—নমি পদতলে,—

"কেন হেন বিষাদিনী গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
উদিল এ দুঃখ কেন? কহ সুলোচনে,
না সহে হেরিলে ম্লান ফুল্ল কমলিনী,—
চন্দ্রমা মলিন কিবা রাহুর পীড়নে?
বহুক্ষণে অশ্রুজল করিয়া মোচন
কহিলেন প্রিয়সখি,—তুমি প্রাণোপমা,—
সহোদরা ভগ্নীসম সুহৃদ্ আপন
দরশনাবধি ভাবি,—গুণে নিরুপমা;
আপন না হ'লে কভু দুঃখের পসরা
অংশী হ'য়ে বহিতে কি পারে অন্যজন?
তাই তোমা কহি সখি,—হইয়ে অধীরা,
নতুবা মানব নহে বিশ্বাস-ভাজন।
যুবরাজ চন্দ্রাপীড় দয়া-বিবর্জ্জিত,
লোক-মাঝে নিন্দনীয় করিল আমায়,
যুবক-সুলভ বল প্রকাশে নিয়ত,
কুমারী-কোমল-মনে হেরে অসহায়!
গুরুজন-অন-অনুমোদিত পন্থায়,
কেমনে কহলো সখি,—করি পদার্পণ,
সমাদৃত কুল-গত বিনয়, লজ্জায়,—
দু'করে আবরে পথ, করয়ে বারণ।"
দুর-অবগাহ তার গুঢ় অভিপ্রায়—
বুঝিতে না পারি কহি "সুধামুখি সখি,
কি দোষে কুমার দোষী প্রকাশি আমায়
কহ, তাঁরে অকারণ দোষ বিধুমুখি।

শুনিয়া সকোপে কহে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
"ধূর্ত্ত যুবরাজ তব, শয়নে, স্বপনে
কুপ্রবৃত্তি দেয় কত, হ'য়ে আকুলিনী
চমকি চৌদিক খুঁজে না হেরি নয়নে!
পুনরায় যবে সখি, সুষুপ্তি-সলিলে
হেরে নিমজ্জিত সেই কপটী দুর্জ্জন,—
নির্দ্দেশি সঙ্কেত-স্থান হেসে খল-খলে
মদন-লেখন সখি, করয়ে প্রেরণ,—
কখনো বা লোক-মুখে প্রণয়-বারতা –
বর্ণিয়া অসৎ বৃত্তি করে উত্তেজন,—
উন্মিলিত করি আঁখি, হ'য়ে জাগরিতা
তিরস্কার করি শত করিয়া বারণ!"
কহে পত্রলেখা তবে হাসিয়া তখন—
কাদম্বরী মনোভাব বুঝিয়া অমনি
"দুরাত্মা কুসুম-চাপ-চাপে বিড়ম্বন,
একের দোষেতে অন্যে দোষ সুবদনি!
উত্তরিলা মমভাষে তবে রাজবালা—
"রূপ, গুণ, স্বভাবের করহ বর্ণন,—
তবে ত বুঝিতে পারি কেবা দেয় জ্বালা,
না সহিতে পারি আর হেন নির্য্যাতন।"
কহিনু সে ভাবময়ী রমণী-গৌরবে
"অঙ্গহীন যার নাম নিঠুর অনঙ্গ
রূপ তাঁর মোর পাশে কিরূপে শুনিবে?
গুণ তাঁর বহ্নি বিনে দহে বামা-অঙ্গ!

ভুবন-বিজয়ী বীর করে ফুলবাণ,
যুবতী ললনাঘাতী নিরদয় মন,
শঙ্করের যাঁর বাণে নাহি রহে মান,
ইচ্ছাময়ী ভগবতী হ'ন উচাটন"।
কহে কাদম্বরী "তুমি যা কহিলে সখি,
হ'তে পারে মদনের এ ঘোর পীড়ন,
কি কর্ত্তব্য উপদেশ দেও বিধুমুখি,
আর না সহিতে পারি হেন জ্বালাতন!
কহি আমি "প্রিয় সখি না হও কাতর,
বিখ্যাত বংশীয়া যত বয়স্থা ললনা,
নিজ মতে বরে বর করি স্বয়ম্বর,
নহে কলঙ্কিতা তারা ; শুন সুলোচনা ?
সু-অঙ্কিত ক'রে লিপি মনের মতন,
প্রদান আমার সঙ্গে কুমার-সদনে,
বহু রাজগণে ক'রে শুভ-নিমন্ত্রণ,
বরিবা কুমারে মাল্যে,—সভা-বিদ্যমানে!
কুমার এ কার্য্যে যদি না হ'ন সম্মত,—
চরণে ধরিয়া তাঁর লইব সম্মতি,—
ভাব মোরে সুবদনি,—ভগিনীর মত,
আনিব কুমারে আমি, আপন-সংহতি!
শ্রবণে এহেন বাণী গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,
পিরীতি-প্রফুল্ল মনে ক'রে অনুধ্যান,—
ক্ষণ-পরে কহিলেন সে-নব নলিনী,
তোমার আশ্বাস-নীরে স্নিগ্ধ-তপ্ত প্রাণ;

কিন্তু বল, অবলার হৃদয়ের জ্বালা,
নিজ করে লিখা অতি লজ্জার বিষয়,
স্বয়ম্বরে পতি-গলে সমর্পিব মালা,
জনকের কর্ণে দিতে আরো লজ্জা-ভয়!
বেশ-বণিতারা পারে হৃদয় খুলিতে,—
কুল-বালা-পক্ষে উহা মরণ-সমান,,
যখন কুমার এল, অসুখ হেরিতে,
প্রাণ যায় তবু রাখি সরমের মান।
পুনরায় যদি তাঁর হয় আগমন,
পারিব যে মনোভাব করিতে প্রকাশ
কি বিশ্বাস?—পুনঃ তিনি করিলে গমন
জ্বলিব বিরহানলে করি হা হুতাশ!
অতএব, ভাল, মন্দ, কিছু নাহি জানি,
সখীর জীবন-রক্ষা রুচি যদি হয়,—
আপন কর্ত্তব্য-জ্ঞানে করহ স্বজনি,
হিতাহিত বিহ্বলার বোধায়ত্ত নয়!”
কহিলেন পত্রলেখা “শুনহ কুমার,
আমিও রমণী-জাতি, নারীর প্রকৃতি—
জানি ভাল তোমা হ’তে ধর্ম্ম অবলার,
মৃত্যু-মুখে নাহি ছাড়ে সরমে,—যে সতী;—
এ হেন লবঙ্গলতা আসন্ন শয্যায়,
বিচ্ছেদ-রাহুর গ্রাসে হিমাংশু যেমন,
অর্পণে তুহিন-রাশি কমলের গায়—
নৃপোচিত কার্য্য ইথে হয়নি সাধন!”

এত বলি পত্রলেখা কাঁদিলা নীরবে,—
স্মরিয়া লাবণ্যময়ী-দুঃসহ যাতন,—
চন্দ্রাপীড় নিমজ্জিত বিরহ-অর্ণবে,—
কহিলা "এ সব ঘোর বিধি বিড়ম্বন!"
হেনকালে প্রতিহারী নমিয়া তথায়
নিবেদিল "পত্রলেখা আগত শ্রবণে,
মহিষী আগ্রহ মনে আহ্বানে তাহায়—
ব্যাকুলিনী কুমারের বদন-দর্শনে!"
মাতার আদেশমাত্র পশিলে শ্রবণে
কুমার অমনি ব্যস্ত প্রক্ষালিয়া মুখ
পত্রলেখা-সহ চলে জননী-সদনে
মাতৃ-ভক্তি-রসে ঘুচে বিরহ-অসুখ।
"চন্দ্রাপীড়, তুমি ধন্য অবনী-মণ্ডলে,
মাংস-পিণ্ড, কৃমিময় এ দেহ ধারণে—
স্বীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অবহেলে
যে আগত,—মাতৃ-পিতৃ-চরণ-বন্দনে!
আহার, মৈথুন, ভয়, আত্মসুখে রত,
মনুষ্যত্ব-হীন নর পশুত্বে মণ্ডিত।"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

—০:*:০—

বহিছে শিপ্রার জল তর্ তর্ তরে ;
জলচর নভোচর খেলিয়া বেড়ায়
অনিল-হিল্লোলে নাচে তরঙ্গনিকরে
সঙ্গে রঙ্গে বঙ্কে করি অপরে নাচায়।
"বিভুর প্রেমিক যথা ভক্ত মাতোয়ারা
বিলায় সে প্রেম-ছড়া জগতের গায়,"
সাধুর প্রসঙ্গে প্রেম-রঙ্গের এ ধারা
নাচে ধরা, নীর-ধরা তরঙ্গে জানায়!

কাদম্বরী-বিরহ-বিধুর বিধু-মুখ
মলিন বিমল কান্তি চিন্তায় আকুল
চন্দ্রাপীড় গৃহে, সৌধে শান্তিতে বিমুখ
শূন্য প্রাণে ভ্রমে বীর তটিনীর কুল।
যে দিকে ফিরায় আঁখি নেহারে অতুল
বিমল সুষমা-রাশি প্রকৃতির গায়,
তবু উপলব্ধি-হীন মানস ব্যাকুল
নিরাশ অন্তরে সুধু চৌদিকে তাকায়।

একদিকে পিতৃ-মাতৃ মমতার রাশি,
অন্যদিকে প্রণয়িনী আসন্ন শয্যায়,
কর্ত্তব্যতা সমস্যায় প্রাণাকুল ভাসি,
ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি সুদূরে পলায়।

হেনকালে আচম্বিতে অশ্বপদ-ধ্বনি
কুমারের চিন্তা-স্রোতে বাধা প্রদানিল;
ব্যস্ত মনে দরশনে হাসিলা অমনি
মরু-হেন মনে যেন বারিদ বর্ষিল।
যেমতি প্রবাসী যদি বহু দিনান্তরে
দূর দেশে হেরে পাশে দেশবাসী জন
অচিন্তিত আগমন আনন্দ বিতরে,
ফুল্ল যুবা হেরি তথা গন্ধর্ব্ব-স্বগণ।

কেয়ূরকে হেরি যুবা প্রফুল্ল বদনে
জিজ্ঞাসিলা শুভ বার্ত্তা করি সম্ভাষণ,
বন্ধু হেন সন্তোষিলা গাঢ় আলিঙ্গনে,
তুষিল গন্ধর্ব্ব গণে প্রীতির বচন।

হরিল সে পান্থ-নেত্র তটিনীর শোভা,
প্রবাহে মরালকুল করে কলধ্বনি
তরঙ্গ-তাড়নে হাসে চারু মনোলোভা
কেঁপে-কেঁপে কৌতুকিনী যত পঙ্কজিনী;
স্নাত-কায় পদ্ম-গন্ধ অঙ্গে সমীরণ—
নিদ্রিতা মহিলাগণে সুখ-স্পর্শ দানে,—
হংসের কূজন সহ পশিয়া শ্রবণ—
মাতায় অবলা-মন মন্মথের বাণে,

তীরে রম্য কত হর্ম্ম্য উদ্যান অন্বিত,
সজ্জিত খুলিছে যেন ছবির পসার,
ফল-পুষ্পে বার মাস সম-আমোদিত,
নৃপতি-নিলয় হেন ভ্রান্তি শোভা যার।
নগরীর উপকণ্ঠে উদ্যান সুন্দর
অর্দ্ধেন্দু-শেখর-মূর্ত্তি শোভার আলয়
যার শিরশ্চন্দ্রালোকে সৌধ নিরন্তর
দিবা-নিশি সমভাবে নিত্য সমুজ্জ্বল!
পুর-সুন্দরীরা সুর-সুন্দরীর প্রায়
দিব্য বেশে অলক্তকে রঞ্জিয়া চরণ
লাক্ষা-রসে বিরঞ্জিছে চূড়, অলিন্দায়
গন্ধর্ব বিভ্রম, যেন গন্ধর্ব্বিনিগণ!

রাজসুত সমাগতে যথাযোগ্য স্থানে
সবিশেষ সমাদরে করিয়া যতন
বিশ্রামার্থ সংরক্ষিয়া রম্য নিকেতনে,
কেয়ূরকে নিয়ে চলে শয়ন-ভবন!
পশিল গন্ধর্ব-যুবা ত্রিতল প্রাসাদে,
"শ্রীমন্দির" নাম যার রম্য অন্তঃপুরে,
শ্রী-রূপিনী লক্ষী কিবা নিবসে আহ্লাদে
সুষমায় মুগ্ধ,—ত্যজি বৈজয়ন্তীপুরে!
পরম লাবণ্যময় কক্ষ চমৎকার,
নানাবর্ণ রত্নহার দেউলের গায়,
সুচিত্রিত উর্দ্ধভাগে চন্দ্রাতপ যার
ঝালর মুকুতা পাতি নয়ন ভুলায়!

গৃহ-অভ্যন্তরে নানা চিত্র মনোহর
দোলিছে দেউল-গাত্রে কুসুমের হার,
গুণতানে অবিরত-ভ্রমে মধুকর,
শ্যামার ললিত তানে অমিয় সঞ্চার!
মর্ম্মর, দ্বিরদ-রদ বিবিধ আসন,
উজ্জ্বল কণক-কান্তি দিব্য উদ্ভাসিত,
দীপাধারে দীপ্তিময় মাণিক রতন,
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে রম্য শয়ন সজ্জিত!
বিরাম-ভবনে যুবা বিবিধ যতনে—
নানা উপচারে করি পথ-ক্লান্তি দূর,—
সংস্থাপিয়া কেয়ুরকে সুযোগ্য আসনে
অনুরোধে সমাচার বর্ণিতে প্রচুর!
উত্তরিলা কেয়ূরক "শুন নরমণি,—
এ'নে দিয়ে পত্রলেখা তব স্কন্ধাবারে
কহিনু "কুমার যাত্রা করে উজ্জয়িনী,—
নিমজ্জিত শুনি সবে শোক-পারাবারে;—
মহাশ্বেতা হেন বাণী শ্রবণে অমনি
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি চাহি ঊর্দ্ধপানে
উচ্চারিলা "উপযুক্ত কর্ম্ম" এই ধ্বনি,—
অবিলম্বে সমাগত আশ্রম-ভবনে!
স্তম্ভিত পথিক যথা অশনি-নিনাদে
শ্রুতি-মাত্র কাদম্বরী নেত্র নিমিলিতা,
অবসন্না, সংজ্ঞা-শূন্যা অসহ্য বিষাদে,—
বহুক্ষণে সচেতন, হ'য়ে সুসেবিতা!

কহিলা সখেদে চারুনেত্র উন্মিলনে
"শুনিলে ত চন্দ্রাপীড় যে কর্ম্ম করিল,
অর্পিতে কি পারে হেন এ তিন ভুবনে
ভালবাসা-প্রতিদানে,—তীব্র হলাহল ?
তদবধি মৌন-ব্রতী, রুদ্ধ বাক্যালাপ,
মুখ-চন্দ্রে নিদারুণ:বিষাদের ছায়া,
না জানি নিশীথে কত করেছে প্রলাপ,—
পরদিন সংজ্ঞা-হীনা,—অবাক্ হেরিয়া !
হেনরূপে যাপি কাল দিবা নিশীথিনী
ভূমি-শয্যা ত্যজিবারে অশক্ত, বিরত,
হয়েছে কঙ্কাল-সার ফুল্ল সরোজিনী
"ধুক ধুক" বহে ক্ষীণ জীবনের স্রোত ;
পুরাতন পত্র-পাতে সরসী-জীবন
যেমতি বিমল কায় সমল আকার,—
বিরহ-তাড়নে তপ্ত কাঞ্চন বরণ
পাণ্ডু-প্রভা মুখে, গণ্ডে করে অধিকার !
কাহারো কথায় কোন নাহি প্রত্যুত্তর,—
অবিরল অশ্রুধারা বর্ষিছে নয়নে,—
কিছুই কেহকে নাহি বলিয়া সত্বর—
উপনীত দ্রুত আমি কুমার সদনে"।
কোমল শয্যায় সেই বীর চন্দ্রাপীড়—
বাক্য-অবসান মাত্র হ'ল সংজ্ঞা-হীন,—
সিঞ্চনে চন্দন, চুয়া, সুবাসিত নীর,
তাল-বৃন্ত ব্যজনান্তে মোহ হ'লে লীন,—

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা কুমার
"কাদম্বরী-মন-প্রাণ আমাতে আকুল—
পূর্ব্বে নাহি জানি আমি মনোভাব তার,
সে কারণে প্রাণ তার সঙ্কট সঙ্কুল!
অনিবার্য্য এ সকল দৈব-বিড়ম্বনা—
নির্ব্বন্ধ-নিহিত কার্য্যে যত অসম্ভব
সম্ভাবিত হ'য়ে দেয় বিবিধ লাঞ্ছনা,
চিন্তিলে মনীষি বুদ্ধি মানে পরাভব!
কোথা বা গন্ধর্ব্বপুরী,—কোথা উজ্জয়িনী,
কেন বা ছুটিনু বনে কিন্নর দর্শনে—
কেন বা হেরিয়ে সেই তাপসী-কামিনী
সঙ্গে যে'য়ে বিনাশিনু অমূল্য রতনে!
হায়! আমি মহাপাপী, নারকী, কুজন,
বাঁধিয়া প্রণয়-পাশে হেন অবলায়,
নিষ্ঠুর, পিশাচ-সম করিয়ে বর্জ্জন,
চিরকাল এ কলঙ্ক রাখিনু ধরায়!
এ সকল বিধাতার ভীষণ চাতুরী—
এখন কি ক'রে রক্ষি জীবন উহার,
কহ কেয়ূরক, সেই অমল-মাধুরী
ঘটিবে কি দেখা ভাগ্যে এই অভাগার'?
আহা মরি! বিধাতার বিচিত্র গঠন,
মূরতি গ'ড়েছে যেন করুণা ছানিয়া,
নহে কেন এ নির্ম্মমে স'পে প্রাণ-মন,
কাঁদিবে আকুল প্রাণে বক্ষঃ ভাসাইয়া!

হায়! আমি কি করিনু প্রতি-ব্যবহার,
বজ্র-সম কি কঠিন এ দারুণ হিয়া,—
প্রতিদানে হৃদে হানি জ্বলন্ত অঙ্গার
এখনও হর্ম্ম্যে আছি নিশ্চিন্তে বসিয়া?
কহ কেয়ূরক মোরে সে নব-নলিনী—
বিরহে ত শুষ্ককায় নহে এ সময়,
হেরিতে কি হবে ভাগ্য মমতারূপিণী,
সতত সহাস্যময়ী সুধার নিলয়?
এত বলি চন্দ্রাপীড় শয়নে পতিত,
পত্রলেখা দ্রুতগতি সুগন্ধি-সু-নীরে—
সিঞ্চিয়া কোমল তনু করে সুসেবিত,
তাল-বৃন্ত-বিজনিলা নীরবে সুধীরে।
সজ্ঞান নিরখি কহে গন্ধর্ব্ব যতনে,—
আশাই জীবের মাত্র জীবনের মূল,
আশা-তরি ভর করি সংসার-জীবনে,—
সহে লোকে দুর্ব্বিষহ অশান্তি অতুল;—
অধৈর্য্য হইয়া প্রভো,—নাহি কোন ফল,
সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ,—বিধির লিখন,
কর্ম্ম-ধর্ম্ম মাত্র আছে দেহীর সম্বল,
শুভাশুভ-ফল-লাভ বিধি-নিয়োজন;—
অতএব বৃথা চিন্তা করি পরিহার,
সত্বর গন্ধর্ব্বপুরী গমন-কারণ—
সুব্যবস্থা যাহা হয় করুণ বিচার,
বিজ্ঞজনে বহু-ভাষা বলা অকারণ!”

সুযুক্তি কেয়ূর-উক্তি করিয়া শ্রবণ—
ভাবিলা "স্বকরে ন্যস্ত গুরু রাজ্যভার
জনক-অজ্ঞাতে যাত্রা অসার-লক্ষণ,
গেলেও সঙ্কট-শাস্তি পিতৃ-অবজ্ঞার ;
কাদম্বরী ক্ষীণপ্রাণা,—শায়িতা শয্যায়,
না গেলে রমণী-হত্যা, পশিব নরকে,—
কেমনে নির্লজ্জপ্রায় রসনা জানায়
জনক-সদনে,—ঘোর পড়িনু বিপাকে।"
হেনরূপ নানা চিন্তা জাগিয়া অন্তরে—
আপ্লুত করিল অতি কুমারের মন,
কেয়ূরকে সংরক্ষিয়া শয়ন-আগারে
আহারের সুব্যবস্থা করে সংসাধন।
চিন্তার সরিতে স্নাত নরোজ্জ্বল রবি
সারা নিশি প্রেমময়ী মূর্ত্তি স্মৃতি-পটে
হেরিলা স্বপনে কত বিভীষিকা-ছবি
অমঙ্গল কত বাণী কহে অকপটে!
প্রভাতে সত্বর করি গাত্র উত্তোলন
স্কন্ধাবার "দশপুরী" আগত শ্রবণে—
শত রাজ্য-লাভে যেন নন্দিত আনন—
কেয়ূরকে কহে বীর হর্ষোৎফুল্ল মনে—
"আমার পরম মিত্র সে বৈশম্পায়ন,
এসেছে অনতিদূরে,—আর চিন্তা নাই,—
শ্রবণে গন্ধর্ব্ব-যুবা আনন্দে মগন,
কহিলা "ঘটিবে শুভ",—লক্ষণে, জানাই,—

কিন্তু মন্ত্রিসুত এসে পরামর্শ মতে,—
গমন করিতে কিছু হবে কাল-ক্ষয়,
রাজবালা নিপতিতা সঙ্কট-শয্যাতে,
কুমার-গমন-বার্ত্তা বলা যুক্ত হয়,—
কোমল কুসুম যথা মাধুর্য্যে বিনত
সংরক্ষয়ে কলেবর বৃন্তে ক'রে ভর,—
বিরহিণী-প্রেম-নত প্রাণ সেইমত
আশার নির্ভরে রহে দেহে নিরন্তর ?
আশার সঞ্চারে রবে জীবন-সঞ্চার,
নিরাশা-কাতরা-প্রতি এই যে ঔষধি
কান্ত-আগমন-দিন জ'পে অনিবার,
শ্রবণ-সুখদ বাণী রক্ষে প্রাণ যদি !

কেয়ুরক হেন উক্তি যুক্তি-যুক্ত বলি
বিজ্ঞ বলি সন্তোষিলা সস্নেহে কুমার,—
"পত্রলেখা, মেঘনাদে নিয়ে যাও চলি
রক্ষহ জীবন সেই বক্ষঃ-প্রতিমার !"
কহি হেন কেয়ূরকে তুষি আলিঙ্গনে,
বহুমূল্য "কর্ণ-ভূষা" করিলা অর্পণ,—
বিনয়ে তুষিয়া সর্ব্ব গন্ধর্ব্বে যতনে,
পত্রলেখা, মেঘনাদে, করিলা প্রেরণ !
সমুৎসুক চন্দ্রাপীড় বন্ধু দরশনে,
ধৈর্য্যহীন আগমন-কাল-প্রতীক্ষায়—
যাত্রা-অনুমতি-তরে নরেশ-সদনে
উপনীত হ'য়ে,—নতি করে পিতৃ-পায় ।

সস্নেহে করিয়া নৃপ বদন-চুম্বন,—
শুকনাসে কহিলেন "শুন মন্ত্রিবর,—
চন্দ্রাপীড় শ্মশ্রুরাজি উদ্ভিন্ন এখন,—
উদ্বাহের আয়োজন সাধহ সত্বর !"
মহানন্দে মন্ত্রী কহে সুযোগ্যকুমার—
অশেষ বিদ্যার গুণে দিব্য সুশাসনে;
বিরাট-সাম্রাজ্যে করে প্রতিভা বিস্তার ;—
অচিরে কমলা-বধু তোষিবে নয়নে !"
নম্রশির চন্দ্রাপীড় করিলা চিন্তন,—
কি সৌভাগ্য ! কাদম্বরী লাভের উপায়—
করিলা বিধাতা বুঝি হেরি জ্বালাতন,—
সে বৈশম্পায়ন এলে বাঁধা ঘুচে যায় !
করি নতি রাজপদে লভি অনুমতি—
যাপিলা দ্বিযাম নিশি শয়ন-ভবনে ;—
যামিনী প্রভাত-পূর্ব্বে সমুৎসুকমতি,
নিনাদিলা শঙ্খ-ধ্বনি কাঁপায়ে গগনে !
বাহিনী সুসজ্জ হ'য়ে এ'লে রাজপথে—
চন্দ্রমা-প্রভায় দীপ্ত বিমল গগন,
চন্দ্রাপীড় তীব্রগামী সিদ্ধ-মনোরথে
অচিরে আগত যথা সচিব-নন্দন ।
অদম্য আবেগ-দামিনী-বিকাশে
কুমার আগত স্কন্ধাবার-পাশে,—
দামিনী-গমনে উল্লাস-বিলাসে
নিনাদিলা শঙ্খ-ধ্বনি গগনে !

সুনীল বসনা সুবেশ-গুণ্ঠনে
সীমন্তিনিগণ গল্প-আলাপনে,—
নিমগ্ন প্রণয়-সরিত-জীবনে
না নমে অচেনা রাজ-নন্দনে !
প্রিয়তমা-প্রেম-মোহিনী-মূরতি—
আবরিয়া মন সুবিকাশে ভাতি,—
কুহক-দশনে মুকুতার পাতি—
করে ক্ষীণ-ভাতি জ্ঞান-গরিমা,—
তাচ্ছিল্য দর্শনে নহে ক্ষুণ্ণ মন,—
কুমারের মন অতি উচাটন
জিজ্ঞাসিলা "কোথা সে বৈশম্পায়ন—
সচিব-নন্দন, কহ উত্তমা।"
অমল অধরে বিদ্রূপ-অলক্ত—
বর্ণিল রমণী সম্ভাষে বিরক্ত,—
কুটিল কটাক্ষে যেন চির-ভক্ত
মোহন মদন-বাণ-অঞ্জনে,—
"কোথা কার কেবা সচিব ঘচিব,—
রমণী-সদনে সজীব নির্জ্জীব,
কে চিনে বা তায়,—বকিছ এ সব,—
বাতুল-বৈভব হেরি গঞ্জনে !
মনোমাঝে যার বহে প্রেমধারা
কৌতুকের রস ভাসে আত্ম-হারা
মান-অপমান নাহি দেয় সাড়া
চিন্তা-কাড়া বাজে যুবা-অন্তরে,—

কুমার চঞ্চল চলে কত স্থল
জিজ্ঞাসে সকলে মিত্রের মঙ্গল,—
না পেয়ে সন্ধান নেত্র সুকোমল
সন্দেহ-সলিল হৃদে সঞ্চরে!
অন্তে কতক্ষণ রথী কত জন—
সুগঠন,—ধীরে নমিলে চরণ—
মলিন-মূরতি,—কুমারের মন
আশঙ্কা-ঝটিকা ভীম-তাড়নে,
করিল বিরস রসনা অলস,—
সন্তাপ-পবনে কম্পিত বিবশ ;—
কাঁদিল পরাণ স্মরি মহাযশঃ
প্রণয়-পরশ-জন-বিহনে।
কম্পিত বচনে নৃপতি-নন্দন
কহে বীরগণে করিতে বর্ণন—
উৎকণ্ঠিত মনে,—"কোথা চন্দ্রানন",—
জীবন মগন শোক-সাগরে,
"মম-আগমন-অন্তে কি সমর,—
বাঁধিল ভীষণ কিম্বা ঘোরতর—
ব্যাধির পীড়ন,—কাল বিষধর—
দংশনে কি মিত্র প্রাণ সংহারে?
কি ঘটিল বল,—নাহি করি ছল,—
শমনে কি হরে জীবন-সম্বল ,—
চির কি অমল সে মুখ-কমল
দর্শনে বঞ্চিত রব ভুবনে!'

আর কি সে প্রেম-গলিত রসনা
"বন্ধু সম্বোধনে" প্রণয়-ঘোষণা
করিবে না আর পূরা'য়ে বাসনা,
ঢালিবে না প্রেম-সুধা জীবনে ?"
দিয়ে কর্ণেকর কহে বীরবর "জীবন রয়েছে তাঁর,—
অশিব ঘটনা বিধি-বিড়ম্বনা কহি প্রভো, ক্রমে আর,—
শুনি শুভকথা হৃদয়ের ব্যথা ঢালিল অমৃত জল,—
সে রাজ- নন্দন পশিল নন্দন, বাণী গণে পরিমল !
কুমার সুধীরে হেরি মন স্থিরে কহে বীর "নরনাথ,—
ভবন-গমন করিলে রাজন,-মোরা রহি তাঁর সাথ—
সচিব-নন্দন কহে "বীরগণ,—সরসী অচ্ছোদ নাম',—
পুরাণেতে শুনি পবিত্র কাহিনী বিশেষ তীর্থের ধাম,—
তীরে ভগবান্ ভবেশ ঈশান দরশনে মনে আশ,
নিকটে আগত, আলস্য নিরত হ'য়ে কি যাবনা পাশ ?"
এতেক বলিয়া প্রেমেতে মজিয়া উপনীত সরঃ-তটে,—
বাসিত কুসুম নীর অনুপম, কুঞ্জ যেন চিত্র-পটে,—
শ্রেণী-বদ্ধ তরু, লতা-গুল্ম চারু, নিয়ত বসন্ত খেলে,
ফুলে ফুলে অলি "গুণ"-তান তুলি শ্রবণে অমিয় ঢালে !
ফলতঃ কুমার, ভুবন-মাঝার এমন সুখের ঠাই,—
দরশনে মনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধে হেন ভবে নাই !
দেখে হেন শোভা মুনি-মনোলোভা বন্ধু তব আত্ম-হারা,
যেন পরিচিত অন্বেষণে রত, সুস্থির নয়ন-তারা !
ভূমিষ্ঠ,—উন্মনা রম্যবস্তু নানা হেরি কি বিকার-বশে,—
যৌবন জঞ্জাল আগত সে কাল ম'জে বা মদন-রসে,—

কি জানি কি ভাবে, মাতি কোন ভাবে,— বন্ধু তব শূন্য মনে
চিত্র পুত্তলিকা যেন পটে আঁকা অনিমেষ দুনয়নে,—
কত বা কাকুতি করিনু যে স্তুতি আনিবারে স্কন্ধাবারে—
ক'রে একশেষ চেষ্টা সবিশেষ দেখিনু নানা প্রকারে!
রহে নিরুত্তর, অপরে উত্তর করিলা বিরক্ত মতি—
"কেন ত্যক্তকর,—অবশ অন্তর,—উজ্জয়িনী কর গতি,—
যেই চন্দ্রাপীড়ে ক্ষণতরে ছে'ড়ে দিবা গণি রাতি প্রায়,—
তাহার সদন গমন-কারণ হ'তে প্রিয় কি ধরায়,
স্থান দরশনে কর্ম্মেন্দ্রিয় গণে ত্যজে বল আপনার,—
করেছ অবশ,—একান্তঅলস,—অন্তিম-ভীতি-সঞ্চার!
প্রিয় চন্দ্রাপীড়ে আর এ শরীরে হেরিবার আশা নাই—
নাহি পূণ্য হেন সেই চন্দ্রানন নয়নে রবে সদাই!
তোমরা সকলে সে মুখ-কমলে নিরখি থাকগে সুখে,—
করিলে যন্ত্রনা জীবন রবেনা উত্থান-চালন-দুঃখে"!

গমনে অশক্ত তবু অত্যাশক্ত কি যেন খুঁজিতে রত,
গেল দিনত্রয় অনশনে রয়,—অশনে সাধিনু কত!
কুমারের সম তাঁর প্রিয়তম ভুবনে দ্বিতীয় নাই—
রাখি সৈন্য শত রক্ষণে নিয়ত,—বর্ণিতে প্রভুর ঠাঁই
হ'য়ে নিরাশ্বাস আনিতে হতাশ, নিরাশ পরাণে চলি
এসেছি হেথায়, করুণ উপায় ত্বরায় আদেশ বলি!"
ঘটনা সংক্ষেপে আবেগ, আক্ষেপে কহি নমে বীরগণ
অতি অচিন্তিত অবস্থা ঘটিত চিন্তে শোক-বিবরণ!

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ সর্গ

দূত-মুখে চন্দ্রাপীড় শু'নে বিবরণ
ছিন্ন-লতিকার সম ঢলিল মাধুরী কম
পড়িলা ভুজঙ্গ-দষ্ট পথিক যেমন !
কম-অঙ্গ স্কন্ধাবারে নীত অনন্তর,—
বহুক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে, সজল নয়নে চেয়ে
কহিলা কুমার "শুন ওহে বীরবর !
চিন্তার অতীত তব দুঃখ-সমাচার—
অসম্ভব এ কাহিনী যেন স্বপনের বাণী
বন্ধুর যৌবনে হ'ল বৈরাগ্য-বিকার ?
কহি নাই এ জীবনে অপ্রিয় কখন,
অন্যে বলা অসম্ভব, তাহার আয়ত্ত সব,
সবে জ্ঞাত "প্রাণ-সম মম প্রিয় জন"
তৃতীয়-আশ্রম-কাল নহে উপনীত,—
অদ্যাপি অবিবাহিত, দেবী পিতৃ ঋণান্বিত,—
নহে মূর্খ,—হবে ভ্রমে উন্মার্গ নিরত ;"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি পটের মন্দিরে—
কহি হেন পার্শ্বান্তরে গড়া'য়ে শয়নে ধীরে
আদ্যোপান্ত সে বৃত্তান্ত চিন্তিলা গভীরে!
না পে'য়ে ইয়ত্তা-বিন্দু চিন্তা-জলধির
হ'লে অবসন্ন কায়, ভাবে মিছা ভাবনায়
কি ফল;—সংপ্রতি করি কর্ত্তব্য সুস্থির!
যদি নাহি উজ্জয়িনী করিয়া গমন
চলি সে বন্ধুর পাশে রাজা-রাণী-মন্ত্রি-বাসে
শোকাচ্ছন্ন হবে সবে, শুনে বিবরণ!
অমাত্য-দম্পতি:আর মাতা, নরনাথে
প্রবোধি আশ্বাস-ভাষে,—লভিয়া বিদায় পাশে,—
দ্রুত চলি যাওয়া ভাল অচ্ছোদের পথে;—
অকার্য্য করিয়া বন্ধু থাকিয়া সে স্থানে
ক'রেছে মিত্রের কার্য্য, প্রিয়া-শোক অনিবার্য্য
রক্ষিলা, দর্শ'য়ে ছলে চারু চন্দ্রাননে!
এ হেন সুযোগে যুবা বন্ধুর কারণ—
না হ'য়ে উতালা আর, ভাবে বন্ধু প্রেমাধার
আনিব প্রণয়-পাশে করিয়া বন্ধন।
অনন্তর আহারাদি করি সমাপন
বাহিরে নেহারে বীর শান্ত মূর্ত্তি পৃথিবীর
প্রচণ্ড মার্ত্তাণ্ড-তাপে অশান্তি-লক্ষণ!
অশক্ত নয়ন-পাত গগনের পানে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হেন অংশুমালি-অংশু যেন—
দহিছে চৌদিকে—বন,—দাব-হুতাশনে!

একে নিদাঘের বেলা দ্বিতীয়-প্রহর
চৌদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, উত্তাপে দহিছে নেত্র
মরুভূমি-সম-সাজে বালুকা-নিকর!
একান্ত নিবিড় স্থান,—নীরব অবনী,—
চাতকের কণ্ঠধ্বনি প্রকৃতি জাগ্রত গণি,—
জল-ভ্রমে ভ্রান্ত ছুটে প্রান্তরে হরিনী!
নিদাঘ-প্রকোপে বায়ু অনল-সমান
গাত্রে ঝরে স্বেদ-জল, জলে করি সুশীতল
কুমার আবাস-স্থল, করে অবস্থান;
দিবসের শেষ-ভাগ অতি রমণীয়
মন্দ মন্দ সমীরণ অঙ্গে করে বরিষণ
সুখ-স্পর্শ শান্তি-প্রদ অমল অমিয়;—
চন্দ্রমা-আলোকে যবে ভুবনালোকিত
প্রস্থান-সূচক শুনি সুগভীর শঙ্খ-ধ্বনি
সৈন্থবৃন্দ উজ্জায়িনী গমনোল্লাসিত;—
অবিরত পথ-শ্রমে সম্পূর্ণ যামিনী
চন্দ্রমা বিষাদে ম্লান তারাগণ ক্ষীণমান
সরবে বিষাদ-গায় যত বিহঙ্গিনী!
উজ্জয়িনী রম্য পুরী পরি শোকাম্বরী
যুবরাজ আগমনে, রহে তবু ক্ষুণ্ণমনে
অমঙ্গল অট্টহাসি করে টিট্‌কারী!
অশ্ব-অবতীর্ণ শীর্ণ চিন্তায় কুমার
শুনি রাণী-নরপতি মন্ত্রিপুরে করে গতি,—
চৌদিক পূর্ণিত যেন ঘোর হহাকার

উপনীত চন্দ্রাপীড় অমাত্য-ভবনে
মনোরমা-শোক-ধ্বনি:নভঃ নাদে প্রতিধ্বনি
বিলাপে তাপিত করে সমাগত জনে:!
"হা বৎস ভীষণ বনে রয়েছ কেমনে?
কি দিবে সুখাদ্য বল,—তৃষ্ণায় শীতল জল,—
কোন দোষে জননীরে ত্যজিয়া বিজনে?
নির্জ্জন-নিবাস যদি ছিল তব মনে,
তবে কেন অভাগিনী, ছেড়ে গেলি যাদুমণি,
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমা-অদর্শনে?
তুমিরে আমার বৎস নয়নের মণি,,
হারায়ে অঞ্চল ধনে কি সুখেরে এ ভবনে,—
কেমনে কাটিব বাছা দিবস-রজনী?
আয় বাপ, আয় বক্ষে, জুড়াই জীবন,—
হায় বিধি নিদারুণ, কেন হেন অকারণ,—
বিনা মেঘে করিলিরে অশনি-ক্ষেপণ!"
হেনরূপ নানামত করিয়া বিলাপ,—
স্বীয় বক্ষে কর হানি কাঁদে যেন উন্মাদিনী,
কনাস-হৃদে ঘোর শোকের সন্তাপ!
কুমার নৃপেন্দ্রে আর অমাত্য-প্রধানে,
ভক্তি-ভরে করি নতি মলিন কালিমাকৃতি
নীরবে বসিলা ধীরে সুযোগ্য আসনে!
কহিলা নৃপতি তবে "বৎস চন্দ্রাপীড়,
জানি মোরা ভাল মতে তুমি আর মন্ত্রিসুতে,
প্রণয়ে-অভেদ-আত্মা-প্রভেদ-শরীর,—

তাহার অন্যায্য কার্য্য নিরখি এখন,—
আমার অন্তরে নানা, তব দোষ সম্ভাবনা,
কার্য্য কি কারণ-বিনে সজ্ঘটে কখন ?
না হ'তে রাজার বাণী পূর্ণ-অবসান,
শুকনাস কহে "দেব,—এযে অতি অসম্ভব,
দোষ-হীন চন্দ্রাপীড় চির মম জ্ঞান।
সম্ভব অনল যদি উত্তাপ বিহীন,
শশাঙ্কে উষ্ণতাশ্রয়, হিমে দাহ-শক্তিরয়,
তথাপি কুমার চির-অকলঙ্কে লীন।
একের দোষের ঘোর কলঙ্ক-পসরা
কভু কি অন্যের শিরে সমর্পে সদ্‌জ্ঞানী ধীরে
ন্যায়-দৃষ্টি উপক্ষিলে রৌরব এ ধরা!
নিরপেক্ষ পিতৃ-মাতৃ-আদেশ যাহার,
জনক-উপম রাজা, রাণী মাতৃ-সম,—
না রক্ষিল যে মর্য্যাদা, মান মিত্রতার,—
স্বগণের উপরোধ ত্যজে যে নির্ম্মম,—
কি করিবে চন্দ্রাপীড় এ হেন অসারে ?
না গণিল মনে সে যে একটী নন্দন
নয়নের মণি যেন আঁধার আগারে,
অতি বৃদ্ধ জনকের একাবলম্বন।
কঠোরে দশম-মাস জঠরে ধারণ,—
কত কষ্টে পালে মাতা আপন-কুমারে,—
হেন মাতৃ-পদ করে যে পাপী বর্জ্জন,—
কি করিবে চন্দ্রাপীড় সেই দুরাচারে ?

স্থবির জনক এত কষ্টেতে পালন
ক'রেছে এ জরা দেহ পোষণের তরে,—
হেন পিতৃ-পদ ক'রে যে পাপী বর্জ্জন
অবশেষে সমর্পিল অশনি অন্তরে!
অসারে অর্পিত ক্রিয়া নহে ফলবতী
বিদ্যার্জ্জনে কি সুফল ফলিল তাহার?
মণি-বিভূষিত ফণী ভয়ঙ্কর অতি,—
না দর্শাল নরোচিত শিষ্ট ব্যবহার!
জানিনু অন্তরে আমি মম কর্ম্মফলে
মহাশত্রু পুত্ররূপে জন্মে মম ঘরে,—
দহিতে পাষণ্ড মোরে তীব্র শোকানলে,—
কৃত-বিদ্য নহে বল,—এ হেন কে করে?
মাতৃ-দ্রোহী, পিতৃ-ঘাতী, কৃতঘ্ন, পামর
কে আছে উঁহার প্রায় অবনী-মাঝারে?
শোকশেলে পিতৃ-ঋণ শোধি দেশান্তরে
বিহরে নির্জ্জন-সুখে ভীষণ কান্তারে!
বলিতে বলিতে মন্ত্রী অধৈর্য্য অন্তর—
প্রাবৃট্-পীড়নে যথা নীরদের নীর,—
অবিরল অশ্রু-ধারা ঝরে দর্‌দর্‌
শোকাবেগে জ্ঞানাম্বুধি একান্ত অধীর!
তদবস্থ হে'রে তায় কহে নরপতি—
"খদ্যোত সক্ষম কিহে বহ্নির প্রকাশে,
অনল কি হয় কভু দীপ্ত দিনপতি?
কি সাধ্য আমার তোমা প্রবোধিতে ভাষে?

প্লাবনে সমল যথা তটিনীর নীর
শোক-বেগে সমাকুল ধীমান্ তেমন
প্রবোধিতে পারে শিশু স্থবিরে অধীর,—
তাই কহি তোমা হেন সুবিজ্ঞ সদন ;—
ভূমণ্ডলে হেন লোক অতীব বিরল,—
নির্ব্বিকারে যাপে যার দারুন যৌবন,—
কালরসে গুরু-ভক্তি হ'য়ে সচঞ্চল—
বিগলিত শৈববের সংহতি যেমন,—
সম্ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি বক্ষস্থল-সনে,—
বৃদ্ধি ধরে স্থলাকার ভূজের সহিত,—
মধ্য-দেশ সনে ক্ষীণ বিনয়,—মদন—
যৌবনে বিকার আনে কারণ-বর্জ্জিত !
সুত তব এত কাল স্বভাব বিমল,—
মানব কুলেতে যেন বশিষ্ট-আকার,—
শিষ্টাচার, দয়া, মায়া, দৃষ্টান্তের স্থল,—
কালের মাহাত্ম্যে সেই এবে সবিকার !
নির্দ্দোষ সন্তান-শিরে দোষের পসরা—
সমর্পিত ক'রে কেন ভাবিছ অসার,—
যৌবনে বিপথে চলে বর্ষা-নীর-ধারা—
নদীবক্ষ ক'রে পূর্ণ চৌদিকে বিস্তার !
অগ্রে তায় এ ভবনে ক'রে আনয়ন,—
করিব যা হয় পরে বিহিত ইহার,—
বিবেক-বৃত্তান্ত যত করিলে শ্রবণ,—
অনায়াসে করা যাবে যেবা প্রতিকার।

নৃপতির স্নেহ-পূর্ণ প্রবোধ-বচনে,—
কহে মন্ত্রী "উদারতা বাৎসল্যে উদয়—
নৃপমনে শুধুমাত্র,—জঘন্য ভুবনে,—
যে পারে করিতে হেন বন্ধুত্ব বিলয়।
চন্দ্রাপীড় কহে খেদে বিনম্র আননে
"এ সকল দোষ তাত, সকলি আমার,
আত্মকৃত কলুষের প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানে
আপনি অচ্ছেদ-তীরে চলিনু আবার!
অনন্তর পিতা-মাতা, সচিব-দম্পতি—
সদনে বিদায় লভি ইন্দ্রায়ুধে চড়ি—
চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদের পথে ক'রে গতি,—
শিপ্রা-তীরে যাপিলেন প্রথমা শর্ব্বরী
রজনীর অন্তযামে অনুচরগণে—
কুমার গমনাদেশ করিয়া প্রদান,—
অগ্রগামী হ'য়ে কত ভাবিলেন মনে,—
সুকৌশল, সে মিত্রের ভাঙ্গিবারে মান!
অজ্ঞাতে সখার পিছে দাঁড়ায়ে নীরবে
সহসা করিব তার কণ্ঠ সুবেষ্টন,—
কহিব "কোথায় সেই রমণী-গৌরবে
রক্ষিলে, যাহার প্রেমে মুগ্ধ এ রতন?
বদন-চুম্বনে সখা সলজ্জিত মতি—
সহসা করিবে তার বিবেক-ভঞ্জন,—
মহাশ্বেতা-সন্নিধানে ক'রে পরে গতি
অচিরে করিব তায় পুলকে মগন;

তপস্বিনী-সু-ভবনে সৈন্য সংরক্ষিয়া—
হেমকূটে বন্ধু-সহ করিব গমন,—
চরিতার্থ হবে নেত্র হেরি প্রাণ-প্রিয়া,—
মহা সমারোহে পাণি করিব গ্রহণ!
প্রিয়তমা-অভিমত গ্রহণে-যুবতী—
মদলেখা বন্ধু-করে করিলে অর্পণ,—
তৃষ্ণাতুর নীরপানে সুতৃপ্ত যেমতি,—
নির্ব্বিরোধে হবে সখা-বৈরাগ্য-ভঞ্জন
হেন আশা-বারি-পানে পরিতৃপ্ত মনে—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথ-শ্রমে, দিবস-যামিনী,—
উপেক্ষা করিয়া দ্রুত তুরঙ্গ-চালনে—
বিগত হইল পথে কত নিশীথিনী।
আশা-মরিচিকা-মুগ্ধ অখিল সংসার,—
কে পারে লঙ্ঘিতে মায়া মৃগ-তৃষ্ণিকার?

চতুর্থ-সর্গ-সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

—ঃঃ—

বর্ষাকাল উপনীত,—নীরদ-মালায়
সমাচ্ছন্ন দিনকর,—দৃষ্টি অগোচর,
দশদিশি অন্ধকার বিজলী খেলায়—
নবীন নীরদ-অঙ্কে,—হেরে নিরন্তর।
মাঝে-মাঝে ভীমরবে গরজে অশনি
শিলাবৃষ্টি বৃদ্ধি করে নদী-কলেবর,
স্রোতস্বিনী প্রবাহিনী করি কলধ্বনি
প্রেমোন্মাদে মত্ত যেন চুম্বিতে সাগর।
সরোবর বিল, ঝিল, পূর্ণিত সরিৎ,—
চতুর্দ্দিক জল-মগ্ন, পথ পঙ্কময়,
ময়ুর-ময়ুরী নাচে প্রেম-পুলকিত
কদম্ব-কেতকী-বাসে সন্তোষে হৃদয়।
মৃদ্-গন্ধ সুবিস্তারে দেবী বসুন্ধরা,—
ঝঞ্ঝা বায়ু উৎকলাপে শিখীর কলাপ
আঘাতিছে বারংবার প্রেম-প্রীতি-ভরা
কেকারবে বৃদ্ধি করে ভেকের আলাপ!

গগনে চাতকবৃন্দ করে কলরব,—
গাহে যেন 'যুবরাজ,—ফির উজ্জয়িনী,"
নিবারিছে নির্ঝরিণী-পতন-আরাব,
বর্ষাসতী রোধে গতি যেন ভুজঙ্গিনী॥
চন্দ্রাপীড় প্রিয়জন-শুভ-সমাগমে
আরম্ভিল ভয়াবহ বর্ষার উৎপাত,—
ইন্দ্র-চাপে তড়িদ্‌গুণ সংযোগ-আগমে
শর-বৃষ্টি ছলে বর্ষে বৃষ্টির সম্পাত।
চন্দ্রাপীড় প্রেম-মুগ্ধ ভাবে বিপরীত,
প্রিয়া-সমাগমে হবে ক্লান্তি অতিশয়,—
নিরখি দেবেন্দ্র মেঘে করে আবরিত,
শিরোপরে চন্দ্রাতপে ঢাকে সদাশয়।
মনোরথ সফলের চিহ্ন এই সব
নবীন মেঘের কোলে উড্ডীনা রঙ্গিনী
সখা-সমাগমে বাড়ে মদন-উৎসব,
গর্ভবতী হয় যত বক-বিহঙ্গিনী!
দূরপথ অতিক্রমে এই সে সুযোগ,—
চিন্তিয়া বাড়িছে আরো অদম্য উদ্যম
পথে মেঘনাদে হেরি গণে শুভ-যোগ
জিজ্ঞাসিলা "কুশলেত রহে প্রিয়তম?
কিবুঝিলা মনোভাব ভবন-গমনে—
কি কহিল শুনি মম হেমকুট-গতি,
মম উপস্থিত কালে রবেত সেস্থানে"
কেমন হেরিলে সখা-শরীর সংপ্রতি?

মেঘনাদ কহে পদে করিয়া প্রণতি
"পথি-মধ্যে প্রাদুর্ভাব নিরখি বর্ষার
কেয়ূরক নিবারিল হেমকূট-গতি,—
অধীন অজ্ঞাত প্রভো, সমাচার তাঁর।

মেঘনাদে সঙ্গে করি চন্দ্রাপীড় পরে—
অচ্ছোদ-সরসী-তীরে হ'ল উপনীত—
স্থানের সুষমা-রাশি হাসি সুধাধরে—
কুমারে প্রীতির নীরে করে নিমজ্জিত!
অনুচরগণ-সহ তন্ন তন্ন করি—
কুঞ্জে-কুঞ্জে তীর-ভূমি করি অন্বেষণ
না পেয়ে সখায় বীর হর্ষ পরিহরি
ভীষণ চিন্তার স্রোতে সমাপ্লুত মন!
আশা মোহে ভাবে, "সখা আগমন শুনি,
গুপ্তভাবে কোথা জানি রহে লুকাইয়া—
অবস্থান-চিহ্নমাত্র না হেরি অমনি
ভগ্নোৎসাহ কাঁপাইল দুরুদুরু হিয়া!
কোথাওনা প্রিয়বন্ধু করি দরশন—
বিশ্বময় চন্দ্রাপীড় হেরে অন্ধকার,
দুরাশা কহিল কর্ণে "আশ্রম-ভবন,"—
আশার অপরিসীম শক্তি চমৎকা'র!
মায়ার প্রপঞ্চে মুগ্ধ, আশা-সূত্র ধরি!
সঙ্গি-সঙ্গে ইন্দ্রায়ুধ-অশ্ব-আরোহণে
আশ্রমে আগত ধীর, বিধির চাতুরী
কে বুঝিবে মায়াময় বিমুগ্ধ ভুবনে?

শিলা-তলে সমাসীনা ইন্দুনিভাননা—
অধোমুখী মহাশ্বেতা শোকেতে মগন,
তরলিকা অঙ্গ ধরি করিছে সান্ত্বনা,
কুমার-দর্শনে আরো অধৈর্য্য জীবন!
কম্পিত হৃদয়ে যুবা ভাবে "প্রিয়তমা—
অসহ্য বিরহে বুঝি ত্যজিল জীবন—
আর সেই প্রেমময়ী মাধুরী-গরিমা
না করিবে অভাগার কৃতার্থ দর্শন!
আর সেই সুধাময়ী-বীণা-তন্ত্রী-ধ্বনি—
কোকিল-ঝঙ্কার নাহি পশিবে শ্রবণে—
আর সেই সুধা-মাখা কোমল চাহনি—
হেরিব না এ জীবনে পার্থিব ভুবনে!
এতদিনে আশা-লতা হ'ল বিনির্ম্মূল
জীবনের সুখ-শান্তি ডুবিল অতলে—
চিরকাল এ অকীর্ত্তি রাখিনু অতুল
সরলা অবলা-ঘাতী-খ্যাতি ভূমণ্ডলে"!
শূন্য-প্রাণে চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতা-পাশে
শিলান্তরে ভগ্নান্তর বসিয়া তখন—
জিজ্ঞাসিলা অতিক্লেশে তাপসী-সকাশে
বর্ণিবারে দুর্ব্বিষহ শোকের কারণ।
বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র-জল করিয়া মোচন
কহিলা কাতর-কণ্ঠে "শুন মহাভাগ,—
লজ্জাহীনা নিষ্করুণা পূর্ব্বে নিদারুণ—
শোকের বৃত্তান্ত কহে,—শুন পরভাগ;—

পাপীয়সী এখনও অদ্ভুত ঘটনা,—
বর্ণিবারে মহাশ্বেতা হয়েছে প্রস্তুত—
পৃথিবীর যত কিছু বিধি-বিড়ম্বনা
অসম্ভব মোর ভালে সম্ভবে অদ্ভুত।
কেয়ুরক-মুখে শুনি তুমি উজ্জয়িনী—
সাক্ষাৎ-বিহনে দ্রুত করিলে গমন,—
অতীব বিষাদে মগ্ন হ'য়ে —অভাগিনী—
কাদম্বরী-স্নেহ-পাশ করিনু কর্ত্তন,—
আগত আশ্রমে-মনে বৈরাগ্য-উদয়,—
পার্থিব বাসনা যত দুঃখের আগার,—
শুভাশুভ কার্য্য-সিদ্ধি ইচ্ছায়ত্ত নয়,—
বিনে ইচ্ছাময়-ইচ্ছা সর্ব্ব-নিয়ন্তার ;—
চিত্ররথ-মনোরথ মিশিল অম্বরে,—
অভাগিনী-সখী বলি দুঃখ-ভাগ-রাশি
সপিনু সে সুনির্ম্মলা-সুখিনী-অন্তরে,—
করিনু কুমারে চির বৃথা অপদোষী,—
ভাবি হেন,—গৃহাশ্রমে জন্মিল ধিক্কার,—
বিজনে তরঙ্গ গণি দুঃখ-পয়োধির,—
একদা আশ্রমে বিশ্ব হেরি শূন্যাকার
চিন্তি যবে মহাকাল-লীলা-বিভূতির—
এ হেন সময়ে তব সমকান্তি-যুত,—
সমাকার, সুকুমার ব্রাহ্মণ-তনয়—
উন্মনা প্রকৃতি কিম্বা পূর্ব্ব-পরিচিত
নষ্ট বস্তু অন্বেষণে আশ্রমে উদয়।

ক্রমাগত সন্নিধানে চেয়ে মম পানে—
পলক-বিহীন নেত্রে রহে কতক্ষণ—
অনন্তর মৃদু স্বরে কহে "চন্দ্রাননে,—
আকৃতি-বয়সোচিত কার্য্য-সম্পাদন—
করিলে কি লোক মাঝে হয় নিন্দনীয় ?
কেন তুমি বিপরীত কার্য্যে সুবদনি,—
বিনাশিছ নব কান্তি-কুসুম-অমিয়,
কেন বা বিশুষ্ক কর প্রফুল্ল নলিনী ?—
তুহিন-পতন যথা মৃণালিনী-শিরে—
তপস্যায় অনুরক্তি তোমার তেমন,
নবীনা যুবতী যদি জটা ধরে শিরে,
কোথায় কন্দর্প বাণ করিবে ক্ষেপণ ?
অকারণ হ'বে তবে চন্দ্রমা-উদয়,—
কোকিল-পঞ্চম-স্বর নিরর্থক তবে,—
বসন্ত মলয়ানিল হ'য়ে যাবে লয়,—
কুসুমিত কুঞ্জবন কানন ঘটিবে !

"দেব-পুণ্ডরীক যবে ত্যজে অভাগিনী,—
দিব্যবেশী দেহ তাঁর হরে যে সময়,—
তদবধি সর্ব্বকার্য্যে উৎসুক ত্যাগিনী,—
জীবন্মৃতা সম করি দুর্দ্দিন বিলয় !
উহার দুর্ভাষা-বহ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ—
বিরক্তি অন্তরে চলি কুসুম-চয়নে
সংগৃহীতে দূর্ব্বা-আদি পূজা-উপাদান
তরলিকা-প্রতি কহি পরুষ বচনে—

"নিবার দুঃখ তত্ত্বে সখি,—কভু না হেথায়—
পশে যেন কামাতুর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—
পুনরায় ক্ষণ-মাত্র হেরিলে তাহায়,
নিশ্চয় অনর্থ তার ঘটিবে তখন!"
হতভাগ্য যুবা মম সখীর ভৎর্সনে—
অমনি সে স্থানান্তরে করিল গমন
দিনান্তরে যবে চারু চন্দ্রমা-কিরণে
জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী আনন্দে মগন!
কুসুম-সুরভি হরি মলয় পবন—
বহে মন্দ মন্দ গতি, প্রফুল্ল ধরণী,—
চকোরিণী-চিত্ত সুধা-পানে নিমগন
কোকিল পঞ্চমে ঘন করে কুহুধ্বনি!
নিভৃত নিবিড় কুঞ্জ, শঙ্কা-হীন মন,—
শিলা-তলে তরলিকা রহে সুনিদ্রিতা'—
গ্রীষ্মের প্রাবল্যে অতি হ'য়ে জ্বালাতন
গুপ্ত গুহা-ত্যজি হেথা হইনু শায়িতা।
রয়েছি চন্দ্রমা-পানে কাতর-নয়নে,—
জাগে মনে সেই ঘোর দুর্দ্দিনের কথা,—
প্রিয়-সমাগম ঘটে না হেরি লক্ষণে,
অভাগিনী ভাগ্যে হ'ল দৈববাণী বৃথা।
অদ্যাপি যাপিনু কাল আশায়, আশায়—
সহি মোহে, সুধু ঘোর দুর্ভাগ্যের ফল,—
কপিঞ্জল প্রত্যাগত না হ'ল এথায়,—
না জানি ঘ'টেছে তাঁর কোন অমঙ্গল!

পদ-সঞ্চালন-ধ্বনি শ্রবণে অদূরে
শব্দ-লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তখন —
নিরখি সে উন্মত্ত ব্রাহ্মণ কুমারে—
ধায় মোর পানে করি বাহু-প্রসারণ!
ভয়ঙ্কর সে মূরতি পুনঃ সন্দর্শনে—
পদ্ম-পত্র-নীরসম ভয়ে কাঁপে মন—
কলঙ্কিত হ'লে স্পর্শ-পঙ্কিল-জীবনে —
অমনি স'পিব দীপ্ত অনলে ভীষণ!
প্রাণেশ্বর দর্শনাশা হইল নির্ম্মূল
এতকাল দুর্ব্বিষহ বিরহ ভুঞ্জিয়া—
লভিনু কি এই ফল? ভেবে অপ্রতুল —
সঘনে কাঁপিল মম দুরু দুরু হিয়া।
দেখিতে দেখিতে দ্বিজ এসে সন্নিধান—
কহিল "লো বিধুমুখি, দেখ নিরখিয়া—
কুসুমশরের প্রিয় সহায় প্রধান—
চন্দ্রমা উদিত মম বিনাশে সাজিয়া ;—
বিপন্ন, শরণাপন্ন আশ্রয়ে তোমার,—
আশ্রিতে করহ রক্ষা, নৈলে প্রাণ যায়,—
তোল মুখ চন্দ্রাননে,—তোল একবার,—
অমিয় নয়নে যেন করুণা বিলায়"।
লম্পটের অন্তর্দাহী ঘৃণিত সে বাণী—
শ্রুতি-মাত্র রোষানল হ'ল প্রজ্জ্বলিত,—
নিঃশ্বাসে অনল-কণা পাপ-প্রদাহিনী—
ছুটিল স্ফুলিঙ্গ-সম,—দেহ প্রকম্পিত ;

ক্রোধান্ধ হৃদয়ে কহি তর্জ্জন গর্জ্জনে—
ওরেরে, পাপিষ্ঠ মূঢ়,—ওরে দুরাত্মন্,
এখনো না হ'লি দগ্ধ অশনি-পতনে ?
এখনও কি রুদ্ধ কর সে মেঘ-বাহন্ ?
বোধ হয় শুভাশুভ কর্ম্মের নিদান—
পঞ্চ ভূতে ছার দেহ হয়নি নির্ম্মিত,—
হ'লে এতক্ষণ তোর দেহ ভগবান—
করিত অনলে ভস্ম, সলিলে প্লাবিত !
বায়ু-বেগে সুবিভক্ত, রসাতলে নীত—
যে কোন উপায়ে বিভু সর্ব্ব-শক্তিমান্—
করিতেন উপযুক্ত শাস্তি সুবিহিত,—
কলুষের সমুচিত হ'ত প্রতিদান।
ধরিয়া মানব-কায় তির্য্যক-প্রকৃতি,
সর্ব্ব-সাক্ষী-ভূত যিনি সর্ব্বেশ ঈশান—
সাক্ষী ক'রে কহি যদি পতি-পদে মতি—
থাকে মম এক বিন্দু, সতী-অপমান—
পাপে তোরি হ'বে পক্ষি-যোনিতে পতন,—
পবিত্র এ নিষ্কলঙ্ক রমণী-অন্তরে,—
যে দিয়াছে হেন তাপ, শাপ-হুতাশন,—
এখনি দহিবে তারে নিমেষ ভিতরে !
না জানি কুমার—হয়, কন্দর্প পীড়নে,—
নতুবা সকর্ম্ম-ফল-ভোগের কারণ,—
কিংবা মম শাপ-বাণী-তীব্র-হুতাশনে,—
অমনি সে পড়ে ভূমে হ'য়ে অচেতন !

সঙ্গিগণ শোকোচ্ছ্বাসে হা হতোস্মিনাদে,—
শোক-সংজ্ঞাপনে শ্রুত "সে মিত্র তোমার,"
কহি হেন অধোমুখী তাপসী বিষাদে
অবিরল দীন-নেত্রে বর্ষিলা আসার।
চন্দ্রাপীড় একমনে নেত্র নিমীলনে,—
তপস্বিনী-মুখে শুনি বন্ধুর কাহিনী,—
কহে বৃথা "ভগবতি, আর এজীবনে—
কাদম্বরী-সমাগম-আশা,—সুবদনি ;
জন্মান্তরে যেন সেই হৃদয়-রঞ্জিনী,—
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ নিরখি নয়নে,
করিও ব্যবস্থা তার, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
বাক্য অন্তে, সংজ্ঞা-অন্ত শোক-সংঘর্ষণে।
শিলা-তলে ছিন্ন-মূল তরুর মতন,—
অমনি সে দেহোদ্ধত চুম্বিতে ধরণী,—
সখী-অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ি দৌড়িয়া তথন—
তরলিকা কম করে ধরি বিষাদিনী—
কহিলা কাতর কণ্ঠে "গন্ধর্ব্ব-কুমারি,—
দেখ দেখ একি হ'ল, একি সর্ব্বনাশ,—
কুমার যে সংজ্ঞাশূন্য, প্রাণ পরিহরি,—
গ্রীবা ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে, রুদ্ধ হেরি শ্বাস!
নেত্র হেরি নিমীলিত, মৃতের লক্ষণ—
কি দুর্দ্দৈব সজ্ঘটিল,—কিহ'ল,—কি হ'ল ?
হায়! দেব, কাদম্বরী-হৃদয় রঞ্জন
অর্পিলে কি কম মনে তীব্র হলাহল ?

হায় রে ! জগৎ-জ্যোতিঃ গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
জীবনে জানে না বালা বিষাদ কেমন,—
রে বিধি,—হরিলি তার নয়নের মণি—
করিলি কমলোপরে হিমানী-বর্ষণ ?
হায় বিধি, নিদারুণ ঘটালি ঘটনা,
কেমনে বর্ণিব তাঁরে এ শোক-কাহিনী
আহা, রে, সে বিরহিনী তাপিত ললনা,
শ্রুতি-মাত্র শুষ্ক হবে প্রফুল্ল নলিনী।
এতবলি তরলিকা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,—
চন্দ্রাপীড়ে মহাশ্বেতা করি সন্দর্শন—
নিস্পন্দ, স্তম্ভিত কায়, নিশ্চেষ্ট অন্তরে
দাঁড়ায় "কুলিশাঘাতে পথিক-যেমন !
অনুচরবৃন্দ করে "হা হতোস্মি-" ধ্বনি,
"ওরেরে পিশাচি, তোর এই ছিল মনে,—
হরিলি জগৎ-চন্দ্র, নৃপ-কুল-মণি,—
মহারাজ-তারাপীড়-অঞ্চলের ধনে !
হায় মাতঃ রাজ-লক্ষ্মি, হায়গো মহিষি,—
দেখ এসে আজি তব অঙ্কের রতন—
হরিল বিজন বনে বিকটা রাক্ষসী,—
হায় হ'ল উজ্জয়িনী শ্মশান-যেমন !
উঠ রাজ-কুল-নিধি-রত্ন চন্দ্রাপীড়,
কেমনে ভুলিব মোরা তোমার বদন ?
পুত্র-সম স্নেহ-বশে হে'রেছে সুধীর,
কে আর করিবে হেন আদর, যতন ?

হেন রূপে হ'ল ঘোর হাহাকার ধ্বনি,—
ইন্দ্রায়ুধ চন্দ্রাপীড়ে করি নিরীক্ষণ—
ঢালিল নয়ন-বারি তিতা'য়ে অবনী,—
তীব্র-শোক-সিন্ধু-নীরে আশ্রম-মগন
অমঙ্গল কহে কর্ণে মহিষীর পাশে,—
আচম্বিত দুরু দুরু অন্তর কাঁপিল,—
দক্ষিণ-নয়ন নাচি সঙ্কট বিকাশে—
অকস্মাৎ তারাপীড়-আসন টলিল।
পড়িল প্রাসাদ-শিরে শকুনি-নিকর,—
নিশীথে বায়স করে দিবার ঘোষণা,—
বৎস-পাশে গাভী ত্রাসে করে ভীমস্বর,—
পরিপূর্ণ চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল নানা!
রাজ-লক্ষ্মী শোকাম্বরী করিল ধারণ—
নীহার-নয়ন বারি ঢালে বিষাদিনী
শোকের কাহিনী যেন রটি সমীরণ—
কাঁদায় আকুল প্রাণে পুরী-উজ্জয়িনী!
নির্ম্মম নিয়তি-বিধি অতীব ভীষণ—
সুখ-দুঃখ চক্রাকার নিত্য আবর্ত্তন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

—:*:—

পত্রলেখা-মুখে শুনি প্রিয়-আগমনধ্বনি
বিরহিণী কাদম্বরী উচাটন মন ;—
যেমতি রাধার প্রাণ মোহন মুরলী-তান
নিধুবন-পানে টানে রাধিকা-রমণ ;—
আজি সুবাসিত জলে স্নান করি কুতূহলে
রতন-খচিত রম্য পরে নীলাম্বরী,—
নানা রত্ন-অলঙ্কার বিকাশে লাবণ্য তার
কুসুম-ভূষণে অঙ্গে অতুল্য মাধুরী।
কপোলে কুঙ্কুম-ছটা, ভালে অলকার ঘটা
সৌরভে প্রসূন-সার মাতায় ভবন,—
মকরন্দ-অন্বেষণে উড়িয়া আকুল মনে
স্বতানে মধুপ করে মাধুর্য্য-বর্ণন !
প্রাণেশ-দর্শন-আশে প্রেমের তরঙ্গে ভাসে,—
ধৈরয না মানে আর বিরহিণী-প্রাণে,—
যেমতি বরিষা-কালে তটিনী আকুলা চলে
প্রেমাবেগে মাতোয়ারা সাগরের পানে,—

পদ্মায় প্রসারি কর উপনদী প্রিয়তর
করে যথা প্রেম-রঙ্গে সঙ্গের সঙ্গিনী,—
তেমতি স্বজনি-সনে মহাশ্বেতা-তপোবনে
প্রিয়-সমাগমে চলে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী।
গমনে চিন্তিত মনে কহে "সখি, অকারণে।
মদলেখে,—চলিনু কি আশ্রম-ভবন ?
বিরহ-অনল-তলে অর্পিয়া ভবনে চলে
অতিশয় নিরদয় কুমারাচরণ !
পত্রলেখা মিছা ছলে ইহা মনে নাহি বলে
কেমনে করি বা বল তায় অপ্রত্যয়,—
কঠিন পুরুষ-মন, আসা যদি অকারণ,—
প্রত্যাগতে দ্বিগুণিত দহিবে হৃদয় !
দম্পতি-বিলাস-নীরে বিরহ-কুম্ভীর ফিরে
প্রেমের তরঙ্গে গুপ্ত,—আবরিয়া কায়,
নাহি জানে যে যুবতী নিমজ্জিতা সেই সতী
কুল, মান, প্রাণে তার বাঁচা বড় দায় !
অকৃত্রিম ভালবাসা নিরখি ত্রিদিব-বাসা
চির-ভোগ বিধাতার নাহি সহে প্রাণে,—
বিচ্ছেদ-বিরহ-জ্বালা ছায়ায় করিয়ে কালা
অচিরে অবলা-মনে হলাহল দানে !"
নানা শঙ্কা-জাগে মনে নানা কথা-আলাপনে
ব্যাকুলিনী, সচকিতা গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী—
অন্তর আবেগ-ভরা হেরিলা নয়ন-হরা
চন্দ্র-রাগে অনুরাগী নিশি সুহাসিনী !

হেমকুট-শৈল-শৃঙ্গ কিরণে সুবর্ণ-অঙ্গ
আহা মরি! নগেন্দ্রের মুকুট যেমন,—
কাননে পাদপ-পুঞ্জ হেমাভ লতার কুঞ্জ
কম্পিত কদলী-পত্রে বিজলী-সৃজন!
মাধুরী-লতিকা-মালা কিরণে সুষমা-ডালা
আপন-ভবন ঢাকে হেম-জাল-ছলে,—
আমূল কুটজ-ফুল মরকত-স্তম্ভে ভুল
উপজে সে ভৃঙ্গ-অঙ্গে স্ফটিকের স্থলে!
বিরঞ্জিত কুঞ্জ-পাশে অধরে মধুর হাসে
সুরক্তিম রাগে চারু অশোকের তরু,
কিশোরের আভাময়, নাচে নব কিশলয়
মধুর শিঞ্জনে বায়ু নাচাইছে চারু!
জম্বুবন মনোলোভা, চৌদিকে শ্যামলা শোভা,
আভাময় স্বর্ণ-প্রভ হিমাংশু-কিরণে—
যেন রে প্রকৃতি সতী প্রেমের তরঙ্গে মাতি
নিজ-অঙ্গ অঙ্গরাগে রঞ্জিলা যতনে!
কমল-পরাগ-মাখি হলাহল বক্ষে ঢাকি
মলয়জ বিজনীছে বিরহ-দহন,—
বিমল চন্দ্রমা-করে সে গরল দ্রব করে,
পত্র-স্বরে মর্-মর্ তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন!
অলক্তে আরক্ত পদ যেন ভাসে কোকনদ
নীল-হ্রদ-সম-শ্যাম নব দূর্ব্বাদলে,—
উদিল অরুণ কিবা মৃদু শশধর-বিভা
দীপ্তিমান যবে চারু বদন-কমলে।

যুগল কমল-করে প্রকম্পিত থরে, থরে—
কহে যবে "পূর বাঞ্ছা হে রতি-রমণ,—
মেঘ-আশে চাতকিনী চলেছে এ বিরহিণী
নিজ-গুণে মনমথ-প্রদান জীবন।
নাচিল দক্ষিণ-অঙ্গ নয়নে স্পন্দন-রঙ্গ
অমনি অশিব-শঙ্কা উপজিল মনে
সহসা বায়স যত শোক করি সংঘোষিত
ত্রাসিত, স্তম্ভিত করে কম্পিত সঘনে।
ধ্বনিল পেচক ত্রাসে শিরঃ 'পরে রুক্ষভাষে
কহে যেন "স্ব ভবনে ফির বিরহিণি ;"—
শুনে ধনী রুদ্ধ গতি, যেমতি চঞ্চল মতি
হরি-মুখ দরশনে বনে কুরঙ্গিনী!
কম্পিত অধরে কয় "একি লীলা দয়াময়,—
প্রদানিলে এতকাল বিরহ-যাতন,"—
পত্রলেখা-বাক্য-রূপে ডুবা'য়ে আশার কূপে
আরম্ভিলে পরিণামে নিরাশা-ছলন?
এখনো কি বিধাতার বাকি দগ্ধ বাসনার
কঠোর মানস-বাঞ্ছা না হ'ল পূরণ—
চলিনু প্রাণেশ-পাশে ত্রাসের বিভূতি হাসে
নাহি জানি কিবা শেষে ঘটে বিড়ম্বন?
বিধি যবে প্রতিকূল নির্ম্মূল আশার মূল
কঠিন নিয়তি ভাবি মন প্রকম্পিত,
বিধু যবে অস্ত যায় সহস্র-কিরণ তায়
অংশুদানে নাহি পারে করিতে রক্ষিত,—

দিনকর সোহাগিনী প্রফুল্লা যে সরোজিনী
বিপন্না, সলিল-হীনা হেরিলে নয়নে
প্রিয়তম খর করে অচিরে বিশুষ্ক করে
অসময়, বাম বিধি, হেরিয়া দর্শনে !
অস্ফুট-রোদন-ধ্বনি কাঁদে বন-বিনোদিনী
পুনঃ মন তরাসে চকিত—
কহে "আনন্দের মাঝে কেন নিরানন্দ সাজে
কেন প্রাণ হ'তেছে কম্পিত ?
কি যেন অশিব আসি বিকাশিছে অট্ট-হাসি
ক'রে হৃদে কালিমা-সঞ্চার,—
কি যেন ঘটিল সখি, হাহাকার বিধুমুখি,
আশ্রম করিছে অধিকার" !
হেন কহি সখি-প্রতি, আশ্রমে সদ্রুতগতি
ঊর্দ্ধশ্বাসে হ'লে উপনীত,—
সবে হেরে শোকাচ্ছন্ন নয়নে বিষাদ-চিহ্ন
অমঙ্গল যেন সংঘটিত !
ইতস্ততঃ দৃষ্টি ক'রে হেরিলা ভূতলে পড়ে
"পুষ্প-শূন্য উদ্যানের প্রায়,—
বারি-শূন্য সরোবর, পত্র-শূন্য তরুবর,
প্রাণ-শূন্য প্রাণেশের কায়" !
নিরখি সে দৃশ্য ধনী, করি হাহাকার ধ্বনি
কাদম্বরী পতিতা ভূতলে ;—
যেন ছিন্ন-মূল-লতা শোকে হ'ল অবনতা
পূর্ণ-শশী রাহুর কবলে !

শোকে দেহ সংজ্ঞা-শূন্য বিমলিন সে লাবণ্য
জল-হীন যেন ক্ষীণ মীন,—
লুকায় জোছনা-মাখা বদনে আনন্দ-রেখা
নিমীলিত নয়ন মলিন!
মদলেখা দ্রুত করে অমনি ধরিলা করে
পত্রলেখা পড়ে ভূমিতলে—
সংজ্ঞা-হীন হ'লে কায় ভীষণ শোকের ঘায়,—
চারি দিকে শোক-ঝঞ্ঝা চলে!
বহুক্ষণ হ'লে অন্ত কাদম্বরী-প্রাণ-কান্ত
প্রিয়তম-মুখ-চন্দ্র-পানে—
তৃষিত চকোরীপ্রায় সস্পৃহ লোচনে চায়
হানে ভালে স্বকর-কঙ্কণে
পুনঃ যবে ভূমে পড়ে মদলেখা আর্ত্ত-স্বরে
কহে "শুন গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
তোমা বই কেহ আর নাহি রাণী মদিরার,
চিত্ররথ-নয়নের মণি ;
নিদারুণ শোকে শীর্ণ,— স্বর্ণ-আভা পাণ্ডু-বর্ণ,
হৃদি যেন বিদীর্ণের প্রায়,
ধৈর্য্য ধর কমলিনি, সবে ক'রে কাঙ্গালিনী,
জীব-লীলা যেন সাঙ্গ-প্রায়।
কাদম্বরী উন্মাদিনী,— হাসি কহে ব্যাকুলিনী,
"হৃদি মোর পাষাণে নির্ম্মিত,
এখনো কি বুঝ নাই,— এ দেহের অন্ত নাই,
অপরূপ বিধির গঠিত।

যাঁর শুধু অদর্শনে,— প্রাণ যায় হ'ত মনে,
তাঁর দেহ হেরি প্রাণশূন্য,—
বজ্র হ'তে এ কঠিন,— কথনো কি হবে লীন ?
শমন-অগ্রাহ্য করে গণ্য !'
না মরিনু হেন তাপে,— মোর নামে মৃত্যু কাঁপে,
কিন্তু তার বড়াই ভাঙ্গিব ;—
জীবন-সম্বল-সঙ্গে চিতার অনল-অঙ্গে,
মনোরঙ্গে,—এখনি পড়িব !
সখির বৈধব্য স্ম'রে বিষাদে জীবন ভ'রে,—
প্রেম-হার দোলাব গলায়,—
কভু নাহি ছিল মনে, অঘটন-সংঘটনে,—
ধৃত-নিধি অন্তরে লুকায়।
পুনঃ তাঁর দেখা পাব,— অন্তিমে সে সঙ্গে যাব,
হেন আশা না ছিল অন্তরে,—
প্রিয়তম-অদর্শনে রবে প্রাণ সে দহনে;
কে ভাবিত সে গন্ধর্ব্ব-পুরে।
বিধাতা সদয় হ'য়ে,— মনঃ সাধ মিটাইয়ে ;
মিলাইল চরণ তাঁহার,—
সে চরণ বক্ষে ধরি, যদি দেহ পরিহরি,—
কি আর সৌভাগ্য অবলার ?
যাহারা আলয়ে থাকে,— বান্ধব-অপেক্ষা রাখে ;
মোর, সখি ! ঘুচিল সে ভয় ;
যত ক্লেশ ছিল মনে শান্তি হল এতদিনে
হেরি তাঁর বদন নিলয় !

লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল, মান, বিনয়, স্ব-অভিমান
শিরে তার পড়ে জলাঞ্জলি,—
নেত্রানন্দ সঙ্গে ভয় অন্তরে হইল লয়,—
শিরে যাঁর চরণের ধূলি :
জীবন-সম্বল ছাড়ি এখনো কি সহচরি,—
অনুরোধ জীবনের তরে,—
আবার এ ঘৃণাকর লজ্জাহীন কলেবর
নিয়ে যাব সুখ-শূন্য ঘরে !
গৃহে গিয়ে সখিগণ, কর যত্ন অনুক্ষণ
পিতৃ-মাতৃ-জীবন রক্ষায়,—
স্নেহ-নীড় হেরি শূন্য পোড়া বিহঙ্গিনী জন্য
যেন শোকে প্রাণ না হারায় !"
নিদারুণ শোক-সনে ভকতির সংঘর্ষণে
হৃদে দীপ্ত তড়িত-অনলে—
হ'ল পুনঃ সংজ্ঞা-শূন্য মূর্ত্তিমতী সে লাবণ্য,—
স্বর্ণ-লতা পতিতা ভূতলে !
বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিনী সচকিতা উন্মাদিনী
ব্যাকুলিনী প্রাণেশের পানে
সতৃষ্ণ নয়নে চায় ফিরি কহে পুনরায়
বিষাদিনী সখী-সন্নিধানে।
"অঙ্গনের মধ্যগত সহকার স্বরোপিত
দিবে বিয়া মাধবীর সনে,—
অশোক-বকুল যেন নাহি করে উৎপাটন,—
যত্ন-হীন হেরি উপবনে,—

কালিন্দী-সারিকা মম শুকে স্নেহ অনুপম,—
ত্বরা করি বন্ধন মোচন,—
নকুলী রাখিবা পাশে অভাগী-স্মরণ-আশে,—
হরিণীকে দিবে তপোবন।
বীণা-যন্ত্র আদি যত অন্য দ্রব্য অভিপ্রেত
যাহা রুচি নিবে আত্ম-জ্ঞানে,—
ক্রীড়া-শৈল প্রিয়তম বিলাসিনী-মনোরম
দিও কোন যোগ্য তপোধনে!
শয্যার উপরিস্থিত কাম-মূর্ত্তি পটাঙ্কিত
স্বীয় করে ক'রে উৎপাটন—
করি পরে শত খণ্ড চরণে দলিবে মুণ্ড,
দেব-রূপী নহে কদাচন।
চন্দ্রমা-স্নিগ্ধ-কিরণে, চুয়া-নীরে, সু-চন্দনে,—
সুশীতল চারু শিলাতলে,
ফুল্ল-কমলিনীতলে, কুমুদ, শৈবালদলে,
গাত্র-দাহে যেত প্রাণ জ্ব'লে,—
পুরবাসী-নারী-গণ, হ'তে কত উচাটন,
প্রাণ মম যায়, যায় ব'লে।
আজি সে সন্তাপ-জ্বালা, প্রিয়তম ধরি গলা,
নির্ব্বাপিব চিতার অনলে!
এস প্রিয়-সখি-গণ, ধর মম আভরণ,
বিলাইও দরিদ্র ব্রাহ্মণে,—
আর যেন নারী-কুলে না আসি এ ভূমণ্ডলে,
এই ভিক্ষা মাগিও চরণে"—

মহাশ্বেতা-কণ্ঠ-ধরি, কহে প্রিয়-সহচরি,—
তুমি তবু রেখেছ জীবন,
আশা-মৃগ-তৃষ্ণিকায়, বিমোহিতা হয়ে তায়,—
সহ শোক-শেলের পীড়ন !
মোর হেন আশা নাই ঈশ্বরে প্রার্থনা তাই,
জন্মান্তরে যেন দেখা পাই,—
হ'ল ভব-লীলা-সাঙ্গ,— প্রাণেশের অপ-অঙ্গ,
দর্শনাঙ্গে পিয়াসা মিটাই।"
এত বলি কাদম্বরী,— পতির চরণ ধরি,—
মুক্ত অঙ্কে স্থাপিলা যখন,—
যেন পুষ্পাধারে পদ্ম শোভিল সস্মিত সদ্ম
দীপ্ত যায় আনন্দ ভবন !
শোকের নীরদ-ভাসি আবরে সুষমারাশি
রাজবালা বাতুলা যেমন—
"হা নাথ, হা নাথ," বলি অমনি পড়িল ঢলি
সংজ্ঞাহীন শবের মতন !
অপূর্ব্ব দৈবের রঙ্গ স্পর্শমাত্র সতী-অঙ্গ
শব-অঙ্গ হ'ল জ্যোতির্ম্ময়—
চন্দ্রোজ্জ্বল চারু শোভা আহা কিবা মনোলোভা
দেশ-দীপ্ত কৌমুদী-নিলয় !
অন্তরীক্ষে হ'ল বাণী,— "মহাশ্বেতা তপস্বিনি,—
যে আশায় রে'খেছ জীবন—
সিদ্ধ হ'বে মনস্কাম সতীর পবিত্র নাম
সমুদ্দীপ্ত হ'বে ত্রিভুবন !

মম স্নিগ্ধ সুধা-রসে অবিকৃত মম পাশে
পতি-দেহ রেখেছি যতনে,—
কাল গৌণে নিরাশ্বাস হইও না মম ভাষ
ধ্রুব সত্য বিশ্বাসিয়া মনে।
চন্দ্রাপীড়-দেহাকাশে জীবন-তারকা-খসে
কাদম্বরী-সতী-পরশনে—
অবিকৃত র'বে কায় মম স্নিগ্ধ রশ্মি তায়
উদ্ভাসিত পীযুষ-বর্ষণে!
হ'লে তার শাপ-অন্ত কাদম্বরী-প্রাণকান্ত
পুনঃ পরে হ'বে সঞ্জীবিত;—
না করিবে সংস্কার,— সু-রক্ষিবে দেহ তার;—
প্রবোধিতে রাখি সন্নিহিত!
প্রিয়তম-সমাগমে • দীর্ঘকাল সুখাগমে
সখিদ্বয় যাপিবে জীবন,—
উভয়-প্রত্যয়-তরে শব রক্ষি সতী-করে
সুসেবিত কর সংরক্ষণ"!
শ্রবণে আকাশ-বাণী নভঃ-পানে চাতকিনী
রহে যেন চিত্র-ছবি প্রায়,—
অনিমেষ দুনয়ন গন্ধর্ব্ব-নন্দিনীগণ
ভাবি স্তব্ধ দেব-লীলা হায়!
কুমারের জ্যোতিঃস্পর্শে পত্রলেখা সংজ্ঞা অর্শে
দ্রুত ছোটে যেন উন্মাদিনী—
ইন্দ্রায়ুধ-সন্নিধানে কহিলা আকুল মনে
"রাজ-পুত্র ত্যজিল ধরণী,—

এখন তোমার আর বহি পশু-দেহ-ভার
নাহি কাজ করহ প্রস্থান,”—
এত বলি বল্গা ধরি রক্ষকে স্তম্ভিত কার
মুক্ত-করি করিলা পয়ান!
অশ্ব-পূর্ব্ব-স্মৃতি-গুণে ধায় পত্রলেখা-সনে
দোহে পড়ে অচ্ছোদের নীরে,—
অম্বু হ’তে আচম্বিত দীর্ঘ জটা সুশোভিত
মুনি-সুত সমুত্থিত ধীরে!
জটাতে শৈবাল-রাশি, সর্ব্বাঙ্গ সলিলে ভাসি,
ধরেছে কি অদ্ভুত-মুরতি,—
যেন বা সে সিন্ধুজাত জল-নর নবাগত,
সমুদ্ভূত কিম্ভূত-আকৃতি!
মহাশ্বেতা এক মনে, অনিমেষ দু-নয়নে
হেরে দিব্য মুনির বদন,—
যেন পূর্ব্ব-পরিচিত, হ’য়ে মনে পুলকিত,
সবিস্ময়ে ভাবে মনে মন।
চিন্তা-সরিতের স্রোতে, স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,—
সমুদিত,—আকুল অন্তর,—
অকুল-আঁধার-ময়, হেরে বিশ্ব-সমুদয়,
স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর!
না সরে রসনা তার, হৃদয়ে আবেগ-ভার,
ছল-ছল নয়ন-যুগল,—
কম্পিত,-অবশ কায়, মুনি-সন্নিধানে ধায়,—
শোক-শুষ্ক যেন কণ্ঠ-স্থল।

হেরি তায় বিচলিতা, চিন্তা-নীরে নিমজ্জিতা,
সবিস্ময়ে কহে তপোধন,—
"বহুদিন হ'ল গত, এ আশ্রমে উপনীত,
বিধাতার বিচিত্র-ঘটন !
পুণ্ডরীক-সখা ব'লে, পরিচিত তব স্থলে
চিনিলে কি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি ?
ভক্তি-শোকে মহাশ্বেতা গল-লগ্নী-বাসকৃতা,
পদ-প্রান্তে পতিতা অমনি !
কহিলা গদ্‌গদ্ ভাষে "ফেলি মোরে শোক-গ্রাসে
কোথা ছিলে এতকাল দেব কপিঞ্জল,—
কোথা তব সখা বল, বৈধব্য-বিরহানল
ধক্ ধক্ দহে হৃদি, দীপ্ত অবিরল !
অমা-অন্ধকার-সম বিরহ-বিষাদ মম
রহিবে কি চিরতরে জীবনে মিশিয়া ?
নিরাশার অট্টহাসি তীব্র হলাহল রাশি
রাখিব কি চিরদিন মরমে পুষিয়া ?
হৃদি-ব্যাপ্ত প্রেম-রাগ জীবনের যোগ, যাগ
মিশিবে কি অবশেষে বিস্মৃতি-পাথারে ?
নিদারুণ শোকানল দহিয়া মরম-তল
পশিবে কি দেহ-সহ সমাধি-বিবরে ?
কহ,—কহ,—ত্বরাকরি জীবনের সহচরী—
হবে কি এ জনমে এ হত ভাগিনী ?
আর বল কতকালে দুর্ভাগা দুঃখিনী-ভালে
পোহাইবে ভয়ঙ্করী শোকের যামিনী ?"

শুনি মহাশ্বেতা-বাণী কাদম্বরী চাতকিনী
শুষ্ক কণ্ঠে উৎকণ্ঠিত চিতে—
[illegible] যত সখীগণ অনুচর স্তব্ধ মন
চিত্রবৎ হেরে সেই ভিতে!
যেন স্বপনের কালে সুষুপ্তির মায়াজালে
অসম্ভব সম্ভোগে দর্শন—.
নিমগ্ন উৎসুক-নীরে তপস্বী-উত্তর-তরে,
শুনিবারে অদ্ভুত ঘটন!

পুণ্ডরীক-মৃত্যু-অন্তে ঘটে যে সকল
ঘটনা স্মরিয়া অশ্রু ঢালে কপিঞ্জল!

ষষ্ঠসর্গ-সমাপ্ত।

সপ্তম-সর্গ

—০:::০—

কহে কপিঞ্জল "স্মর সে ঘোরা যামিনী,—
বন্ধু-শব অঙ্গে ধরি ব্যোমে ধায় ব্যোমচারী
শোকাচ্ছন্না মহাশ্বেতে, পতিতা ধরণী,—
"ওরে দূরাত্মন,—তুই বন্ধুকে হরিয়া—
কোথায় পালাবি" বলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি
গগন-মণ্ডলে দ্রুত সন্তাপিত হিয়া!
শব্দ-হীন জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত সে জন—
স্বর্গ-মার্গে উপনীত বৈমানিক চমৎকৃত
প্রফুল্ল নয়নে কত করে নিরীক্ষণ!
দিব্যাঙ্গনা, সিদ্ধাঙ্গনা চৌদিকে পালায়,
ক্রমশঃ পশ্চাৎ সঙ্গে ধাইনু সন্ত্রাসাপাঙ্গে
ব্যাস-হীন ব্যোম-দেশে শোভার আলয়!
ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে বায়ু-স্তর করি অতিক্রম—
জ্যোতিঃ - বিমণ্ডিত কত গ্রহরাজি বিরাজিত
বিবিধ বরণ-ছটা অঙ্গে মনোরম।

কোটি কোটি সূর্য্যকান্ত-মণি-সমুজ্জ্বল,—
শোভিছে তপন-কায় স্বর্ণচক্র রথে হায়!
বিদ্যুত-মণ্ডিত-ধ্বজ,—অনন্ত-অনল।
ধরণী-গর্ভ-সম্ভূত তড়িৎ-পুঞ্জ-কায়
লোহিতাঙ্গ শক্তি-করে গগন উজ্জ্বল ক'রে
কুমার মঙ্গল-গ্রহ চারু শোভা পায়।
প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যাম-প্রতিম-স্বরূপ
সৌম্য সর্ব্ব-গুণাধার ইন্দু-সুত চমৎকার
সুকুমার বুধ-গ্রহ, লাবণ্যের কূপ!
দেব-গুরু জ্ঞানার্ণব, বাগ্মিতা-বৈভব,
ত্রৈলোক্যের বন্দ্যভূত বৃহস্পতি সুশোভিত
অনন্ত-কনক-কান্তি অঙ্গে সমুদ্ভব!
হিম-কুন্দ-মৃণালাভ,— দধি-শঙ্খ প্রায়,—
কিম্বা সে ধবল-গিরি শ্বেতাঙ্গ গগন-চারী
শুক্রাচার্য্য দৈত্য-গুরু,— সর্ব্বজ্ঞ ধরায়।
নীলাঞ্জন-সুরঞ্জিত ছায়ার নন্দন-
গলে চন্দ্রমার মালা আ মরি! সুষমা-জালা
গগন-অম্বরে করে মাধুর্য্য-বর্দ্ধন!
চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দক ঘোর অর্দ্ধকায়—
রাহু সিংহিকার সুত রৌদ্রমূর্ত্তি আবির্ভূত,—
দর্শনে বিরাট দেহ,—ভীতির সঞ্চার!
ক্রূর মহা-ঘোর কেতু তারকা-দলন
তৃণ-ধুম সমপ্রভা অর্দ্ধাঙ্গ কালিমা-আভা
রুদ্র-সুত দেহ যেন শমন-ভবন।

বায়ু-বিরহিত ঘোর অনন্ত-অন্তরে
বিশ্ব-প্রতিবিম্ব হেন অন্তরীক্ষে শোভে যেন
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল কত নেত্র তৃপ্ত ক'রে!
অবনীর অনুরূপ অনন্ত শরীর—
ধাতু-বিমণ্ডিত-কায় অতি দূরে দীপ্তি পায়
উজ্জ্বল আলোক-অঙ্গে যথা পৃথিবীর!
খনিজ রজত, স্বর্ণ কত পৃষ্ঠতলে,—
কেহ বা সু-নীরে প্লুত কেহ ধূম-সমন্বিত
কেহ বা বিদগ্ধ-কায় উত্তাপ-অনলে!
গগন-অম্বুধি-দ্বীপে জীবের আবাস,—
মর্ত্ত্য-লীলা হ'লে সাঙ্গ পশে আত্মা জ্যোতিঃ অঙ্গ
প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলে সে দূর নিবাস!
উপনীত যবে ক্রমে সে দিব্য ভবন,—
অমরার প্রান্ত-দেশে, ভূমণ্ডল তারা-বেশে
অসীম অনন্তে হেরি করে বিচরণ!
চন্দ্রমা-মণ্ডল বেড়ি তারকা নিচয়
ষোল-কলা-নিধি-সঙ্গে কি লাবণ্য চারু অঙ্গে
নীল, পীত, সিত ছটা,—নিত্য জ্যোতির্ময়!
চারু চন্দ্রালয়ে সভা নামে "মহোদয়",—
সখা-শব করি যত্ন রাখিলা সে দেব-রত্ন
চন্দ্রকান্ত-সুপর্য্যঙ্কে,—রত্নের আলয়!
কহিলেন দেবোত্তম "শুন কপিঞ্জল,—
জগতের হিতে ব্রতী গগনে বিকাশি ভাতি,
তমোহা চন্দ্রমা আমি,—সুস্নিগ্ধ, সরল!

বিনা অপরাধে, হ'য়ে বিরহে কাতর—
এই সে বয়স্য তব দিলা শাপ কিবা কব
প্রাণান্ত-সময়ে মোরে অতি ঘোরতর !
"শুনরে চন্দ্রমা,—তোর সুবিমল কর,—
করিল সন্তপ্ত অতি,— মদনে মাতিল মতি,—
প্রিয়ার কারণে হ'য়ে আকুল অন্তর,—
ত্যজিনু এ দেহ-সহি যাতনা যেমন ;—
জন্মি তুই ভূমণ্ডলে জ্বলিয়া বিরহানলে,—
বারংবার মম সম ত্যজিবি জীবন" !
বিনা-দোষে শাপ-গ্রস্ত হইয়া অমনি,
বৈর-নির্য্যাতন-তরে, শাপিনু এ তপস্বীরে,
কম্পিত অধরে কহি এ নির্ঘাত বাণী,—
"রিপু-দাস ওরে মূঢ় ! অতি-অকারণ,—
যেমন শাপিলি মোরে, এ হেন যাতনা ঘোরে,—
বারংবার দেহ-ধরে,—ত্যজিবি জীবন !"
ক্রোধ-শান্তি হ'লে পরে শুন কপিঞ্জল,—
হেরিনু ধেয়ান-যোগে মম রশ্মি-সু-সংযোগে
সমুদ্ভূত অপ্সরার যে কুল নির্ম্মল—
গৌরী নামে সেই কুলে গন্ধর্ব্ব-কুমারী
মহাশ্বেতা তার সুতা পতি-ভাবে পতিব্রতা
এ মুনি-নন্দনে বরে, রম্যা সুকুমারী,—
নবীন যৌবন তার, বিমল মাধুরী,—
সরল কোমল প্রাণ কোপান্ধ হারা'য়ে জ্ঞান
নিজ জনে করিলাম দুঃখ-সহচরী !

তীব্র অনুতাপ মনে হইল উদয়,—
পূর্ব্বে প্রদানিয়া শাপ বৃথা এবে মনস্তাপ,—
ক্ষুণ্ণ মনে সংশোধনে হ'য়ে নিরুপায়,—
যাবৎ এ শাপ-পাপ না হয় মোচন—
তোমার বন্ধুর দেহ না স্পর্শিতে পারে কেহ
মহা যত্নে এ'নে হেথা করিনু স্থাপন!
শাপ-অবসানে হবে প্রাণ-সঞ্চারিত,
আশ্বাসিয়া মহাশ্বেতা বিবরিনু এ বারতা,—
যাও তুমি শ্বেতকেতু-সদনে ত্বরিত!
মহান্ প্রভাবান্বিত সেই তপোধন,
এ বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রুতি-গত হ'লে পরে,
প্রতিকার সংসাধিবে অবশ্য এখন"
চন্দ্রমার উপদেশ করিয়া শ্রবণ—
চলি দেব-মার্গ দিয়া, শোক-সন্তাপিত হিয়া
শ্বেতকেতু-সন্দর্শনে সে দিব্য-ভবন!

যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ করি অতিক্রম,—
হেরিনু তদূর্দ্ধে দিব্য বৈকুণ্ঠ নির্ম্মাণ,—
সদানন্দময়ী পুরী যথায় শ্রীহরি
নিবসে অনন্ত সুখে,—মনোরম্য স্থান!
বাল-বিভাবসু-বসু-রাশি-প্রফুলিত—
রঞ্জিত নীরদ-খণ্ডে দামিনী-আলয়,—
কিম্বা তায় কোটি ইন্দু-প্রভা-উদ্ভাসিত,
অতৃপ্ত মানসে অংশু যেন যুক্ত রয়।

দ্বারে দণ্ড-হীন দ্বারী বিহগেন্দ্র-বলী
তড়িদ্গতি শান্তমতি বৈষ্ণব প্রধান—
অনুজ-প্রতিম স্নেহে হ'য়ে কুতুহলী,—
অতি যত্নে সম্ভাষিলা দ্বিজ মতিমান্।

অদূরে ধ্বনিল সুর-মৃদঙ্গ মধুর—
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, শিঙ্গা অগণন,—
দিব্য-বেশী বিষ্ণু-সখা বালক সুন্দর
সংকীর্ত্তনে মাতাইল সে দিব্য প্রাঙ্গন!
মুহুর্মুহু হরি-ধ্বনি ধ্বনিল গগনে,—
প্রবেশিলা ভক্তবৃন্দ ভক্তির মন্দিরে,
শান্তি, ভক্তি সম্মিলিত দিব্য আলিঙ্গনে
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভাসিল অধীরে,—
প্রেমে মত্ত ভক্তবৃন্দ গলে, গলে ধরি
মহানন্দে প্রবেশিল মুক্তির উদ্যানে,
মন্দার-কুসুম-মাল্যে বিভূষিত করি
দিব্যাঙ্গনা বিরঞ্জিল অলকা, চন্দনে;
নিরখিনু দ্বারে তার অতি রম্য বেশে
যষ্টি-করে সর্ব্ব অঙ্গে বিষ্ণু-নাম আঁকা—
শরীর কঙ্কাল-সার,—সু-পলিত কেশ,—
বিচিত্র পুরুষ এক দাঁড়াইল বাঁকা!
ইনিই বিবেক-জ্ঞান রহে সর্ব্ব ঘটে
হিত-ভাষ যেবা তার না করে শ্রবণ
অচিরে সে ধরা-মাঝে পড়ে ত্রিসঙ্কটে,—
বৈকুণ্ঠ-নিবাস তাঁর করিনু দর্শন!

পশিল বালক-বৃন্দ প্রেম-পূর্ণ মতি,—
পরম পবিত্র বৃদ্ধ সুদিব্য প্রাঙ্গনে—
হেরিলাম বৃদ্ধাবাসে দ্রুম হরিদ্যুতি,—
"কল্প-বৃক্ষ"-আখ্যা যার এ তিন ভূবনে।
প্রেম-ভক্তি শাখাদ্বয় সুচারু সুন্দর,—
শিরে শোভে "হরিনাম" বিজয়-নিশান,—
ত্রিপত্রে করুণা-ধারা ঝরে দর্-দর্
মূলে পূর্ণ-মনস্কাম রহে বিদ্যমান্!
বল্কলে বিতরে সুধা বিরঞ্চি-বাঞ্ছিত,—
পানে,—পরশণে মনে নিত্যানন্দ ধায়,—
সৌরভে অন্তর করে চির-আমোদিত,—
শ্রীহরি-পিয়াসা-প্রেম-পীযুষ বিলায়।
প্রেমের চুম্বকে চিত্ত-লৌহে আকর্ষণ—
করিলা,—প্রেমিকবৃন্দ ভকতির টানে,—
শ্রেণীবদ্ধ চলে সবে ক'রে সংকীর্ত্তন,—
নাচিল তরঙ্গময়ী কৃষ্ণ-গুণ-গানে ;—
মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী মকর-বাহিনী
স্নেহাবেগে ধ'রে অঙ্কে যত ভক্তগণ—
তারিলা অপর তীরে জগত-তারিণী
দিয়ে নীর-ক্ষীর-সুধা জননী-যেমন!
কৃষ্ণ-সখাগণ ভক্তি-যুক্ত যুগ করে,—
মহানন্দে করে সবে হরি-জয়-ধ্বনি,
অর্গলিত গর্গারাধ্য,—রম্য মনোহর—
মুরারি-মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত অমনি!

কোটিকোটি সৌদামিনী উজলি গগনে
বাঁধিল সহসা যেন যুগল নয়ন ;—
অনন্ত-কুসুম-বাস মাখি সযতনে
স্ব-অঙ্গে,—সরঙ্গে বহে স্নিগ্ধ সমীরণ !
অনন্ত জীবন্ত যত নক্ষত্র-নিচয়
মন্দিরে বিরাজে কোটি কোহিনুর প্রায়,—
অনন্ত সুবর্ণ-ছটা স্তম্ভে অভ্যুদয়,—
প্রতিবিম্ব গঙ্গা-অঙ্গে সু-রঙ্গে খেলায় !
অনন্ত কোকিল মিলি পঞ্চম ঝঙ্কারে
আকুল মানসে করে কৃষ্ণ-গুণ-গান,—
বসন্ত অনন্ত-ভাবে প্রতিভা বিস্তারে ;—
লীলাময়ী প্রকৃতির পূর্ণ অধিষ্ঠান !

আস্ত-খণ্ডে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-প্রসবিনী
বিরাজে সর্ব্বমঙ্গলা উজলি বিমান,—
যোগাস্থা, যোগীন্দ্র-জায়া, ত্রিগুণ-ধারিণী,—
পদে ধ্যান-রত হরি, বিরিঞ্চি, ঈশান !

মৎস্য-কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন,—
আদি দশ-অবতার রাজে অন্তভাগে,
কৃতার্থ সে শোভা হেরি দর্শক-দর্শন—
সে সৌভাগ্য সুদুর্লভ লক্ষ কোটি যাগে।

রাধা-কৃষ্ণ যুক্তাকারে ওঙ্কারে অঙ্কিত,—
গুরু-রূপে বৈষ্ণবের রহে সহস্রারে,—
অখণ্ড-মণ্ডলাকারে ভুবন ব্যাপিত,—
সে মূর্ত্তি তৃতীয়-কক্ষে প্রতিভা বিস্তারে!

চতুর্ব্বর্গ-ফল-দাতা, নির্ব্বাণ-কারণ,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধারী
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন বিষ্ণু কৌস্তুভ-ভূষণ
বিরাজে চতুর্থ কক্ষে ত্রিভঙ্গ মুরারি!
রত্ন-সিংহাসনোপরি কঞ্জের শয্যায়
উপবিষ্ট জগদিষ্ট, জগত-রঞ্জন,—
বিরজা, বিমলা, বৃন্দা চামর দোলায়,—
পদ-প্রান্তে রমা করে চরণ-সেবন!
চন্দ্রার্ক-তড়িত-কোটি-নীরদের ঘটা
বিদ্যুচ্চন্দ্র অঙ্গে কত হ'য়েছে উদয়,—
লক্ষ্মী-রূপে ক্ষণপ্রভা বিমলিন ছটা
শ্রীহরি-চরণে যেন লুকাইয়া রয়!
কমলজ ত্রিনয়ন বঙ্কিম সুঠাম,—
মুকুট-অঙ্গদ শিরে,—সুচাঁচর কেশ,—
শারদ-পার্ব্বণ-চন্দ্র-আস্য,—হাস্যধাম,—
ভৃগু-পদ-অঙ্ক হৃদে,—অঙ্গে পীতবেশ!
পরাৎপর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম-সনাতন,—
সাকার যুগলরূপে নিরখি নয়নে
ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করি উত্তোলন
নমিল জগতারাধ্য বিষ্ণুর চরণে!
উদ্দেশ্যে প্রণমি দ্রুত রমা-নারায়ণে
ছুটিনু বিমান-পথে মুনির আশ্রমে,—
পথি-মধ্যে মহাশ্বেতা দুর্ভাগ্য-কারণে
লঙ্ঘিনু গগন-চারী তপস্বী-উত্তমে,—

কোপন-স্বভাব ঋষি রুষ্ট অতিশয়,—
ভ্রুকুটি বিস্তারে কহে কম্পিত বচনে—
"ওরে দুরাত্মন্,—তুই গর্ব্বিত হৃদয়—
বৃথা তপোবলে হেলা করিলি ব্রাহ্মণে,
বয়োজ্যেষ্ঠ আমি তোর,—জনক-সমান,
না করিলি লোকোচিত সম্ভ্রম-দর্শন,—
যৌবন-গৌরবে মূঢ়, হইয়ে অজ্ঞান,—
তুরঙ্গ-গমনে মোরে করিলি লঙ্ঘন,—
এ পাপে ঘোটক-দেহে জন্মিবি ভূতলে,—
অমোঘ দ্বিজের বাণী,—না হবে খণ্ডন,
শ্রুতি-মাত্র কম্পকায় নমি পদ-তলে
কৃতাঞ্জলি পুটে কহি সজল নয়ন—
"বয়স্য-বিরহে অন্ধ, একান্ত কাতর,—
চলিনু উন্মাদ-প্রায়, শুন মহামতি,
অবজ্ঞা-কারণ-হীন জে'নে এ অন্তর—
ক্ষমা করি ভগবন্,—ঘুচাও দুর্গতি!
সংহর এ শাপ প্রভো, এ ঘোর দুর্দ্দিনে—
না স্পর্শে শরীরে যেন,—মিনতি আমার,—
প্রসন্ন বদনে রক্ষ অধৈর্য্য ব্রাহ্মণে,
তপোবলে জ্ঞাত দেব, বিশ্ব-সমাচার"।
জ্ঞাপনে বিষাদ-তত্ত্ব কহে দিব্য-জন
"অব্যর্থ আমার বাণী; তুরঙ্গম-রূপে—
মর্ত্ত্য-ধামে হ'বে তুমি যাহার বাহন—
তাহার জীবন-অন্তে লভিবে স্বরূপে,

এইমাত্র দয়া-বারি করিনু অর্পণ,—”
বহুল বিনয়ে আমি কহি পুনর্ব্বার—
চন্দ্রমা ভূতলে জন্ম করিবে গ্রহণ—
হই, প্রভো,—তবে যেন বাহন তাহার!
ধ্যানেতে নিমগ্ন মুনি বর্ণিল তখন—
“মর্ত্ত্যে উজ্জয়িনী-পতি তারাপীড়-নাম
পুত্রার্থে করিছে নানা সৎক্রিয়া সাধন,—
পুণ্যশীল হেন নৃপ নাহি ধরাধাম!
চন্দ্রমা অপত্য-বেশে জন্মিবে তাহার,—
সখা-পুণ্ডরীক হবে অমাত্য-নন্দন,—
পুরিবে তাপস, এই বাসনা তোমার”,
বিধির বিধান কেবা করিবে খণ্ডন!
মুনি-বাক্য-অবসানে অবসন্ন কায়,—
পক্ষ-ভ্রষ্ট,—নিম্ন-গামী বিহঙ্গ যেমন,—
অম্বুধি-জীবনে তনু স্খলিত ধরায়,—
তুরঙ্গম-দেহ হায়,—করিনু ধারণ!
ভাগ্যবশে জন্মান্তর-স্মৃতি রহে স্থির,—
সত্বর-শাপান্ত-হেতু চিত্ত-প্রণোদিত,—
কিন্নর-মিথুন তরে করিয়া অধীর
প্রধাবিত চন্দ্রাপীড়ে করি উপনীত।
রাজ-পুত্র শাপ-গ্রস্থ চন্দ্র-অবতার,—
যে জন প্রণয়-মাগে পূর্ব্ব-অনুরাগে,—
স্ব-শাপে নাশিলে মম সখা,—নরাকার!
নিয়তি-অধীন কর্ম্মে ক্রোধের আবেগে!

মহাশ্বেতা কপিঞ্জল-বর্ণিত-কাহিনী
শ্রবণে অধীরা অতি,—"কহে মম প্রাণপতি
পূর্ব্ব-জন্ম-অনুরাগে হে'রে অনাথিনী—
কত যে মিনতি ক'রে পরে ত্যজে প্রাণ,
হায় আমি নিশাচরী, বিনাশের হেতু তাঁরি,
বারংবার হইলাম নৃশংসী-সমান!
ওরে,—রে,—বিদগ্ধ বিধি! একি ছিল চিতে?
পোড়াইতে শোকানলে,—এ দীর্ঘ জীবন দিলে,—
ধরামাঝে বৈধব্যের এ চিত্র-রচিতে"?
নানারূপ শান্তি-বাক্যে কহে কপিঞ্জল,—
"কি দোষ তোমার সতি,—সবি করে সে নিয়তি,—
দুর্ঘটন সংঘটিত শাপেতে প্রবল!
তপস্যায় নহে কিছু অনায়ত্ত ভবে,—
তপোবলে ভগবতী লভিলা শঙ্কর-পতি,
বেদবতী-রামপতি তপের প্রভবে!
রত-রহ পূর্ব্ববৎ তপঃ-অনুষ্ঠানে,—
অচিরে সে স্বামি-সঙ্গ করিবে বৈধব্য-ভঙ্গ,
দুর্গতি হইবে লীন ভব-আরাধনে!"
মহাশ্বেতা হ'লে ক্ষান্ত এ শান্তি-বচনে,
ম্লান-মুখী কাদম্বরী কহিলা বিনয় করি,—
"কহ, প্রভো,—পত্রলেখা কোথায় এক্ষণে"?
কপিঞ্জল কহে "এই অচ্ছোদের নীরে,—
প্রবেশি তুরঙ্গ দেহে,—পত্রলেখা সঙ্গে রহে,
পশিনু উভয়ে মাত্র জানি সে শরীরে!

চলিনু ভামিনি,—যথা শ্বেত-কেতু-মুনি,
কালত্রয়দর্শী জনে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ-বিনে
ধ্যান-বলে জানে সর্ব্ব ভুবন-কাহিনী।”

এতবলি কপিঞ্জল গগন-মণ্ডলে,—
উঠিল তড়িত-গতি,—সকলে বিস্মিত-মতি,
অদ্ভুত-দর্শনে সবে চাহে নভঃস্থলে !

যতদিন মৃত রাজ-পুত্র চন্দ্রাপীড়,—
নাহি হ'ন সঞ্জীবিত, রহিতে তাবৎ-স্থিত,
নির্ঝরিণী-পার্শ্বে সবে রচিয়া কুটীর—
অনুচরবৃন্দ রহে সশস্ত্র বাহিনী,—
কহে কাদম্বরী তবে “প্রিয়সখি, এই ভবে
বিধাতা করিল সম-দুঃখের ভাগিনী !
আজি তোমা মহাশ্বেতে,—সখি-সম্বোধনে,
তোষিতে না হবে লাজ,—এতদিনে সম সাজ
সমতা জন্মায় প্রীতি,—সম-আচরণে” !

মহাশ্বেতা কহিলেন “শুন প্রিয়সখি,—
আশা জীবনের মূল, সে মোহে না হলে ভুল,
কে সহে সংসারে দুঃখ-শোক,—বিধুমুখি ?
দৈববাণী মাত্র শুনি আশার ছলনে,—
রেখেছি দেহেতে প্রাণ,—তুমি তার সু-প্রমাণ
কপিঞ্জল-মুখে শ্রুত আপন-শ্রবণে ;—
যাবৎ না চন্দ্রাপীড়-জীবন সঞ্চরে,
তাবৎ সুস্থির মতি রক্ষ দেহ গুণবতি,
ললনার পূজ্যতম কি আর সংসারে ?

হ'য়ে লোকে শুভ ফল-লাভের প্রত্যাশী
মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ি হরি, হর, সর্ব্বেশ্বরী,
কেহবা পাষাণময়ী পূজে এলোকেশী ;
পরম সৌভাগ্যবতী তুমি চন্দ্রমার—
লভেছ সাক্ষাৎমূর্ত্তি পেয়েছ সে দেবপতি,—
কি আছে অবলা-পক্ষে আর অর্চ্চনার" !

তরলিকা, মদলেখা ধরা ধরি করি—
শীত-তাপে রক্ষা তরে চিত্রকুঞ্জ-অভ্যন্তরে
রক্ষিলা কুমার-দেহ চারু-শিলা পরি !

যিনি নানা রত্ন-পুষ্পে দিব্যবেশ ধরে,
প্রিয়-সমাগম-আশে এসেছেন প্রেমাবেশে
রে বিধি, সাজালি তারে বৈধব্য-অম্বরে !
বিকসিত ফুল্ল ফুল, সুগন্ধি, চন্দন,—
অঙ্গ-রাগ অঙ্গ-সঙ্গ কিবা তোর বিধি-রঙ্গ
তপস্বিনী-বেশ অঙ্গে করালি ধারণ !
আমোদিতা যিনি সদা বীণার ঝঙ্কারে,—
গিরি-গুহা-নির্ঝরিণী শুনা'বে মধুর ধ্বনি
কি তোর কঠিন প্রাণ, ধন্য বিধাতারে !
তপন-অাদর্শনীয়া রাজার নন্দিনী
সহি পথ-শ্রম-ক্লেশ, শোক-পীড়া-নির্ব্বিশেষ,
অনাহারে সারাদিন যাপে অভাগিনী,
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, যাপিয়া যামিনী
প্রভাতে করিয়া স্নান দুকুল স্ব-পরিধান
পতি-পদ বক্ষে ধরি রহিলা ভামিনী !

একে বর্ষাকাল তায় নীরদের মালা
যেন কাদম্বরী-শোকে অশক্ত ত্রিদিব-লোকে
ঢালিলা নয়ন-ধারা যত দেব-বালা !
সঘন অশনি-নাদে কম্পিতা মেদিনী
খদ্যোৎ-কিরণে ক্ষীণ অন্ধকারে তরুগণ
করিলা ভীষণতরা সে ঘোরা যামিনী !
ঘন বেগে ঘন-ধারা, মারুত-গর্জ্জন,—
ভেকের সে কোলাহল ঝর্ঝরে নির্ঝর জল,—
ভয়াবহ স্বনে করে বধির শ্রবণ !
সহস্র প্রবাহ-মালা বাহু প্রসারিয়া
ভাসায় অবনীতল, নীর-স্রোতঃ কলকল,—
ধরা রসাতলে যেন চলিল নামিয়া !
কিম্বা মহামেঘ ঘোর আবর্ত্ত পুষ্কর—
গরজে প্রলয়-কালে প্লাবিয়া অবনী-তলে
বীর-রসে বিভাসয় জগত নিকর !
জনপদ-বাসী ভীত ভীষণতা স্মরি,
মৃত-পতি-পদে পড়ি রহি আহা কাদম্বরী
যাপিলা সে ভয়ঙ্করী বর্ষা-বিভাবরী !

সপ্তম—সর্গ—সমাপ্ত

অষ্টম সর্গ

—:•:—

শোক-নীরে নিমজ্জিত দেব-কপিঞ্জল
নিরখি শোকের অঙ্কে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
সদ্রুত পশিলা যবে সে নভোমণ্ডল,—
দিগঙ্গনা শোকে হেরে ম্লান বিষাদিনী!
মিষ্ট ভাষে তুষ্ট করি রমণী-নিকরে,—
তপঃ-জ্যোতিঃ বিকাশিলা গগন-প্রাঙ্গনে,—
উদ্দেশ্যে প্রণমে দেব-দেব মহেশ্বরে,—
নিরুপম দিব্য-তেজ মিশিল বিমানে!
যে পথে পার্থিব আত্মা ছাড়ি স্থূলকায়া
দশেন্দ্রিয় প্রাক্তনের সংস্কার-সনে,—
বায়বীয় সূক্ষ্ম-দেহে পশে যেন ছায়া,—
জলৌকা-সুলভ দ্রুত তৃণান্তর তৃণে;—
আতিবাহিক সে আত্মা বহি সযতনে
আত্মবাহী যম-দূত করয়ে গমন,—
স্বর্গীয় সৌরভময় সুদিব্য স্যন্দনে,
পুণ্যময় আত্মা বহে বিষ্ণু-দূতগণ!

নাচয়ে দিগ্বধূবৃন্দ তমোহা মিহিরে,—
বর্ষিয়া সে সূক্ষ্মদেহে কুসুম, চন্দন,—
নাচে বিদ্যাধরীবৃন্দ, ধন্য এ মহীরে
কৃতার্থ করিয়া,—চলে সু-সন্তানগণ;—
সে বর্ত্মের অনুবর্ত্তী দেব-কপিঞ্জল
চলিলা দেখিয়া কত সুকৃতি, দুস্কৃতি,—
অন্তিমের দশা হেরি বৈরাগ্যের জল—
নির্ব্বাপিল সখা-শোক-অনলের ভাতি!

অদূরে হেরিলা মুনি নদী-বৈতরণী—
নীলিম আগ্নেয় নীর,—ঘোর ধূমাবৃত,—
বিভীষিকাময়ী বীচি,—ভীম নিনাদিনী,—
তীক্ষ্ণধারান্বিত সেতু হীরক-নির্ম্মিত।
পুলিনে বালুকা-কণা কৃশাণু-বরণ—
ঝলছিসে দীপ্ত বিভা নয়ন ধাঁধিয়া,—
হ'তেছে অনন্ত মুখে অগ্নি-উদ্গীরণ—
ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ হেরি কাঁপে হিয়া!

উপনীত তথা যবে মুনির নন্দন—
কহিলা কেশব-দূত তপস্বি-সদনে
দ্বাদশ দন্তের মাঝে নদী সন্তরণ—
ক'রে উত্তরিতে চির-বাধ্য প্রেতগণে।
ভাগ্যবান্ তোমা সম কে আছে এমন?
তপোবলে মহারথ,—ত্বর বৈতরিণী,—
কি আছে পাপীর পক্ষে এ হেন ভীষণ
সঙ্কট-সঙ্কুল জ্বালা,—বক্ষঃ প্রদাহিনী?

প্রত্যক্ষ নেহার দেব, আত্মা-বাহিগণ
জীবাত্মা নিক্ষেপে বেগে এ কৃশানু-নীরে,—
মস্তক সলিলোন্নত করিলে দর্শন—
যম-দূত হানে তীব্র কাল-দণ্ড শিরে,—
বজ্রসম বজ্রকীট নীর প্রপূরিত,—
দর্শন-সন্দংশে ক'রে দর্শনাকর্ষণ,—
শূলী-কীট সূক্ষ্ম-দেহ করে বিতুদিত,
বৃশ্চিক-দংশনে দহে দম্ভোলি যেমন!
"ত্রাহি-ত্রাহি" ডাকে পাপী ভীষণ চিৎকারে,—
তাড়ন-পীড়ন-রত তবু মৃত্যু-চর—
জে'নে ও বিষয়ে মত্ত এ বিশ্ব-সংসারে
পাপে রত জীব নিত্য,—নির্ভীক অন্তর!
অদূরে যে ভীম পুরী তমসা-আবৃত
অন্তরস্থ আর্ত্তনাদে ধ্বনিত গগন,—
দ্বারে-দ্বারে কাল-দূত হুঙ্কারে কম্পিত,—
দিগন্ত ব্যাপিত গন্ধ বীভৎস ভীষণ!
ত্রিলোক-অন্তর-ত্রাস এই যমালয়
দক্ষিণ বর্ত্মেতে যত পাপাত্মা নিবসে,—
পূর্ণিত চৌরাশী কুণ্ড রৌরব-নিলয়
পাপী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সন্ত্রাসিত ভাষে!
পরম তাপস তুমি,—বৈষ্ণব প্রধান—
অশক্ত তোমায় তাই নরক-দর্শানে,—
চল যথা অনরণ্য, মান্ধাতা, ধীমান্
ঈক্ষাকু, দিলীপ, রঘু নরপতিগণে!

সূর্য্যবংশ-অবতংস রাজন্য-মণ্ডলী—
সকাম সু-দান ব্রতে, অশ্বমেধ-যাগে
লভিলা যে দিব্য গতি দর্শাব সকলি”
অমূল্য অবনী-রত্ন পশ্চিম বিভাগে ;
বিমান-প্রাঙ্গনে রহি মুনি-মহামতি
সিংহাসন-সমারূঢ় হেরে রাজাগণে,—
উদয়াদ্রি স্থিত কত বাল-ত্বিষাম্পতি—
বিলায় বিচিত্র ভাতি মোহিয়া নয়নে!
যথাক্রমে সপ্তসর্গ করি অতিক্রম
পশিলা তদূর্দ্ধে মুনি সে দিব্য-ভুবনে,—
আলাপনে বিনাশিল দূর-পথ-শ্রম
অচিরে আগত শ্বেতকেতুর ভবনে,—
প্রণামান্তে নিবেদিয়া বিষাদ-ঘটনা
আদ্যোপান্ত সলজ্জিত কহে কপিঞ্জল,—
“বিদগ্ধ-অন্তর,—পূর্ণ বিচ্ছেদ-যাতনা,—
সদুপায় কর প্রভো, ধরি পদ-তল!”
আশ্বাস-ভাষণে তুষি মুনি-মহামতি
কহিলেন “মম পাশে কর অবস্থান,—
সময়ে ঘুচিবে এই শাপের দুর্গতি,—
আরম্ভিনু শুভ-কর যাগ-অনুষ্ঠান!”
প্রভাতে ভাতিল যবে অরুণ-কিরণ,—
নিরখিয়া প্রিয়তমে অবিকৃত কায়,—
হেথা পুলকিত মতি রমণী-রতন
সখিগণে সে কাহিনী তখনি জানায়!

মদলেখা অনিমেষে হে'রে সেই তনু,—
কহে "নাহি চিন্তা কিছু,—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
দেহ-প্রভা শোভে যেন নবোদিত ভানু,
কি সুকান্তি মরি! মরি! মানস-মোহিনী!
জীবন বিরহ-তাপে চেষ্টা-শূন্য হ'য়ে
রয়েছে নিদ্রিত-প্রায়,—নবীন মাধুরী,—
সমধিক প্রভাময়ী,—লাবণ্য বিলায়ে
দরশন সনে মন যেন নিল হরি।
কপিঞ্জল বর্ণিলা যে শাপ-বিবরণ
দৈব-বাণী সুবদনি, জ্বলন্ত প্রমাণ,
দেহ-প্রভা সত্য-প্রভা করে বিকীরণ,—
সুলক্ষণ, সুলোচনে, শান্তকর প্রাণ।
কাদম্বরী হ'য়ে অতি আনন্দিত মন
প্রদর্শিলা দেহ-দ্যুতি অনুচরগণে,—
মহাশ্বেতা পুলকিতা ক'রে সন্দর্শন,—
কপিঞ্জল-বাক্য সবে সত্য হেন গণে।
কহিলা কিঙ্করগণ কৃতাঞ্জলি করে,—
"মৃত-দেহ অবিকৃত কভু নাহি শুনি,—
আপনি প্রত্যক্ষ দেবী,—শোক-ছবি ধ'রে—
প্রকাশিলা সতীত্বের অতুল্য কাহিনী!
আপন সতীত্ব-তেজে দেহে দিব্য জ্যোতিঃ,—
সে দ্যুতি অর্পিবে ত্বরা কুমার-জীবন,—
ভাগ্য-বলে লব্ধ রাণী,—দেবীর মূরতি,—
স্বার্থক করিলে মাতঃ,—সন্তান-নয়ন!"

দিবসান্তে মহাশ্বেতা আদি সখিগণে,—
কিঙ্কর-সদনে "তথা" কহে কাদম্বরী,—
মৃত-দেহ পূর্ব্ববৎ নিরখি নয়নে
নিশ্চয় গণিলা সবে শাপের চাতুরী !

মদলেখা-প্রতি কহে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
"আশার অন্তিমাবধি রব এই স্থানে,—
তুমি হেমকূটে যে'য়ে প্রবোধ জননী,—
জনকে, স্ব-পুর-জনে,—আশ্বাস-বচনে।
যেন তাঁরা রূপান্তর করিয়া ধারণা,—
শোকাবেগে এসে,—আশা না করে বিফল,
শোক-বহ্নি-উদ্দীপনে,—হ'লে উত্তেজনা,
নেত্র-বারি-নিপাতনে হবে অমঙ্গল !
সেই শোক-দৃশ্যে সখি,—সেই দুর্ঘটনে,—
জে'নে শুভ-ভবিষ্যৎ যেন দুনয়ন,—
শোক-বারি বর্ষে নাই,—ভাগ্য-নিবন্ধনে ;
জগত-কারণ নিত্য-মঙ্গল-কারণ !"

এত কহি করে সতী সখিরে বিদায়,—
মদলেখা করে গতি হেমকূট-পানে,
যথাকালে এসে পুনঃ সংবাদ জানায়,—
যা শুনেছে চিত্ররথ-মদিরা-সদনে !
"বৎসে কাদম্বরী ধন্য,—রোহিণীর প্রায় ;
চন্দ্রমার-অঙ্ক-লক্ষ্মী হইবে কখন,—
স্বপনে না ভাবিনু যা,—মজে দুরাশায়,—
নিজ-গুণে ভর্ত্তা নিজে করি নির্ব্বাচন,—

কৃতার্থ করেছে কুল, শাপ-অবসানে,—
হেরিলে জামাতা-পার্শ্বে স্বার্থক-নয়ন ;—
করিনু প্রার্থনা দোহে ঈশ-সন্নিধানে
অচিরে সংঘটে যেন সে শুভ-ঘটন।
আকাশ-বাণীর, সেই আদেশ-পালনে—
শোকে হ'য়ে আত্ম-হারা, না করে হেলন,—
ধর্ম্ম-প্রাণা নারী কভু বিপদ-পীড়নে,—
স্বাভীষ্ট-সাধনে নহে বিচলিত মন।
স্নেহ-সংবলিত হেন আশীষ শ্রবণে—
পিতৃ-মাতৃ-অবজ্ঞার ভীতি হ'লে দূর,—
গুরু-জন-জ্ঞান-স্নেহ আলোচিয়া মনে,—
জনম-স্বার্থক বলি গনিলা প্রচুর!
ক্রমে বর্ষাকাল গত,—আগত শরৎ,—
নীরদের অপগমে নির্ম্মল গগন,—
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখে শুষ্ক পথ-পঙ্কযত,
সুবিমল নদী-সরঃ-সমল-জীবন।
বিচরে মরাল-কুল তটিনী-পুলিনে,—
তরুরাজি ফলভরে হইলা বিনত,
ধান্য-শীর্ষ-মুখে শোভে বিহগ বিমানে,—
শ্রেণী-বদ্ধ মাল্যাকারে সুষমা-অন্বিত!
নদী-তীরে শোভে কাশ-কুসুমের রাশি
নৃপতির শিরে যেন মুকুট-ভূষণ—
অথবা সে রঙ্গ-মঞ্চে নর্ত্তকী-বিলাসী—
শ্রেণী-বদ্ধ শিরোভূষা করিছে ধারণ!

ইন্দীবর, সেফালিকা, কহ্লার সু-সাজে—
বিমল সৌরভ-শোভা করে বিকীরণ,
সে সুবাসে মন্দগতি মলয়জ ম'জে,
মাতাইল সে সুগন্ধে বিমল গগন!
শশধর-কান্তি হেরি সে কমল বন—
রমনীয় দিব্য কান্তি ধরে মনোলোভা,—
গুঞ্জরিত অলিবৃন্দ মোহিল শ্রবণ,—
ভাতিল বিচিত্র কিবা যামিনীর শোভা!
ভীষণ সে বর্ষা-ক্লেশে হ'য়ে বিমোচিত—
কাদম্বরী-দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে হৃদয়—
কিঞ্চিৎ প্রশান্ত, তীব্র শোক প্রসমিত,—
হেরি চারু স্বভাবের শোভা আভাময়!
একদা সে মেঘনাদ করে নিবেদন—
"শুন দেবি,—যুবরাজ-বিলম্ব-কারণে—
নৃপেন্দ্র, মহিষী আর অমাত্য স্বগণ—
প্রেরিত করেন দূত আতঙ্কিত মনে!
সকল বৃত্তান্ত জানি সেই অনুচর,—
উজ্জয়িনী-গমনের অনুমতি শু'নে—
কহিলা হেরিতে সাধ-প্রভু-কলেবর,—
অবিকৃত দেহ-কান্তি আপন-নয়নে!
এত দূরে এসে যদি অমূল্য রতন
চাক্ষুষ-দর্শন-অন্তে না যায় ভবনে,—
কি বলিবে নরনাথ—মহিষী-সদন,
কি ব'লে বুঝা'বে যত পুরবাসি-জনে?

এত বলি মেঘনাদ অশক্ত বর্ণনে—
নয়ন-সলিলে তার দৃষ্টি আবরিল,
বসিয়া অবশ-মনে ধরণী-আসনে
শোক-প্রস্রবনে ভূমি প্লাবিত করিল!
উপস্থিত এ বৃত্তান্ত করিলে শ্রবণ,—
শোক-বহ্নি ব্যাপ্ত হবে শ্বশুরের কুলে
ভাবি কাদম্বরী হ'ল সচিন্তিত মন,—
জ্বলিল শোকের অগ্নি ঘোর মর্ম্মস্থলে;
কহিলেন সুবদনী গদ্-গদ্ বচনে—
শোকোচ্ছ্বাসে হ'ল তার যেন কণ্ঠরোধ
"চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যাহা অবিশ্বাস মনে—
স্ব-চক্ষে দর্শন শ্রেয়ঃ-যুক্তি করি বোধ।
পলকে হেরিলে যারে না পারে ভুলিতে,—
কেমন ভুলিবে তায় স্নেহাশ্রিত জন,—
কহ ত্বরা প্রবোধিয়া,—হেরি স্বচক্ষেতে
ঘুচাক মনের সাধ,—সফল গমন।"
প্রণমিয়া নব্যা রাণী সজল নয়নে
হেরিলা তৎপর প্রভু-অবিকৃত-কায়—
দূতগণ শোকোন্মত্ত মেঘনাদ-সনে
অবিরল অশ্রু ঢালে অবলার প্রায়!
বহুক্ষণ শোক-বহ্নি জ্বলে ঘোরতর,—
দমিয়া হৃদয়াবেগ গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
কহিলা সময়োচিত প্রবোধ বিস্তর—
মলিন-বদনা অর্দ্ধমুদিতা নলিনী।

"ত্যজহ এ শোক,—স্নেহ-সুলভ যতনে,
কর্ত্তব্য-পালন-তরে দৃঢ় কর মন,
নিরবধি দুঃখ যদি দুঃখ ভাব মনে,—
পরিণাম-মঙ্গলের না হবে কারণ।
এহেন বিস্ময়কর ব্যাপার যখন,
শোক-প্রদর্শনে হেরি নাহি অবসর,—
শুনেনি শ্রবণে কেহ,—না করে দর্শন,—
"প্রাণ-বায়ু-প্রয়াণে না ধ্বংস কলেবর"।
বৎস্যগণ, দ্রুত যে'য়ে নৃপতি-সদন
কহিবে কুমার রহে অচ্ছোদের তীরে,—
কৌশলে অপর বার্ত্তা কর সংগোপন,—
রক্ষহ দম্পতি-প্রাণ প্রবোধের নীরে।
কহে দূত "মহাদেবি! না গমন ভাল,—
গিয়ে না বর্ণিব কিছু,—রবে অপ্রকাশ,—
কিন্তু হেন কার্য্যোদ্বয় সম্ভব বিরল,—
কুমারের অদর্শনে নৃপেন্দ্র নিরাশ!"
কাদম্বরী কহে "বাছা, যথার্থ ধারণা,—
নৃপতি আকুল হেরি থাকা স্থির মনে
অসম্ভব,—ততোধিক প্রভুকে বঞ্চনা,—
পরিহার্য্য ভৃত্য-পক্ষে,—অন্যাষ্য ভুবনে!
শুন তবে মেঘনাদ, কোন বিজ্ঞজন—
করহ প্রেরণ ত্বরা নৃপতি-সদনে
অদ্ভুত ঘটনা করি স্বরূপ বর্ণন—
সমর্থ যে,—নৃপ-মনে বিশ্বাস স্থাপনে।"

মেঘনাদ কহে "দেবি, প্রতিজ্ঞা অন্তরে,
যত দিন কুমার না লভিবে জীবন,—
বন্য-বৃত্তি ধরি যদি কানন-ভিতরে,
তবু না করিব পূজ্য কুমারে বর্জ্জণ!
ভৃত্য কি নিয়ত দেবি, সম্পদের জন?
এ হেন বিপদে তোমা যদি পরিহরি,
বৃথা এ জীবন তবে, সহিবে কি মনে,—
সে স্নেহ জীবনে মোরা কেমনে পাসরি?
ত্বরিতকে দূত-সহ করিয়া প্রেরণ—
পালিব অমোঘ বাণী, স্নেহময়ী রাণি,—
বড় সাধ ছিল তোমা মহিষী-সদন—
মহা সমারোহে নিয়ে, তুষি রাজধানী;—
কিন্তু বিধি নিদারুণ মম ভাগ্য-দোষে,—
সুখের সে নিকেতন,—ত্রিদিব-সমান,
বিজ্ঞাপিলে হেন বাণী শোকের উচ্ছ্বাসে—
অচিরে ধরিবে চিত্র ভীষণ শ্মশান,"
এত বলি মেঘনাদ শোক-পূর্ণ প্রাণে—
প্রণমিয়া ভক্তিভরে নব্যা মহারাণী,—
আকুল উন্মাদ-প্রায় চলে শূন্য মনে—
কাঁদিলা আকুল প্রাণে বন-নিবাসিনী!
শোকোচ্ছ্বাসে উন্মাদিনী গন্ধর্ব্ব-কুমারী
পড়িলা পতির পদে হাহাকার করি!

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ

সুহাসিনী নিশীথিনী উজ্জয়িনী-পুরে,—
তমো-নীলাম্বরী পরি তারা-হার গলে,
চন্দ্রমা ললাটে যেন রঞ্জিলা সিন্দুরে,
কুমুদ সপত্নী-রঙ্গে হাসে ব্যঙ্গ-ছলে!
নগরী সজ্জিতা পরি দীপ-চন্দ্রহার,—
সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমালোকে মনোবিমোহিনী,
চকোর-মানসে মুক্ত অমৃত-ভাণ্ডার,
কুসুম-সম্পদে ধরা-পূর্ণ আমোদিনী!
সহস্র গবাক্ষ-আঁখি খুলি হর্ম্ম্য মালা,—
অন্তর-আলোকে যেন "উঁকি দিয়ে" চায়,
সেরূপে তারকা-রাজি মলিনা উতলা,—
তামসীর তমোরাশি চমকি পালায়।

বাজিছে মঙ্গল-ঘণ্টা মহেশ-মন্দিরে,—
শশব্যস্ত দেবালয়ে দেবল-ব্রাহ্মণ,—
টহলিয়া ছুটা-ছুটি করিছে অধীরে,
সংসাধিছে সমারোহে পূজা-আয়োজন।

মর্ম্মর-বেদীকা'পরে রতন-মণ্ডিত
দধি-শঙ্খ-হিম-কুন্দ-মৃণাল-ধবল
রত্নোজ্জ্বল মহাকাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত,—
অর্দ্ধ-ইন্দু স্বর্ণময় ভালে সুবিমল !
ত্রিনয়নে ঝল-মলে রত্ন-কান্তি-ছটা,—
শিঙ্গা-শূল করে, চারু বৃষভ-বাহন,
বাঘাম্বরে আলো করে মানিকের ঘটা,—
দরশনে শান্তি-সুধা করে বিতরণ !
সুবর্ণ মঙ্গল-কুম্ভ সিন্দূর রঞ্জিত,
কাঞ্চন-পল্লব পঞ্চ, হেমময় ফল—
রয়েছে উপরে গন্ধ কুসুম-মণ্ডিত,
যে সুগন্ধে জ্ঞান-অন্ধ-মোহ করে তল !
স্বর্ণ-পাত্রে দিব্য অন্ন সউপকরণ,
হেম ধূপদানে ধূপ,—দীপ প্রজ্জ্বলিত,
রত্নাধারে বিল্বদল, দূর্ব্বা অগনন,—
রাশি-রাশি পুষ্প মাল্য, পুষ্প তুঙ্গীকৃত !
পাণীয় বিধ পাত্রে,—রতন খচিত,
মিষ্টান্ন, পলান্ন,কত সুখাদ্য প্রচুর,—
পুঞ্জে-পুঞ্জে তুঙ্গাকার ফল সংগৃহীত
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সুগন্ধ মধুর !

চন্দ্রপীড় অদর্শনে মণি-হারা ফণী—
পাথি-গত নেত্রে রহে রাজেন্দ্র-দম্পতি,
সুতের অরিষ্ট-নাশে আজি পাটরাণী
ষোড়শোপচারে পূজে বিগ্রহে সে সতী !

যেমতি সে হস্তিনায় গান্ধারী যতনে—
দুর্ভেদ্য করিতে সুত দুর্য্যোধন-কায়,
মায়ার প্রপঞ্চে মুগ্ধা ইন্দু-নিভাননে,
সুবর্ণ চম্পক সঁপে ভব-রাণী-পায়,
উপেক্ষিলা দুর্য্যোধন বশে নিয়তির
মহাধীর যুধিষ্ঠির সে হিত বচন,
না পূরিল মনো-বাঞ্ছা যথা সে সতীর,
ইচ্ছাময়ী-ইচ্ছা কেবা করিবে লঙ্ঘন ?

সারা নিশি অনশনা ম্লান রাজরাণী
গন্ধ, মাল্য, বিল্বদল সঁপে ভব-পায়,
হেনকালে পুরবাসী বর্ণিল এ বাণী—
"কুমারের বার্ত্তাবহ আগত সভায় !"
স্নেহ-রসে ভক্তি বাঁধ করে বিগলিত
সহসা রাণীর করে বিচলিত মন,—
বিধি-নিয়োজিত কর্ম্ম নিত্য সঙ্ঘটিত,—
শুভাশুভ কার্য্যে ঘটে সুযোগ্য কারণ !
উচাটন মনে করি পূজা-সমাপন—
বাষ্পাকুল দুনয়নে উঠে রাজ-রাণী
কাননে শাবক-ভ্রষ্টা হরিণী যেমন
কম্পিত চরণে চলে যেন উন্মাদিনী !
গদ্ গদ্ বচনে কহে রাজেন্দ্র মহিষী
আবেগে অধর যেন কম্পিত সঘনে
"কৈ কৈ কোথা, কেরে,—এ বারতা ভাষি
লুকালি অমৃত ঢালি আকুল শ্রবণে ?"

কোথা মম চন্দ্রাপীড় জীবন-রতন ?
কে এলিয়ে,—তথা হ'তে, বল ত্বরা করি,
কোথায় রহিল মম অন্ধের নয়ন ?
বল শীঘ্র, কপটতা, মান্য পরিহরি।
বলিতে বলিতে রাণী উন্মাদিনী প্রায়,—
দূত-সন্নিধানে যে'য়ে হ'ল উপনীত,—
বদন-কমল সিক্ত অশ্রুর ধারায়,
অমঙ্গল করে যেন চিত্ত চমকিত !
নিরখি বিষণ্ণ মুখ যত দূত-গণে,
তাড়িত-প্রবাহ যেন রোধিলে ধমনী,—
ছন্নমতি-ম্লানদ্যুতি,—কম্পিত চরণে,—
দাঁড়াইলা বাণ-বিদ্ধা-সুপ্তা-কুরঙ্গিনী।
আলু-থালু মুক্ত-কেশী,—যেন পাগলিনী,—
বিষাদিনী হেরে ঘোর রক্তিম নয়নে,—
ভীষণ তমসাময়ী শোকের যামিনী,—
গ্রাসিছে যেন রে বিশ্ব,—করাল-বদনে !
অসীম অনন্ত ধরা,—ঘোর অন্ধকার,—
সমীরণ-করে কর্ণে "নাই-নাই"-ধ্বনি !
নিরাশা-রাক্ষসী ক'রে ভীষণ চিৎকার,
পুত্র-শোক-শেল-করে আগতা ধরণী !
গম্ভীর জলধি-সম,—ধৈরজ-আলয়,
শোকের পীড়নে ঘোর আকুল করিল,
শূন্য-প্রাণে,—শূন্য-জ্ঞানে,—অবশ হৃদয়,—
"হা-পুত্র" বলিয়া রাজ্ঞী ধরায় পড়িল।

রাজ-রাণী সংজ্ঞহীন করিয়া শ্রবণ—
মহারাজ উপনীত আকুলিত চিতে,—
শুকনাস অতিদ্রুত করে আগমন,
ছুটাছুটি, হাহাকার পড়ে চারি ভিতে!
কেহ করে শশব্যস্তে বীজন-ব্যঞ্জন,
কেহ শিরে ঢালে দ্রুত বারি সুশীতল,
কেহ পানিতল অঙ্গে করিছে স্থাপন,
কেহ বা কদলী-পত্রে দানে পরিমল।
আবার চৈতন্ত লভি,—হা, হতোস্মি-নাদে,
তাপিত করিলা সেই সুদিব্য-ভবন,
নৃপতি কহিলা "দেবি! কি কাজ বিষাদে,
সত্বর করিব দোঁহে জীবন-অর্পণ।
বার্ত্তা-বহ-মুখে পূর্ব্বে শুনিয়া কাহিনী,
যুক্তিযুক্ত সুবিধান করিব তৎপরে,—
এতদিনে শূন্ত হ'ল-হায় উর্জ্জয়িনী!
বিধির বিধান যাহা কে লঙ্ঘিতে পারে?"
এতবলি কহে দূতে নৃপ কম্প মান,—
"অকপটে কহ সত্য,—হইয়া সুস্থির,
কি ঘটেছে শুভাশুভ,—ক'রে প্রণিধান,"
আদ্যোপান্ত সর্ব্ববার্ত্তা,—কোথা চন্দ্রাপীড় ?
রাজেন্দ্র-দম্পতি দেখি একান্ত কাতর,—
দূত-গণ দুঃখ-নীরে হইলা মগন,
সম্বরিয়া অশ্রুধারা কহে "নৃপবর,—
কুমারে অচ্ছোদ-তীরে করেছি দর্শন,—

অন্ত যাহা ত্বরিতক করিবে বিবৃত—"
এতবলি দূত যবে ঢালে নেত্র-জল,
সমাগত নারী-নর হ'য়ে আকুলিত,—
জানিলা আপন-মনে বার্ত্তা-অমঙ্গল!
পুনঃ ব্যাকুলিনী রাণী পতিতা ভূতলে,
শিরে করাঘাত,—মুখে হা, হতোস্মি-ধ্বনি,
বিলাপে আকুল-প্রাণে পুরন্ধ্রী-সকলে,
বহিল প্রবল বেগে শোক-কল্লোলিনী!
শুকনাস ত্বরিতকে করিয়া আহ্বান—
জিজ্ঞাসিলা শোকোচ্ছ্বাসে "কোথা চন্দ্রাপীড়,
কহ ত্বরা, অকপটে,—পরিহরি মান,"
বার্ত্তা শুনে অবসন্ন নৃপতি-শরীর!
আদ্যোপান্ত শোক-গাথা না হ'তে বর্ণনা,
অশক্ত শ্রবণে নৃপ,—কহে আর্ত্তস্বরে,—
"ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও, আর শুনিব না,—
যাহা শুনাইবে,—তাহা জেনেছি অন্তরে!
হা বৎস! সে মর্ম্মভেদি-বিয়োগ-যাতনা,
কেমনে সহিবে-তব কোমল-হৃদয়,
পথ-শ্রমে ক্লান্ত দেহে শোক-উত্তেজনা,
বিদীর্ণ করিল হৃদি স্নেহের-আলয়!
স্নেহ প্রকাশের এক নবীন পন্থায়—
উদ্ভাবিত করি, তব স্বার্থিক জীবন,
চিরতরে এই চিত্র অঙ্কিলে ধরায়
বন্ধুত্বের এ উজ্জ্বল চারু নিদর্শন!

ওরে ভীরু প্রাণ,—তুই নহিস চঞ্চল,—
উপন্যাস-প্রায় শুনি সুতের নিধন,—
চন্দ্রাপীড়-পাশে যে'তে বিমুখ, অচল,
এখনও সাধ দেহ-সম্ভোগ-কারণ?
না মিটিবে মনঃ আশা, শুন মন্ত্রি,সার,—
প্রাণ-বিসর্জ্জন-তরে হেন শুভদিন—
আর কবে হবে ভবমায়া পরিহার?
সাজাও জলন্ত চিতা,—বয়স্ক প্রবীণ!
উত্তপ্ত অনল-শিখা অমৃত-সমান—
করিবে এ শোকানল নির্ব্বাণ পলকে,
কি আছে হে,—শান্তিময় হেন উপাদান,
পরম বান্ধব হেন,—মোহান্ধ ভূলোকে?"
নিদারুণ নৃপ-বাণী পশিলে শ্রবণে—
আতঙ্কে কাঁপিল অতি ত্বরিতক-প্রাণ,—
সভয়ে কহিলা সেই শোকার্ত্ত রাজনে,
কপিঞ্জল-উক্তি যত, হ'য়ে সাবধান!
"শাপ-বশে দেহ রহে চেষ্টা-শূন্য হ'য়ে
অদ্যাপি অম্লান,—দীপ্ত জীবিতের প্রায়,—
শাপ-অন্তে সঞ্জীবিত হেরিবে তনয়ে,—
দৈব-বাণী মহোল্লাসে তখনি জানায়!"
এত বলি আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা
ত্বরিতক ধীরে, ধীরে কহিলে বর্ণন—
জ্ঞানাধার শুকনাস,—"বিধির ছলনা,—
শাপ-নিয়তির লীলা" করিলা ধারণা!

ত্যজি নিজে শোক-ভার পুরন্ধ্রী সকলে,—
নিবারিল! আর্ত্তনাদ শোক-উদ্দীপন,
সংজ্ঞা-হীনা মহিষীর তীব্র শোকানলে—
নহে যুক্ত হাহাকার-ইন্ধন-ক্ষেপণ!
মন্ত্রি-ভাষে পুর নারী রোদন সম্বরি,
বহু-যত্নে মহিষীর মোহ করে লীন,—
বিবিধ বিধানে নৃপে সুস্থ চিত্ত করি,—
কহিলা অমাত্য-শ্রেষ্ঠ সদ্‌জ্ঞানী প্রবীণ,—
"শোকের পীড়নে মোরা হ'য়ে আত্ম-হারা,—
করি নাই উপলব্ধি,—মূল-তত্ত্বে তত,—
তাই সবে আর্ত্তনাদে একান্ত কাতরা—
করিয়াছি লক্ষ্মী-পুরী,—অমঙ্গলান্বিত।
বৈচিত্র এ সংসারের নিত্য পরিণাম,—
শুভাশুভ কর্ম্মোৎপত্তি কারণোপাদানে,—
প্রফলিত ঘটনার পটে ঘটে অবিরাম,
উপলব্ধি মাত্র ন্যায়-যুক্তি, তত্ত্ব-জ্ঞা'নে।
মায়ার প্রপঞ্চে যাহা অন্যথা ধারণা,—
তত্ত্বদর্শী নিত্য করে প্রত্যক্ষ দর্শন,
ভূজঙ্গম-দষ্টে নিত্য মন্ত্রের সাধনা,
মৃতদেহে করে পুনঃ সঞ্চার জীবন!
অগস্ত্যের শাপ-বশে নহুষ-রাজন,—
ধারণ করিলা হায়! অজগর কায়,—
বশিষ্ঠ-তনয়-শাপে সৌদাস-ব্রাহ্মণ,—
ভীষণ রাক্ষস-বেশে বিচরে ধরায়।

শুক্র-শাপে জরা-গ্রস্ত যযাতি যৌবনে,—
নারদের অন্তঃসত্ত্বা,—প্রসবে নন্দন,—
ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হ'য়ে,—জন্মিল ভুবনে,—
ইলা-রাজা নর দেহে গর্ভের সৃজন!
অসম্ভব নাহি কিছু দৈবের ঘটনে,
রঙ্গ-মঞ্চ ভব-ধাম,—জগত-কারণ,—
কত রূপে কত শোক-দুঃখাদি-সৃজনে,—
নাচায় মানবে ক্রীড়া-পুত্তলী যেমন!
দেবতার মর্ত্ত্য লোকে জনম-গ্রহণ
নহে অসম্ভব,—বহু নিদর্শন তার,—
বিশ্বরূপী ভগবান্ ভূভার হরণ—
করিলা বিবিধ-রূপে হ'য়ে অবতার!
পূর্ব্বে-পূর্ব্বে জন্মে যত রাজ-চক্রপাণি
নহ ন্যূন তুমি নৃপ,—বীর্য্য, গুণ, জ্ঞানে,
অসম্ভব কিবা তবে-যোগ্য নৃপমণি,
ল'ভেছ চন্দ্রমা-রূপী সুযোগ্য সন্তানে?
মম পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বের কাহিনী
স্বপন-বারতা কহি নৃপতি-গোচরে,
"পুণ্ডরীক সমর্পিত" উক্ত দৈব-বাণী—
প্রত্যক্ষ সত্যের জ্যোতিঃ বিকাশে অন্তরে!
কহিলা ভূপতি "তুমি জীবন-বান্ধব,
কিছুতেই শোক-শান্তি না হবে আমার,
যতক্ষণ অবিকৃত হেরি পুত্র শব,—
না রোধে বালির বাঁধ প্রাবৃটের ধার!

মহিষীও দর্শনাশে একান্ত ব্যাকুল,
যাত্রা-আয়োজন কর অতীব সত্বরে,
ছাড়িব না, তুমি মম জীবন-সম্বল,—
জীবিতে বিটপী ছায়া কভু কি সংহ'রে ?"

হেন কালে বৃদ্ধ-চর কহে "নরপতি,—
কুমার-কুশল-বার্ত্তা শ্রবণ মানসে,—
মন্ত্রি-পত্নী সমাগতা ব্যাকুলিতা মতি
অশ্রু-পূর্ণা, শোক-শীর্ণা,—অন্দরে বিবশে !"
শোকাকুল নরনাথ মহিষীর প্রতি
আদেশিলা এ অদ্ভুত কাহিনী বর্ণণে—
অপরে অক্ষম বোধে, কহিতে বিবৃতি—
অনুরোধ বিজ্ঞাপিয়া অচ্ছোদ-গমনে !

সত্বর গমনোচিত হ'লে আয়োজন,—
আগত নগর-বাসী নরপতি যত—
কেহ বা কুমার-প্রতি স্নেহ-নিবন্ধন,
কেহ বা আগত নৃপ-প্রীতি-প্রণোদিত !

তারাপীড় নানাবিধ প্রবোধ-প্রদানে
নিরস্ত করিলা যত শোকার্ত্ত সুজন,—
নৃপেন্দ্র, মহিষী, ভৃত্য, সে-শোক-প্রস্থানে
অনুগামী মনোরমা, অমাত্য-রতন !

উপনীত তারাপীড়-রাজেন্দ্র সদলে,—
যথাকালে মনোরম্য অচ্ছোদের তীরে,—
আগমন জানাইয়া মহাশ্বেতা-স্থলে,—
উপস্থিত অবশেষে,—আশ্রম-ভিতরে।

গুরু-জন-আগমনে সরমে মন্দিরে—
প্রবেশিলা মহাশ্বেতা,—শোক-পূর্ণ মন,—
কাদম্বরী শোকস্থ্বাসে কম্পিত শরীরে—
মূর্চ্ছিতা অমনি করে ভূতলে শয়ন।
নব-কিশলয়-সম কোমল শয্যায়—
শয়নে যাহার নিদ্রা না হ'ত সে জন—
অভিভূত আজি মরি! সে মহা-নিদ্রায়,—
নিরখি মহিষী-হৃদি বিদীর্ণ যেমন!
বারংবার আলিঙ্গন, বদন চুম্বন,—
মস্তক-আঘ্রাণ করি,—হা,—হতোস্মি-নাদে,
ভূমে বিলুণ্ঠিতা রাণী করিলা ক্রন্দন,—
বন-ভূমি-প্রধ্বনিতা সে ঘোর নিনাদে!
মহা জ্ঞানবান্ সেই উজ্জয়িনী-পতি,—
কহিলা মহিষী-প্রতি প্রবোধ-বচনে,—
"পুণ্য-ফলে চন্দ্রমাকে পুত্র পে'লে সতী,—
দেব-মূর্ত্তি স্পর্শ-যোগ্য নহে সুলোচনে,—
পুত্র-কলত্রাদি-ঘোর-বিরহ-পীড়ন,—
অসহ্য দর্শনাভাবে হয় সমুদ্ভূত,—
প্রত্যক্ষ হেরিনু চারু ও চন্দ্র বদন,—
কেন আর শোক-তাপে হও অভিভূত?
যাহার সতীত্ব-বলে পুত্রের জীবন,—
সঞ্চারিত হ'বে পুনঃ,—দেবী-অবতার,—
পুত্র-বধূ সংজ্ঞা-শূন্য, করহ যতন,—
অচিরে সঙ্কটে যাহে চৈতন্য-সঞ্চার।

"কোথা বধূ, কোথা মম নয়নের মণি,"
বলি রাণী-আকুলিনী দ্রুত সসম্ভ্রমে,
অঙ্কে তুলি কহে "কত মায়াময়ী-বাণী,"
বারং বারং চুম্বি শির বধূ-অনুপমে।
যত হেরে মহিষীর না পূরে বাসনা,
বহিল প্রবল বেগে নয়নের ধারা,
শোকের প্রতিমা-অঙ্গ ভাসায়ে ললনা,
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি, রাণী শোকাতুরা,
"বড় আশা ছিল মনে পুত্র-চন্দ্রাপীড়ে,
বিবাহ-বন্ধনে বাঁধি,—পুত্র-বধু-সনে,
ভুঞ্জিব সংসার-সুখ স্থবির শরীরে,
হায়রে,—বৈধব্য তার হেরিনু নয়নে!
পরম প্রীতির পাত্রী স্নেহাধিকারিণী,
কাঙ্গালিনী-সাজ তার,—বাস বনান্তর,
করিলি বিশুষ্ক তুই প্রফুল্ল নলিনী,
ধিক্‌রে বিধাতা তোরে,—হাধিক্ অন্তর!"
মহারাণী-অশ্রু-বারি-নিয়ত-পতনে,
কাদম্বরী সংজ্ঞা-লাভ করিয়া তখন,
সসম্ভ্রমে, সলজ্জায়, আনত বদনে,
ভক্তি-ভরে নমে শশ্রূ-মাতার চরণ;—
একে একে প্রণমিলে গুরু-জন সবে,
সবাই সপ্রাণতায় করে আশীর্ব্বাদ,
"বৈধব্য-পীড়ন-শান্তি, সুখী হও ভবে,"
কায়-মনে ঈশ-পাশে মাগিনু প্রসাদ।

প্রিয়ম্বদ জ্ঞানাম্বুধি সম্বোধি রাজন,
কহিলেন "মদলেখে কহ বধূ-প্রতি,
আমরা দেখার জন, করিনু দর্শন,
লজ্জায় সু-আচরণে-না হয় বিরতি।
এত দিন যে প্রক্রিয়া, যেবা আচরণে,
সাধিছে সতীর যোগ্য কর্ত্তব্য তাহার,
আমাদের আগমনে লজ্জা-নিবন্ধনে,
অনুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে তাহার,
সতীর কর্ত্তব্য-গুণে দেব-ভগবান্,—
করিবে অচিরে তার বৈধব্য মোচন,
সাবিত্রীর তেজে বাঁচে যথা সত্যবান্
তেমতি এ চির কীর্ত্তি ঘোষিবে ভুবন!"
কহি হেন,—নৃপ নিয়ে মন্ত্রী, নিজগণ,—
আশ্রম-সমীপবর্ত্তী লতা-কুঞ্জ-মাঝে
আবাস-ভবন করি চির নির্ব্বাচন
কহিলেন সমাগত নৃপেন্দ্র সমাজে,—
"পূর্ব্বে ছিল মনোবাঞ্ছা পুত্র চন্দ্রাপীড়ে
উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধি, সঁপে রাজ্য-ভার
জগদীশ-আরাধনে ত্যজিব শরীরে;—
না পূরিল মনঃ সাধ, লিপি বিধাতার?
পুনর্ব্বার মোহময় সংসার-বাসনা
অন্তর্হিত চিরতরে "শুন বন্ধুগণ,"
সহোদর সম-জ্ঞানে করি যে বর্ণনা
ভেবেছি সোদর প্রায়-সুহৃদ, আপন,

নগরে গমন করি অতি সুবিধানে—
কর সবে সাবধানে স্ব-রাজ্য-শাসন,
পুত্র-সম প্রজাগণে মমতা-বন্ধনে
বাঁধিলে,—ভুবনে হ'বে সুকৃতি-ভাজন।
ধন, জন, এ যৌবন নশ্বর ভুবনে,
সুখের সোপান শুধু দুদিনের তরে ;
যশঃ-পুণ্য সঙ্গী মাত্র ত্যজিলে জীবনে,—
দীপ্তিমান রবে চির নশ্বর সংসারে !
কত কত নরপতি জন্মিল ধরায়—
অস্তিত্ব বিলুপ্ত তার, চিহ্ন মাত্র নাই,
যশো-লক্ষ্মী-সমাশ্রিত, সঞ্জীবিত প্রায়,—
নিদর্শন-স্থলে সবে যার গুণ গাই।
হ'ব রত পরিত্রাণ উপায়-চিন্তনে
যোগ্য পাত্রে রাজ্য-ভার করি সমর্পণ
সে নৃপ প্রবিষ্ট হয় ঈশ-আরাধনে,
সার্থক জীবন তার,—সেই ভাগ্যবান্ !
না পূরিল সেই বাঞ্ছা-বিধি প্রতিকূল,
সুখ-দুঃখ, ভাগ্যাভাগ্য নিয়তি-অধীন,
কর্ম্ম-মাত্র মানবের রয়েছে সম্বল,
ক'দিন রহিবে হেন নর-দেহ ক্ষীণ ?
মাংস-পিণ্ড-অঙ্গ ধ'রে ধরম অর্জ্জন—
যতটুকু, তাই মাত্র লাভ ব'লে গণি,
বিলাস-সম্ভোগ যত অনিত্য-ভূষণ
মোহ-কূপে, "সুখ-সেতু" ধ্বনিত অবনী !

ধর্ম্ম মাত্র দেহ-অন্তে ত্রাণের সম্বল,—
সম্মুখে নরক-সিন্ধু-ভীম-উর্ম্মি ধায়,
স্ব-গৃহে পশিয়া হেন চিন্তি অবিরল,—
কর ধর্ম্মে রাজ্য-ভোগ,—জপি নিয়ন্তায়।"
এতবলি ভূপবৃন্দে করিয়ে বিদায়
ধর্ম্ম-বুদ্ধি নরপতি সু-মন্ত্রীর সনে
চন্দ্রাপীড়-মুখ-চন্দ্র নিরখি সদায়
যাপিলা সুদীর্ঘ কাল সে বিজন বনে,
বিধির বিচিত্র লীলা বুঝে উঠা দায়
এই রাজা, এই তিনি কাঙ্গাল ধরায়!

নবম সর্গ সমাপ্ত!

দশম-সর্গ

হেথা তপোবনে বসি শ্রেষ্ঠ তপোধন
মহর্ষি-জাবালি কহে হাসি মুনি গণে
"উপাখ্যান সুবৈচিত্রে চিত্ত-নিমগন,—
অতিরিক্ত বর্ণিলাম কুতূহল মনে!
আহত মদন-বাণে যে মুনি-কুমার—
পর-জন্মে অবতীর্ণ অমাত্য-তনয়—
মহাশ্বেতা-শাপে হের সেই দুরাচার
"তির্য্যক-আকারে" এই আশ্রমে উদয়"!
এত বলি মুনি করি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ—
দর্শায় আমায় যবে মুনি-সুতগণে,—
পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি মম জাগে সবিশেষ—
জাবালি-বর্ণিত সেই আখ্যান-শ্রবণে!
স্মৃতি-পথে উপনীত বন্ধু চন্দ্রাপীড়,
পূজ্যতম পিতা, মাতা, সখা-কপিঞ্জল,
মাতৃ-সম মহারাণী, নৃপ-তারাপীড়,
বহিল জ্ঞানের সহ ধারে নেত্র-জল!

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিদ্যা, জাতি-গত রীতি ;
পূর্ব্ববৎ একে, একে জাগিল হৃদয়ে,
বাক্-শক্তি নর-প্রায়, যত মতি-গতি,
আসিল আয়ত্তাধীনে হৃদয়-আলয়ে !
নিজের দুষ্ক্রিয়া যত জানে মুনিগণ,—
একান্ত লজ্জার বশে হইনু আনত,
চন্দ্রাপীড় অদর্শনে-দগ্ধ-প্রায় মন,
মহাশ্বেতা-অনুরাগে চিত্ত-ব্যাকুলিত,
মুনি-প্রতি সবিনয়ে কহি "ভগবন্,—
প্রফলিত পূর্ব্ব-স্মৃতি মম হৃদি-পাটে,—
আকুল বিরহ-তাপে অন্তর এখন,—
তাই ভিক্ষা দেবোপম,—তব সন্নিকটে—
অভাগা-বিচ্ছেদে যেই ত্যজিল জীবন,—
কোথায় জন্মিল সেই বন্ধু চন্দ্রাপীড়,—
কৃপাবশে মমপাশে করিয়া বর্ণন—
জুড়াও বিরহ-দগ্ধ তাপিত শরীর !
কি আছে অজ্ঞাত তব,—দিব্য তপোবলে,—
ভূত, ভবিষ্যৎ, তব যেন বর্ত্তমান,—
অদম্য-বিরহ-রূপি-তুষানলে জ্বলে
উত্তপ্ত-মানস-মম,—ইন্ধন-সমান—।
যদিও বিহগ-বেশ করিনু ধারণ,—
তথাপি সে চন্দ্রোপম বদন-দর্শনে,—
অদম্য বাসনা মম,—ধৈর্য্য-হীন-মন ;—
স্বগুণে কৃতার্থ কর করুণা-সিঞ্চনে।"

শুনি বাণী মহামুনি কৃশানু যেমন,—
কহিলা "যে পথে তোর হেন পরিণতি,—
অদ্যাপিও পক্ষ-ভেদ বর্জ্জিত দুর্জ্জন,—
পুনরায় সে পন্থায় যেতে ধায় মতি ?
হৃদয়-চাঞ্চল্য এবে করি পরিহার—
অবস্থান কর মূঢ়,—আশ্রম-ভবনে ;—
পক্ষ-ভেদ অন্তে তোরে,—কহিব বিস্তার,—
বিপ্র-কুলে জন্ম তোর,—চিন্তা নাই মনে ?
কহিলেন সবিনয়ে জাবালি-নন্দন—
"কহ তাতঃ,—দিববাসী এ মুনি-কুমার,
লভি হেন সুদুর্লভ পবিত্র জীবন
কেন বা অন্যায়, কেন দুঃসহ বিকার ?
কহিলেন বিজ্ঞতম বৃদ্ধ-তপোধন,—
"অপত্যোৎপাদন-কালে জননী-প্রবৃত্তি,—
অনুযায়ী সন্তানের চরিত্র-গঠন,—
জন্ম-কালে লক্ষ্মী ছিলা রিপু-রতা-মতি।
কারণের দোষে, গুণে কার্য্যের উৎপত্তি,—
রিপু-পরতন্ত্রী অতি অন্যায়-লক্ষণ,—
জননীর দোষে এর এ হেন দুর্ম্মতি ;
কর্ম্ম-চক্র-আবর্ত্তনে গতি-সংঘটন !"
কৃতাঞ্জলি-পুটে কহি নির্লজ্জের প্রায়,—
"কি উপায়ে হ'বে মম দুষ্কৃতি খণ্ডন,—
কি আছে সুদীর্ঘ আয়ু-লাভের উপায়,
সদুপায় কহ প্রভো, জেনে অভাজন" ?

কহিলা "সে শুভদিন আসিলে সম্মুখে,—
পরিজ্ঞাত হবে তত্ত্ব, সময়-অন্তরে,
অধুনা চঞ্চল কেন? থাক শান্তি-সুখে,
সর্ব্ব নিয়ন্তার-পদ চিন্তিয়া অন্তরে!
কথায় কথায় হ'ল নিশা-অবসান।
পূর্ব্ব-দিকে উষা-সতী ধূসর-বরণ,—
পূর্ব্ব-রাগে রমণীর কান্তি যথা ম্লান,—
পম্পানীরে কল-হংস করিল কূজন!
সমীরণ স্বনে কর্ণে তপোধন-গণে,
প্রাতঃ-কৃত্য-কাল যেন জে'নে উপস্থিত,—
তরু-পত্র-সঞ্চালনে মর্ম্মর-নিঃস্বনে,—
নীড়-স্থিত বিহঙ্গমে করে জাগরিত।
ক্ষীণ-প্রভ-তারাগণে নিরখি নয়নে,—
সখেদে চন্দ্রমা যেন মলিন বদন;
শ্যাম-দূর্ব্বাদল-চারু-গালিচা আসনে,
নীহার-মুকুতা-পংক্তি মোহিল নয়ন!
করি-শিশু রত হ'ল সিংহী-স্তন-পানে,
মর্কট-শার্দ্দূল-পৃষ্ঠে মাহুত বেড়ায়,—
ভুজঙ্গের মালা-পরি নকুলীর প্রাণে,
নৃপতি-নন্দিনী-সম আনন্দ খেলায়।
হোম-বেলা উপনীত,—বৃদ্ধ তপোধন
মুনি-সুত-গণ-সনে করিলা উত্থান,
আখ্যান-আবেশে-মত্ত না নমি চরণ,
অন্য-মনে ঋষি-বৃন্দ করিলা পয়ান।

পর্ণ-শালা-মাঝে মোরে করি-সংস্থাপিত,
পুণ্যাত্মা হারীত চলে সন্ধ্যা-উপাসনে,—
একাকী বিজনে বসি চিন্তা-নিমজ্জিত,
ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্যের পন্থা-নির্দ্ধারণে।
"সর্ব্ব-কার্য্য-সম্পাদন-অযোগ্য এ কায়,
ল'ভেছি কদর্য্যতম বিহগ-জীবন,—
বহু-পূণ্য-ফলে জন্মে মানব-নিচয়,—
তন্মধ্যে দুর্লভ আরো জাতিতে ব্রাহ্মণ,
জ'ন্মে ও দ্বিজের কুলে তপস্বীর বেশে
পরমেশ-উপাসনা,—অপবর্গোপায়,
সর্ব্ব দ্বিজ-ভাগ্যে নাহি ঘটে সর্ব্ব দেশে
বিনা সে কারণাধার-স্নেহানুকম্পায়!
দিব্য লোকে বাস আরো সুকৃতি-লক্ষণ;
হায়! আমি হতভাগ্য, লভি সেই ফল,
স্ব কৃত কর্ম্মের ফলে বিচ্যুত এখন,
নিরাশায় মগ্ন পুনঃ লভিতে সুফল!
একান্ত সম্ভব-হীন ঘৃণিত জীবনে—
সম্মিলন পূর্ব্ব-জন্ম-সুহৃদ, স্বগণ,
কিফল বিহঙ্গ-দেহে সময়-যাপনে
প্রাণ-ত্যাগ-যুক্তি শ্রেয়ঃ,—করিনু মনন!
দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে করিতে অর্পণ
ইচ্ছা হেরি যবে সেই ছার বিধাতার,
অনুকম্পা-হীন তাঁর কঠোর শাসন,
আমা হ'তে হ'ক পূর্ণ দগ্ধ বাসনার!

এ হেন ভাবনা-সিন্ধু উত্তোলিত মনে,
হেনকালে সাধু-চিত হারীত আগত,—
কহে "ভ্রাতঃ,—শ্বেতকেতু-আদেশ গ্রহণে
সখা-কপিঞ্জল তব এথা উপনীত।
কথোপকথনে রত জনকের সনে,—
জানিয়া বর্ণিনু তোমা শুভ-সমাচার,
জ্ঞাত আমি,—আসিয়াছে তব অন্বেষণে,
সখা-সম্মিলনে লঘু হবে দুঃখ-ভার!
শত রাজ্য-লাভে যথা নৃপ পুলকিত,
ততোধিক সুখময় হইল জীবন,—
নয়নে আনন্দ-বারি-স্রোতঃ প্রবাহিত—
সদনে হেরিনু যবে সখা-আগমন!
কহিনু সে প্রিয়তমে কম্পিত বচনে—
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে "প্রিয় সখা-কপিঞ্জল,—
বহুদিন হেরি নাই ও চন্দ্র-বদনে,
জীবন-জীবনে সম,—শূন্য বক্ষঃস্থল!
বড়ই সাধ মনে সখা গাঢ়-আলিঙ্গনে,—
তাপিত হৃদয়ানল করি সুশীতল,—
বলা মাত্র কপিঞ্জল স্ববক্ষে যতনে—
ধরিয়া ঢালিলা নেত্রে অশ্রু অবিরল।
কহিনু প্রবোধ বাক্যে "শুন প্রিয়তম,—
তুমি নহ মম সম স্বভাব-চঞ্চল,—
তবে কেন ধৈর্য্য-হারা পুরুষ-উত্তম,—
অভাগা দুর্দ্দশা হেরি বিষাদে বিহ্বল?

বসিলে আসনোপরি,—শ্রান্তি পারি হরি,—
কহি সখে,—কহ মম জনক-কুশল,—
এ অধম-সন্তানের কদাচার স্মরি,—
করিলা কি ক্রোধ-বশে তাচ্ছিল্য কেবল ?”
কপিঞ্জল কুশাসনে সু-উপবেশনে,—
মুখ-প্রক্ষালনে করি পথ-ক্লান্তি দূর—
কহিলা “জনক তব আছেন কল্যাণে,—
নাশিতে দুর্দ্দশা তব,—প্রয়াসী প্রচুর।
তাঁর পুণ্য-ক্রিয়া-বলে তুরঙ্গম কায়—
বিদূরিত হ’য়ে তথা হ’লে উপনীত,
নিরখি বিষণ্ণ মোরে,—কহিলা আমায়,—
“যে সকল দুর্ঘটনা হ’ল উপস্থিত,—
বিন্দুমাত্র দোষ ইথে নাহি তোমাদের,—
জানিয়াও না করায় কোন প্রতিকার,—
নিজ-দোষে ভুগি হেন ক্লেশ-বিষাদের,—
অনুতাপে দহে হৃদি দেবী-চঞ্চলার !
উভয়ে নিবিষ্ট চিত্ত আয়ুষ্কর যাগে ;—
পুণ্ডরীক-এ-দুষ্কৃতি-হইবে বিলয়,—
না হও নিরাশ চিত্ত,—সখা-অনুরাগে,—
সিদ্ধ-প্রায় যাগ এবে,—অল্প বাকি রয়।
অবস্থিতি কর তুমি আমার সদনে,—
বাকি-অল্প-কাল মাত্র এই দিব্য-লোকে,
ভীতি-মুক্ত-চিত্তে কহি সে পুণ্য-চরণে,—
অন্তর আকুল মম পুণ্ডরীক-শোকে ;

এই নিবেদন তাত,---কর অনুমতি—
যাইতে,—যথায় মম প্রাণ-প্রিয়তম,—
কোথা বিহগ-বেশে করে সে বসতি,—
দয়া করে কহ মোরে দ্বিজেন্দ্র-সত্তম।”
কহে দেব,—“সখাতব শুক-দেহ ধরে,—
অবতীর্ণ-ধরা ধামে,-নারিবে চিনিতে,—
সেও হে'রে বন্ধু বলি সপ্রেম-আদরে,—
আলিঙ্গনে প্রিয়-অঙ্গ নারিবে ধরিতে!
রজনী-প্রভাতে ডাকি কহিলেন তাত—
সখার নিবাস তব জাবালি-সদনে,—
পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি জাগে আজি পূর্ব্ব মত,—
মুনি-মুখে সবিস্তার আখ্যান-শ্রবণে।
কহিও সতর্ক ক'রে, তব প্রিয়তমে,—
যাবৎ প্রারব্ধ-কর্ম্ম নাহি হয় শেষ,—
অবস্থান করে যেন জাবালি-আশ্রমে,—
মে'নে মম হিতকর এই উপদেশ!
তাহার জননী-লক্ষ্মী রত সেই যাগে,
কহিলা আশীষ-সহ পূর্ব্বোক্ত বচন;”
এত কহি কপিঞ্জল প্রেম-অনুরাগে,—
করে মম পক্ষোপরে কর-সঞ্চালন।
নিজে তুরঙ্গম-দেহে ভোগে যত ক্লেশ,—
বর্ণিলা সদনে মম অশ্রু-পূর্ণ নীরে,—
বিবিধ-ঘটনাবলী করিয়া বিশেষ,—
কাঁদিনু আকুল-প্রাণে সখার গোচরে।

মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্ন-কৃত্য করি সমাপন,—
কহিলেন প্রিয়-সখে,—"রহ এই স্থলে, –
যত দিন শুভ-যজ্ঞ না হয় পূরণ,—
নিজেও নিযুক্ত,-পূণ্য কার্য্যের কুশলে।"
এত বলি ধারা-বাহী ঢালি নেত্র-স্রল,—
কহিলেন "বিলম্বের নাহিক সময়,—
চলিলাম সখে" বলি গগন মণ্ডলে—
উঠি অন্তরীক্ষ-মাঝে হইলা বিলয়।

হারীতের যত্ন-বলে কিছু দিনান্তরে,—
হইল এ ক্ষুদ্র দেহে বলের সঞ্চার,—
পক্ষ-ভেদে শক্ত হ'লে বিমান-বিহারে,—
চিন্তিলাম যাব মহাশ্বেতার আগার।

অদম্য প্রণয়াবেগে চলিনু উত্তরে,
পথ-পর্য্যটনে হ'লে শ্রান্তি অতিশয়,
গমন-অভ্যাসাভাবে পিপাসা-কাতরে
জম্বু-নিকুঞ্জের বারি তোষিল হৃদয়!
সুশীতল বারি-পানে তৃষ্ণা-শান্তি হ'লে,
পথ-শ্রমে নিদ্রা করে দয়া প্রদর্শন,
চঞ্চু-পুট রেখে সুখে পক্ষ-অন্তরালে
করিনু সুষুপ্তি-অঙ্কে আশ্রয়-গ্রহণ,
জাগরিত হ'য়ে দেখি কিরাতের জালে,
সমাবদ্ধ পদ-দ্বয়,-বিরাট আকার—
নিষাদ দাঁড়ায়ে পার্শ্বে, যেন মৃত্যুকালে—
শমন-কিঙ্কর করে ভীতির সঞ্চার!

সে ভীষণ মূর্ত্তি হেরি অন্তর তখন
কদলী-পত্রের প্রায় কাঁপিল সঘনে,
জীবনে নিরাশ হ'য়ে করিনু বর্ণন
'কহ ভদ্র,'—কেন বদ্ধ করিলে বন্ধনে?
বধিতে যদ্যপি তব ছিল অভিপ্রায়,—
নিদ্রিত সময়ে কেন কর'নি নিধন?
রেখেছ জীবন যদি কৌতুকের দায়,
ধ'রেছ, হয়েছে তব সে সাধ-পূরণ!
এবে কর দয়া ক'রে বন্ধন মোচন,
করি নাই তব পাশে কোন অপরাধ,
নির্দ্দোষ, নিরীহ জনে,—কে দেয় যাতন,
অকারণ কেহ নাহি সাধে ভঙ্গে বাদ!
প্রিয়-জন-শোকে মন অতি উৎকণ্ঠিত,
বল্লভ-জনের তরে হ'য়ে উচাটন
যে হয় মনের গতি,-আছ পরিজ্ঞাত,
অতএব দয়া করি ঘুচাও বন্ধন!
কিরাত কহিল "আমি যদ্যপি চণ্ডাল,
আমিষের লোভে তোমা ধরিনি নিশ্চয়,
পক্কণের অধিপতি মম মহীপাল,
সে রাজ-নন্দিনী শুনি কৌতুক-হৃদয়,
"শুক-বিহঙ্গম এক জাবালি-আশ্রমে,
পরিষ্কার কথা বলে মানুষের মত,
কন্যারত্নে উপদেশে,-কৌতুক-আগমে,
বহু দিনে হ'বে তুমি কর-তল-গত!

অতএব ইথে মম নাহি অধিকার,
বন্ধন-যোজন কিম্বা মুকতি-প্রদান,
অর্পণ করিব-তোমা সদনে তাহার,
তিনিই তোমার সুখ-দুঃখের নিদান।”
অতীব বিষণ্ন চিত্ত তার বাণী শু’নে,
ভাবিনু রে দগ্ধ-বিধি! এ করিলি পরে,
বিহগ-আকারে থাকি চণ্ডাল-ভবনে,
চণ্ডালের স্পৃষ্ট অন্নে পোষিব উদরে!
পূর্ব্বে ছিনু দিববাসী, অপরে মানব,
অবশেষে পক্ষী বেশ, তবু কি তাহার,
নামিটিল মনঃসাধ, জাত ক্রোধ সব,
হা ধিক রে পোড়া বিধি!’ এই কি বিচার?
পুনরায় কহিলাম “ভাইরে আমার,
নিরর্থক নিবে কেন চণ্ডালের ঘরে,
জাতিস্মর আমি বটি মুনির কুমার,
অপবিত্র ক’রে কেন ডুবা’বে আমারে?
তস্কর কি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী?
মিনতি কি শুনে যার কঠিন-হৃদয়?
অবিরত বারি-পাতে পাষাণে যেমনি,
কোন কালে নাহি হয় কর্দ্দম উদয়!
উত্তরিল মৃত্যু বেশী কিরাত তখন,
বৃথা এ সাধনা তব, কহিনু ধীমান্,
অধীন কি পারে আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন?
দাসত্ব-শৃঙ্খলা-বদ্ধ “শ্বাপদ-সমান”!

নাহি তার ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান
ধর্ম্ম মাত্র,—প্রভু-বাক্য নিয়ত পালন,
স্বাধীন-প্রবৃত্তি, মায়া,—জানিয়ে অজ্ঞান—
বিবেক-সংহতি করে দূরে পলায়ন!”
এতবলি নিয়ে চলে পক্কণের পানে,
পথি-মধ্যে হেরি যত কিরাত-নিচয়,—
কেহ রত কূট-জাল, কার্ম্মুক-নির্ম্মাণে,—
বাগুরা-বয়নে কেহ সন্নিবিষ্ট রয়!
মৃগ-মাংস-খণ্ড-কার্য্যে কেহ ব্যস্ত মতি,
কেহ বা বরাহে তাড়ে লৌহ-দণ্ডকরে,—
কোদণ্ড টঙ্কারে কেহ ভীষণ মূরতি,
সুরা পানে উনমত্ত চণ্ডাল-নিকরে!
পিঞ্জর-নিহিত পক্ষি-শাবক সঘনে
পিপাসায় কণ্ঠ-শুষ্ক করিছে চিৎকার,—
বধোন্মুখ-পশু-কুল-করুণ-নিঃস্বনে
অনুমাত্র হৃদে নাই করুণা-সঞ্চার!
সে ভীষণ দৃশ্য হেরি হ’ল অনুমান,
যমালয় যেন এই কিরাত-আলয়,
চণ্ডাল অর্পিলা মোরে হ’য়ে আগুয়ান
নৃপতি-নন্দিনী-করে প্রফুল্ল হৃদয়।
পিঞ্জরে আবদ্ধ হ’য়ে চণ্ডালের ঘরে,
ভাবি মনে,—কন্যা-পাশে করিয়া বিনয়
মুক্তির প্রার্থনা করি সকরুণ-স্বরে,—
কিন্তু তায় বাক্-শক্তি হয় পরিচয়!

"নর-তুল্য কথা বলা" বন্ধন-কারণ,—
হ'য়ে কুতূহলাক্রান্ত চণ্ডাল-নন্দিনী—
অনুচর-করে যবে করিলা বন্ধন,—
অসম্ভব মুক্তিমম,—শুনাইলে বাণী!
সুদৃঢ় করিবে আরো বন্ধন আমার—
না কহিলে হবে জ্ঞাত শঠতা-লক্ষণ—
নিয়ত যন্ত্রণা-অন্তে, বিরক্তি-সঞ্চার—
হ'তে পারে একমাত্র মুক্তির কারণ!
বড় দুঃখ মহারাজ,—উপজিল মনে,—
"হায় বিধি,—এ করিলে শেষ পরিণাম?
নীরবে কাটা'ব কাল চণ্ডাল-ভবনে,
দিনান্তে না উচ্চারিব পরমেশ-নাম!
ভাবি ভাগ্য,—মৌন ব্রত দৃঢ় আচরণে
রহিনু যাতনা-শেষ সহিয়া রাজন,
চেঁচায়ে কেঁদেছি কত শলকা-পীড়নে
অর্পিত সুফল ত্যজি রহি অনশন!
আস্য মেলি হাস্য করি চণ্ডাল যুবতী,
কহিলা "বঞ্চনা-রত-জাতিস্মর-পাখি,—
অক্ষুধায় খাদ্যে রতি,-বিহগ-প্রকৃতি,
সাধারণ-বিপরীত তোমায় নিরখি!
চণ্ডাল-আনীত ব'লে ভক্ষ্যে অবহেলা,
ক'রে তুমি নিজে দিলে-আত্ম-পরিচয়,
পক্ষি-রূপে অবতীর্ণ বিধাতার খেলা,—
নীচ-জাতি-স্পৃষ্ট-ভক্ষ্য পক্ষি-ত্যজ্য নয়!

এ সকল সুমধুর ফল সযতনে,—
রে'খেছি পবিত্র ভাবে,-খাদ্য দেবতার,
ক্ষুৎ-পিপাসা-শান্তি কর, অশঙ্কিত মনে,
ছাড়িব কি যদি রহ সুধু নিরাহার?
বিস্মিত হইনু তার সুবুদ্ধি-দর্শনে,—
ভক্ষণে করিনু শান্তি ক্ষুধার-অনল,—
তথাপি রহিনু মৌন-ব্রতাবলম্বনে—
যাবৎ যৌবনোদয়,-দেহে বৃদ্ধি বল।
একদা নিরখি মম সুবর্ণ-পিঞ্জর,—
পক্কণ অমরপুরে,—হ'ল পরিণত,—
চৌদিকে ত্রিদিব-বিভা রম্য মনোহর,—
চণ্ডাল-নন্দিনী যেন দেবী-বিনিন্দিত;—
পরম-লাবণ্য হেরি জন্মিল বিস্ময়,—
ভাবি যেন এ কি কোন ঐন্দ্রজালী-মায়া,—
অথবা সুষুপ্তি ঘোরে স্বপ্ন-লীলা-ময়,—
যে দিকে নেহারি হেরি স্বরগের ছায়া!
স্বপ্ন-লীলা নহে উহা,—নহে ইন্দ্রজাল,—
জিজ্ঞাসা-প্রায়াসী যবে ইহার কারণ—
ইতিমধ্যে তব পাশে আনীত ভূপাল,—
জ্ঞাত নহি এ রহস্য-গুঢ়-বিবরণ!
শোক-নীরে নিমজ্জিত বিহঙ্গ তখন—
সমাপিল নৃপ-পাশে আখ্যান বর্ণন!

দশম-সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

(উপসংহার)

—:•:—

শুক-মুখে শুনি নৃপ সুদীর্ঘ আখ্যান,—
পর-ভাগ শ্রুতি-তরে কৌতুক অপার,—
"চণ্ডাল-নন্দিনী কোথা" করিলে আহ্বান,—
আচম্বিতে কন্যা পশে সদনে রাজার !
অকস্মাৎ কক্ষে যেন চমকে দামিনী,—
রূপের প্রভায় হর্ম্ম্য হ'ল জ্যোতির্ম্ময়,—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ দিব্য রাজ-ধানী,—
চমকে শুদ্রকরাজা,—গণিয়া বিস্ময় !
প্রগল্‌ভ বচনে কহে চণ্ডাল-নন্দিনী—
"ভুবন-ভূষণ তুমি রোহিণী রঞ্জন,
কাদম্বরী নেত্রানন্দ শুনিলে কাহিনী
স্বীয়, শুক-পূর্ব্বজন্ম, রহস্য এখন ?
প্রেমান্ধ বিহঙ্গ এই কুমার আমার—
না মানিয়া পিতৃবাক্য মহাশ্বেতাশ্রমে
ছুটিলে সে শ্বৈতকেতু জনক ইহার
জানিলা ত্রিকাল-দর্শী দিব্য তত্ত্বজ্ঞানে,

লক্ষ্মী-আমি, কহে মোরে, "কুমার তোমার
পুনর্ব্বার সে কুপথে না করে গমন,
যাবৎ আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন তাঁর,
রক্ষিবে আপনাবাসে করিয়া বন্ধন!
মহামুনি বাক্য আমি ক'রেছি পালন
বন্ধনে রাখিয়া শুকে অবনী ভুবনে,
যাগ-পূর্ণ এবে, দোঁহে করাহ মিলন,
হের চন্দ্রাপীড়, বন্ধু এ বৈশম্পায়নে!
শুন, শুন, নরপতি আমার বচন,
অতি ত্বরা ব্যাধি-জরা-সঙ্কল জীবন,
আপন অভিষ্ট-লাভে করি পরিহার,
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-শোক কর নিবারণ"
এত বলি লক্ষ্মীদেবী হ'লে অন্তর্দ্ধান,
জন্মান্তর সে বৃত্তান্ত স্মৃতিতে জাগিল,
মকর-কেতন করি স্ব-শর সন্ধান
কাদম্বরী-তরে প্রাণ আকুল করিল!
"বিরহে বিধুরা অতি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,"
স্মরিয়া শূদ্রক রাজা একান্ত কাতর,
বসন্ত-আমোদ-পূর্ণা হইলা ধরণী,
সহকারে ঝঙ্কারিল পিক "কুহু" স্বর,
স্তবকে-স্তবকে শোভা নবীন সুন্দর!
কচি-কচি কিশলয়ে বিটপীর অঙ্গ,
পরিয়া সুন্দর কিবা মঞ্জরী মধুর
নবভাবে সু-পল্লবে পাদপের রঙ্গ!

চূত-মুকুলের গন্ধ করিয়া হরণ' —
মন্দ-মন্দ বহে যবে মলয়-সমীর,—
তরুগণ ফল-পুষ্প করে সঞ্চালন,
অলির গুঞ্জনে মত্ত আশ্রম-কুটীর !
সুহাসে কমল-বন হ'ল বিকসিত,···
অশোক, কিংশুক হাসে মোহিয়া নয়ন,—
মদনের মহোৎসবে ধরা পুলকিত,—
চৌদিকে ধরিল শোভা নয়ন-রঞ্জন।
একদা সাহাহ্নে করি সরোবরে স্নান,—
ভক্তিভরে কাদম্বরী অর্চ্চিয়া অনঙ্গে,—
চন্দ্রাপীড়-দেহ করি বিধৌত-অম্লান,—
চন্দন-হরিদ্রা লেপে মদন-তরঙ্গে,—
কণ্ঠদেশে পড়াইলা কুসুমের হার,—
অশোক-স্তবকে রঞ্জে শ্রবণ-ভূষণ,—
মনোহর করি দিব্য-বেশ-ভূষা তাঁর,—
প্রেমাগমে হেরে সতী সস্পৃহ লোচন !
বারংবার করে যবে অঙ্গনিরীক্ষণ,—
একেত বসন্ত-কাল, স্থান অনুপম,—
নিবিড় সে লতা-কুঞ্জ, অতি নিয়জন,
বুঝিয়া হানিলা বাণ,—রতী-মনোরম।
কাদম্বরী ফুল-বাণে যেন উন্মাদিনী,—
বিহ্বল-মানসে পতি সঞ্জীবিত গণে,—
প্রিয়তম-মৃত-দেহ যবে বিনোদিনী,—
ধরিলেন প্রেমাবেগে গাঢ়-আলিঙ্গনে,—

অমনি সে চন্দ্রাপীড় হইলা উত্থিত,
লভিয়া জীবন পুনঃ শাপ-অবসানে,
কাদম্বরী ভীতি-বসে হ'লে প্রকম্পিত,—
কহিলা কুমার তায় মধুর-ভাষণে ;
"কেন ভীতা সুলোচনে,-হৃদয়-রঞ্জিনি !
ভুঞ্জিনু শাপের নিশা,—জ'ন্মে বিদিশায় ;
শূদ্রক-নৃপতিরূপে,—প্রভাত রজনী—
সঞ্জীবিত,—বক্ষে নিতে প্রেম-প্রতিমায়
হৃদয়-নিকুঞ্জ-বন কমলিনী বিনে,—
বিরহ-পীড়নে ছিল মলিন প্রচুর—
সরোজিনী বক্ষে ধরি আজি শুভদিনে
বিচ্ছেদ-যাতনা ত্যজি,-হাসিবে মধুর !
শুন, শুন সুলোচনে,—শুন বিবরণ—
"পুণ্ডরীক-শাপ-মুক্ত হ'ল এত দিনে,
প্রিয়-সখী-মহাশ্বেতা-বিরহ-দহন—
চির-নির্ব্বাপিত হ'বে মিলন-জীবনে ;—
পবিত্র সতীত্ব-দ্যুতি হবে পরকাশ—,
দৈব-বাণী ধ্রুব সত্য গণিবে ধরায়,'
তপস্বিনি-তপোবলে ভক্ত-অভিলাষ
পূরাইবে ত্রিপুরারি ম'জে করুণায় !"
না হ'তে কুমার বাক্য পূর্ণ অবসান,—
সহসা প্রদীপ্ত হ'ল গগন-মণ্ডল—
উলু দিলা দিগঙ্গনা দাঁড়ায়ে বিমানে
নিরখি সে পুণ্ডরীকে,—বামে কপিঞ্জল !

নাচিল অপ্সরীবৃন্দ দেবেন্দ্র-নিবাসে
বর্ষিলা কুসুমরাশি সুরবালাগণ—
কাদম্বরী সখি-পাশে ধাইলা উল্লাসে
করিতে এ শুভ-বার্ত্তা দ্রুত বিজ্ঞাপন !
নিমিষে কমলাসুত কুমার-সদনে—
একাবলী হার গলে,—করে সম্ভাষণ,—
চন্দ্রাপীড় প্রেমাবেগে দিব্য আলিঙ্গনে
কহিলা অমিয়-মাখা প্রীতির বচন,—
"প্রিয়তম সখে, তব সৌহার্দ্দ কখন—
বিস্মৃত হইতে জন্মে পারিবনা আর,
যদ্যপি আকারগত সুপরিবর্ত্তন,—
তথাপি বৈশম্পায়ন ধারণা আমার,
জীবন-প্রতিম-জ্ঞানে তাপিত জীবন,—
করেছিল দেহ-ত্যাগ বিরহ-বিরাগে,—
হে বন্ধো, হেরিবে মোরে মিত্রের মতন,
মজিবে সখার সম প্রেম-অনুরাগে।
কেয়ূরক হেমকূটে করিল গমন—
বর্ণিতে গন্ধর্ব্ব-রাজে শুভ-সমাচার,
নৃপেন্দ্র দম্পতি-পাশে করিতে জ্ঞাপন
মদলেখা ছুটে যেন পবন-আকার,
"পরম সৌভাগ্য-বশে তব চন্দ্রাপীড়—
লভিলা এ শুভ লগ্নে নূতন জীবন,—"
রাজা-রাণী-মনোরমা-অমাত্য-শরীর—
আনন্দে নাচিল, ধায় উন্মত্ত যেমন।

চন্দ্রাপীড় পিতৃ-মাতৃ চরণ বন্দন --
মানসে করিলা যবে শির অবনত,—
অমনি দুবাহু ধরি স্থবির রাজন—
কহিলেন প্রীতি-নীরে হ'য়ে নিমজ্জিত,
"জন্মান্তর-পূণ্য-বলে পেয়েছি নন্দন,—
প্রত্যক্ষ-দেবতা-তুমি চন্দ্রের মূরতি,
সবার নমস্য, বাছা, আজি দেবগণ—
অপেক্ষা ও—নর-দেহে লভিনু সুকৃতি।
হ'ল মম এত দিনে সফল জীবন,—
স্বার্থক সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম পুত্র-কামনার,
দর্শাইলা ভগবান্ দিব্য-নিদর্শন,—
পরম-দয়ান ভক্তে দেব-করুণার!

পুত্র-স্নেহে মাতোয়ারা সেবিলাসবতী,
ব্যাকুলিনী করি শিরে সহস্র চুম্বন,
অধীরা ধরিয়া বক্ষে অশ্রু পূর্ণা সতী,
অঙ্কে করি মুখ-চন্দ্র করে নিরীক্ষণ।
কুমার সম্ভ্রমে উঠি,-অতি ভক্তি ভরে,—
মন্ত্রীক অমাত্যে করে চরণ-বন্দন,
সমাদরে তুষিলেন দর্শক-নিকরে,
আলিঙ্গনে সম্ভাষিলা অনুচরগণ।
পুণ্ডরীকে নি'য়ে কহে ধীর চন্দ্রপীড়,
"পর-জন্মে ইনি হন সে বৈশম্পায়,
পরিচয়ে পুত্র-স্নেহে অমাত্য অধীর,
মনোরমা ক্রোড়ে করি জুড়ায় জীবন।

পুণ্ডরীক ভক্তি ভরে জনক-জননী—
সন্তোষিলা পদ্ম-প্রান্তে করিয়া প্রণতি
কহে কপিঞ্জল সেই সম্মোহিনী বাণী—
যা কহিলা শ্বেতকেতু,—অমাত্যের প্রতি—
"পুণ্ডরীক পুত্র মম, পালনে তোমার—
চির-অনুগত সুত তোমার চরণে—
রাখিবে সদনে পুত্র ভাবি আপনার
সে বৈশম্পায়ন-সম-স্নেহ বিতরণে।
ফুল্লমনে কহে মন্ত্রী "মুনির আদেশ
চির-শিরোধার্য্য মম নির্ম্মাল্য-আকার,
এতবলি পুণ্ডরীকে স্নেহে নির্ব্বিশেষ—
অঙ্কে করি দগ্ধ হৃদি, জুড়ায় তাহার।
নানাকথা আলোচনে সুখের যামিনী
যাপিলে, হাসিল উষা প্রভাত-গগনে ;—
চিত্ররথ, হংস, গৌরী, মদিরা ভামিনী
মহানন্দে সমাগত প্রিয়জন সনে।
আহা কিবা শুভদিন কি আনন্দময়,
শোক-দুঃখ গেল দূরে আহা ! এত দিনে ;
ধ্বনিল বিজয়-ধ্বনি জয়-জয়-জয়,
নাদিল গগন শুভ—বার্ত্তা বিজ্ঞাপনে,
কাদম্বরী-হৃদি-চন্দ্র মিলে চন্দ্রাপীড়;
পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা বিচিত্র মিলন,—
ভূতলে অতুল স্বর্গ যেন দু সতীর,—
মদলেখা, তরলিকা আনন্দে মগন !

বৈবাহিক-সূত্রে গাঁথা রাজা-চিত্ররথ,
হংস-সনে শুকনাস করে আলিঙ্গন,—
পরস্পর দুই পক্ষ রাণী-মনোরথ—
সিদ্ধমনে, বহে প্রাণে “সুখ-প্রস্রবণ।
চিত্ররথ নৃপ-প্রতি প্রীতি-সম্ভাষণে—
কহিলা “সকল যবে সিদ্ধ স্নিগ্ধ প্রাণ,—
অনুকম্প পদার্পণ করহ ভবনে,—
চন্দ্রাপীড়ে করি রাজা, কাদম্বরী-দান”
তারাপীড় কহে “শুন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,—
সুখ যথা গৃহ সেই, এই সুখ-ধাম,—
প্রতিজ্ঞা করেছি হেথা রব নিরন্তর,—
বধু-চন্দ্রাপীড়ে নিয়ে পূর মনস্কাম—
মহোৎসাহে উদ্বাহের কর আয়োজন,
যথা-সুখে কন্যা-রত্ন কর সম্প্রদান
শ্রবণে—কৃতার্থ হব, বাসনা পূরণ
ভবেশ আশীষে হ’বে উভয়-কল্যাণ!
রাজ-অনুমতি-মতে হংস-চিত্ররথ,
জামাতা-যুগল সঙ্গে যুগল-নন্দিনী,
মদলেখা, তরলিকা-পূর্ণ মনোরথ,
মহানন্দে হেমকূটে করে আমোদিনী।
উড়ায় বিজয়-ধ্বজা সুনীল গগনে,
বাদ্যোদ্যম কোলাহলে সুখ-প্রস্রবণ—
ছুটিল প্রবলবেগে, সুখী দেবগণে—
নাদিল মঙ্গল-ঘণ্টা চন্দ্রমা ভবন।

শুভ-দিনে শুভ-ক্রিয়া ক'রে সমাপণ,
উভয়-জামাতা-হস্তে স্বরাজ্য-অপণে—
হইলা পরম সুখী গন্ধর্ব্ব-রাজন,
সতীর বিজয়-ধ্বনি ধ্বনিল গগনে!
যথা শোকাকুলা সেই অশোক-কাননে
ভুঞ্জিয়া বিরহ-ক্লেশ জনক-নন্দিনী—
রাম-সমাগমে পুনঃ অযোধ্যা-ভুবনে
জুড়ায় তাপিত-প্রাণ-রাঘব ভামিনী।
কিম্বা যথা নিষধের অধিপতি নল,—
সুর-বালা বিনিন্দিতা দময়ন্তী-সতী—
শনি-চক্রে সহি বহু বিরহ-প্রবল,
মিলনের শান্তি-নীরে স্নিগ্ধ তপ্ত-মতি
তেমতি বিরহ-অন্তে প্রিয়-প্রণয়িনী—
সমাগমে চিরসুখী দেব-চন্দ্রাপীড়,
পুণ্ডরীক মহাশ্বেতা লভিয়া রমণী,—
জুড়ায় বিরহ-দগ্ধ তাপিত শরীর।
দিবসান্তে কাদম্বরী স্বামি-সোহাগিনী—
পতি-বক্ষে রাখি মুখ কহিলা অধীরে
"মৃত সঞ্জীবিত সব, কিন্তু প্রেমাধিনী
পত্রলেখা কহ নাথ, রাজে কি শরীরে?"
চন্দ্রাপীড় কহে "প্রিয়ে, শাপ-গ্রস্ত শুনি
মম-প্রতি চিরমতি শুশ্রূষা-কারণ,
ধরামাঝে পত্রলেখা জন্মিল রোহিণী—
নিমগ্না অচ্ছোদ-নীরে, স্বদেহে এখন।

নিরখিবে পুনঃ তারে সেই চন্দ্রলোকে,—
বর্ণিয়া চুম্বনে করে কৌতুক ভঞ্জন,
শুনি কাদম্বরী পূর্ণ হইলা পুলকে
মদন সন্ধানে ঘুচে বিরহ বেদন।
    হেমকূটে মহানন্দে যাপি বহুদিন
চন্দ্রাপীড় সপত্নীক চলে উজ্জয়িনী
শ্মশান সমান শোক-অন্ধকারে লীন
পুনরায় হাস্যময়ী হ'ল রাজধানী!
রাজ্য ভার সমর্পিয়া দেব-পুণ্ডরীকে
চন্দ্রাপীড় কভু পিতৃ আশ্রম ভবন,
কভু বা যাপিলা দিন দেব চন্দ্র-লোকে
কভু বা গন্ধর্ব্বপুরে আনন্দে মগন।
সতীর মাহাত্ম্য তত্ত্ব অতুল ভুবনে
"বাণভট্ট" মহাকবি সংস্কৃতে জানায়
সতী-পদ-রজঃ-শিরঃ-নির্ম্মাল্য ভূষণে
স্বার্থক জীবন, গায় কবি বাঙ্গলায়,

ইতি "গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী" কাব্য

সমাপ্ত